ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA গৌরবের ৭২ তম বছর

Founder : J.C.Paul ■ Former Editor : Paritosh Biswas

JAGARAN ■ 72 Years ■ Issue-140 ■ 19 February, 2026 ■ আগরতলা ১৯ ফেব্রুয়ারি, ২০২৬ ইং ■ ৭ ফাল্গুন, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, বৃহস্পতিবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

এঞ্জেল হত্যাকান্ড

দুর্ভাগ্যজনক ঃ সুপ্রিমকোর্ট

নয়াদিল্লি, ১৮ ফেব্রুয়ারি (আইএএনএস)।। উত্তর-পূর্বাঞ্চলের নাগরিকদের বিরুদ্ধে বর্ণবিদ্বেষমূলক হিংসা রোধে সর্বভারতীয় নির্দেশিকা প্রণয়নের দাবিতে দায়ের জনস্বার্থ মামলা (পিআইএল) বুধবার নিষ্পত্তি করল ভারতের সুপ্রিম কোর্ট। আদালত মামলাকারীকে বিষয়টি ভারতের অ্যাটর্নি জেনারেলের কাছে উপস্থাপনের পরামর্শ দিয়েছে।

ত্রিপুরার এক ছাত্রের হত্যাকাণ্ডকে "দুর্ভাগ্যজনক" আখ্যা দিয়ে প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্ত-এর নেতৃত্বাধীন বেঞ্চ জানায়, এই বিষয়গুলি যথাযথ কর্তৃপক্ষের সামনে অ্যাটর্নি জেনারেলের সদয় দপ্তরের মাধ্যমে তোলা উচিত। বেঞ্চে বিচারপতি জয়মাল্য বাগচি ও বিপুল পাঞ্চোলিও উপস্থিত ছিলেন।

সংবিধানের ৩২ অনুচ্ছেদের অধীনে দায়ের হওয়া পিআইএলে বলা হয়, ভারতীয় ন্যায় সংহিতা এবং ভারতীয় নাগরিক সুরক্ষা কোড কার্যকর হলেও ঘৃণাজনিত বা বর্ণবিদ্বেষমূলক অপরাধের কোনও স্বতন্ত্র আইনগত স্বীকৃতি নেই। এফআইআর দায়েরের পর্যায়ে পক্ষপাতমূলক উদ্দেশ্য নথিবদ্ধ করার বাধ্যবাধকতাও নেই, পাশাপাশি বিশেষ তদন্ত বা ভুক্তভোগী সুরক্ষা ব্যবস্থাও গড়ে ওঠেনি বলে অভিযোগ করা হয়।

শুনানিতে মামলাকারী শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলিতে অন্তত একটি বিশেষ অভিযোগ নিষ্পত্তি ব্যবস্থা গড়ার আবেদন জানান। তবে বেঞ্চ অঞ্চলভিত্তিক আলাদা ব্যবস্থা তৈরিতে আপত্তি জানায়। আদালতের পর্যবেক্ষণ, এভাবে অঞ্চলভিত্তিক পরিচয় জোরদার হলে নেতিবাচক বার্তা যেতে পারে এবং দেশের ঐক্যবদ্ধ ফেডারেল কাঠামো দুর্বল হতে পারে।

এই পিআইএল দায়ের হয় দেরাদুনে ত্রিপুরার বাসিন্দা অ্যাঞ্জেল চাকমার নৃশংস হামলা ও মৃত্যুর ঘটনাকে কেন্দ্র করে। চূড়ান্ত বর্ষের এমবিএ ছাত্র চাকমাকে ২০২৫ সালের ৯ ডিসেম্বর দেরাদুনের সেলাকুই এলাকায় একদল যুবক আক্রমণ করে বলে অভিযোগ। তাঁর ভাইয়ের দায়ের করা অভিযোগে বলা হয়েছে, হামলাকারীরা বর্ণবিদ্বেষমূলক মন্তব্য করে ধারালো অস্ত্র দিয়ে আঘাত করে।

আবেদনে উল্লেখ করা হয়, হামলার সময় চাকমার শেষ কথাগুলির একটি ছিল "আমরা চীনা নই আমরা ভারতীয়। তা প্রমাণ করতে কী শংসাপত্র দেখাব?" পিটিশনে দাবি করা হয়েছে, এই ঘটনা বিচ্ছিন্ন নয়; অতীতেও উত্তর-পূর্বের নাগরিকদের বিরুদ্ধে এমন হিংসার নজির রয়েছে।

পিআইএলে বর্ণবিদ্বেষমূলক হিংসাকে পৃথক সাংবিধানিক অন্যায় হিসেবে স্বীকৃতি দিয়ে বাধ্যতামূলক নির্দেশিকা জারির আর্জি জানানো হয়, যাতে সকল নাগরিকের মর্যাদা, সমতা ও ভ্রাতৃত্বের সাংবিধানিক অধিকার সুরক্ষিত থাকে।

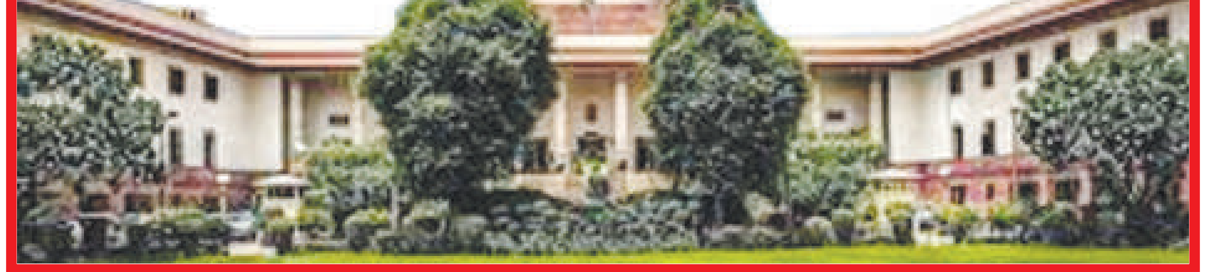

দশ রাজ্যে ৩৭টি আসনে রাজ্যসভার নির্বাচনের সূচি ঘোষণা কমিশনের

নয়াদিল্লি, ১৮ ফেব্রুয়ারি (আইএএনএস)।। ভারতের নির্বাচন কমিশন (ইসিআই) বুধবার ১০টি রাজ্যের ৩৭টি শূন্য হতে চলা রাজ্যসভা আসনে দ্বিবার্ষিক নির্বাচনের পূর্ণাঙ্গ সূচি ঘোষণা করেছে।

কমিশনের তরফে জানানো হয়েছে, আগামী ১৬ মার্চ সকাল ৯টা থেকে বিকেল ৪টা পর্যন্ত ভোটগ্রহণ অনুষ্ঠিত হবে। একই দিন বিকেল ৫টা থেকে ভোট গণনা শুরু হবে।

উল্লেখ্য, সংশ্লিষ্ট ১০টি রাজ্য থেকে নির্বাচিত রাজ্যসভা-র ৩৭ জন সদস্যের মেয়াদ এপ্রিল ২০২৬-এ শেষ হতে চলেছে। সেই প্রেক্ষিতেই নির্বাচন প্রক্রিয়ার বিস্তারিত সময়সূচি প্রকাশ করেছে কমিশন।

নির্বাচনের বিজ্ঞপ্তি জারি করা হবে ২৬ ফেব্রুয়ারি। মনোনয়নপত্র জমা দেওয়ার শেষ দিন ৫ মার্চ এবং ৬ মার্চ মনোনয়নপত্র যাচাই করা হবে। প্রার্থীরা ৯ মার্চ পর্যন্ত তাঁদের মনোনয়ন প্রত্যাহার করতে পারবেন।

কমিশন স্পষ্ট জানিয়েছে, ব্যালট পেপারে পছন্দক্রম চিহ্নিত করার জন্য রিটার্নিং অফিসারের দেওয়া নির্দিষ্ট মানের ইন্টিগ্রেটেড বেগুনি স্কেচ পেনই ব্যবহার করতে হবে। অন্য কোনও লেখনী ব্যবহার করা যাবে না। স্বচ্ছ ও নিরপেক্ষভাবে নির্বাচন প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে পর্যবেক্ষক নিয়োগ করা হবে বলেও জানিয়েছে কমিশন।

যেসব রাজ্য থেকে সদস্যদের মেয়াদ শেষ হচ্ছে, সেগুলি হল মহারাষ্ট্র, ওড়িশা, তামিলনাড়ু, পশ্চিমবঙ্গ, অসম, বিহার, ছত্তিশগড়, হরিয়ানা, হিমাচল প্রদেশ ও তেলেঙ্গানা।

অবসরপ্রাপ্ত হতে চলা উল্লেখযোগ্য সদস্যদের মধ্যে রয়েছেন উপেন্দ্র কুশওয়াহা, প্রিয়াঙ্কা চতুর্বেদী, তিরুচি শিবা, সাকেত গোখলে, রামদাস আঠাওয়ালে, অভিষেক মনু সিংভি, শরদচন্দ্র গোবিন্দরাও পাওয়ার, ভাগবত কিশনরাও কারাড, মমতা মহান্ত, রামেশ্বর তেলি, ইন্দু বালা গোস্বামী, কবি তেজপাল সিং

☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

সততার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত !

টাকা ভর্তি ব্যাগ থানায় জমা দিলেন অটোচালক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৮ ফেব্রুয়ারি।। অসততার ভিড়ে এখনও যে সততা বেঁচে আছে, তারই এক অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করলেন এক অটোচালক। আগরতলার রামনগর এলাকায় টাকাভর্তি একটি মানিব্যাগ উদ্ধার করে তা যথাযথ কর্তৃপক্ষের হাতে তুলে দিয়ে সততার পরিচয় দিলেন অটোচালক গৌড় মালাকার।

ঘটনাটি ঘটে রামনগর ৫ ও ৭ নম্বর এলাকার মাঝামাঝি স্থানে। প্রতিদিনের মতোই তিনি যাত্রী পরিষেবা দিচ্ছিলেন। সেই সময় হঠাৎ তার নজরে আসে একটি লেডিস মানিব্যাগ রাস্তার পাশে পড়ে রয়েছে। আশেপাশে কাউকে লক্ষ্য না করে তিনি সোজা চলে যান থানায়।

অন্য কেউ হলে হয়তো লোভে পড়ে ভিন্ন সিদ্ধান্ত নিতে পারতেন। কিন্তু আর্থিক অনটনের মধ্যেও সততার পথই বেছে নেন গৌড় মালাকার। তিনি সরাসরি রামনগর ফাঁড়ি-তে গিয়ে কর্তব্যরত পুলিশ আধিকারিকের হাতে মানিব্যাগটি তুলে দেন। পুলিশের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, উপযুক্ত প্রমাণ যাচাই করে প্রকৃত মালিকের হাতে মানিব্যাগটি ফিরিয়ে দেওয়া হবে।

অটো চালকের এই মানবিকতা ও সততার জন্য তাকে সাধুবাদ জানিয়েছেন পুলিশ আধিকারিকরা। স্থানীয় বাসিন্দারাও তার এই কাজের প্রশংসা করে বলেন, সমাজে এমন

☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

বিধানসভা অধিবেশন শুরু ১৩ই মার্চ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৮ ফেব্রুয়ারি।। ত্রিপুরা বিধানসভায় বাজেট অধিবেশন আগামী ১৩ মার্চ থেকে শুরু হবে। প্রথা অনুযায়ী, ইংরেজি বছরের প্রথম অধিবেশন রাজ্যপালের ভাষণের মধ্য দিয়ে শুরু হবে। ওই অধিবেশনে রাজ্য সরকার ২০২৬-২৭ অর্থ বছরের বাজেট পেশ করবে। ১৩তম ত্রিপুরা বিধানসভার ৯ম অধিবেশন আগামী ১৩ই মার্চ থেকে শুরু হওয়ার বিষয়ে আজ বিজ্ঞপ্তি জারি হয়েছে। রাজ্যপাল ইন্দ্রসেনা রেড্ডি নাল্লুর পক্ষ থেকে ত্রিপুরা বিধানসভার সচিব এ কে নাথ আজ এই বিজ্ঞপ্তি জারি করেছেন।

আসন্ন বাজেট অধিবেশনকে সামনে রেখে বুধবার সচিবালয়ে বৈঠক করেন অর্থমন্ত্রী প্রণজিৎ সিংহ রায়।

এদিকে, আসন্ন বাজেট অধিবেশনকে সামনে রেখে গত বাজেট বক্তৃতায় ঘোষিত বিভিন্ন প্রকল্প ও প্রতিশ্রুতির বাস্তবায়ন খতিয়ে দেখতে বুধবার সচিবালয়ে গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক করেন রাজ্যের অর্থমন্ত্রী প্রণজিৎ সিংহ রায়।

সামাজিক মাধ্যমে দেওয়া এক পোস্টে তিনি জানান, সচিবালয়ে তাঁর দপ্তরে বিভিন্ন বিভাগের কর্মকর্তাদের উপস্থিতিতে বৈঠকটি অনুষ্ঠিত হয়েছে। সেখানে ২০২৫—২৬ অর্থবর্ষের বাজেট বক্তৃতায় ঘোষিত নানা পদক্ষেপের বাস্তবায়ন অগ্রগতি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে।

মন্ত্রী সামাজিক মাধ্যমে লিখেছেন, আজ সচিবালয়ে আমার দপ্তরে বিভিন্ন বিভাগের কর্মকর্তাদের

☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

জয়পুরে উচ্ছেদ ১৯ পরিবারের পুনর্বাসনের দাবিতে আন্দোলন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৮ ফেব্রুয়ারি।। দক্ষিণ জয়পুর এলাকার উচ্ছেদকৃত ১৯টি পরিবার দীর্ঘদিন ধরেই পুনর্বাসনের দাবিতে সরকারের দ্বারস্থ হয়ে আসছেন। অভিযোগ, একাধিকবার আবেদন ও দাবি জানানো হলেও এখনো পর্যন্ত সরকার পক্ষ থেকে কোনও কার্যকর ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। তাই আজ বাধ্য হয়ে নিজেদের স্থায়ী বাসস্থানের দাবিতে আন্দোলনে সামিল হয়েছেন তাঁরা।

উচ্ছেদকৃত পরিবারগুলির দাবি, পুনর্বাসনের কোনও ব্যবস্থা না হওয়ায় বাধ্য হয়ে তারা দক্ষিণ জয়পুর এলাকায় সরকারের একটি খালি জায়গায় গিয়ে আশ্রয় নিয়েছেন। তাদের বক্তব্য, মাথা গোঁজার মতো স্থায়ী জায়গা না থাকায় এই সিদ্ধান্ত নিতে হয়েছে। তবে এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে স্থানীয় বাসিন্দাদের একাংশের মধ্যে অসন্তোষ দেখা দিয়েছে।

এদিকে, এলাকাবাসীর অভিযোগ, ওই জায়গায় উচ্ছেদকৃত পরিবারগুলি বসবাস করতে পারবে না। বিভিন্ন সামাজিক কারণ দেখিয়ে ওই পরিবারগুলির বসবাসে তারা আপত্তি

☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

অগ্নিকান্ডে ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের পাশে মুখ্যমন্ত্রী, আর্থিক সহায়তা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৮ ফেব্রুয়ারি।। গত ১৬ ফেব্রুয়ারি এক মর্মান্তিক দুর্ঘটনায় বড়দোয়ালী বিধানসভা কেন্দ্রের এডিনগর এলাকার তাঁতি পাড়ায় রাজেশ দের বসতঘর অগ্নিকাণ্ডে ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ওই অগ্নিকাণ্ডে ঘরের আসবাবপত্র ও নিত্যপ্রয়োজনীয় সামগ্রী পুড়ে ছাই হয়ে যায়। আজ ঘটনাস্থল পরিদর্শনে যান মুখ্যমন্ত্রী অধ্যাপক (ডা:) মানিক সাহা।

এদিন তিনি ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের সঙ্গে কথা বলে সমবেদনা জানান। পরে রাজ্য সরকারের তরফে প্রাথমিক আর্থিক সহায়তা হিসেবে রাজেশ দে-র হাতে ১ লক্ষ ২০ হাজার টাকা তুলে দেন মুখ্যমন্ত্রী। এই সহায়তার মাধ্যমে ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারটি কিছুটা হলেও স্বস্তি পাবে বলে আশাবাদ ব্যক্ত করেন মুখ্যমন্ত্রী।

পাশাপাশি ভবিষ্যতে প্রয়োজন অনুযায়ী আরও সহায়তার বিষয়টি বিবেচনা করা হবে বলেও তিনি আশ্বাস দেন।

এদিকে, ৩৯ নম্বর ওয়ার্ডের কর্পোরেটর অলক রায়ের শারীরিক অবস্থার খোঁজ নিতে তাঁর বাড়িতে গেলেন মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডঃ মানিক সাহা। শুধু প্রশাসনিক প্রধান হিসেবেই নয়, একজন চিকিৎসক হিসেবেও তিনি অসুস্থ কর্পোরেটরকে বিভিন্ন স্বাস্থ্য-পরামর্শ দেন এবং পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে বিস্তারিতভাবে কথা বলেন। জানা গেছে, দীর্ঘদিন ধরেই অসুস্থ রয়েছেন কর্পোরেটর অলক রায়। রাজ্যে তাঁর চিকিৎসা চলছিল। তবে চিকিৎসকদের পরামর্শ অনুযায়ী উন্নত চিকিৎসার জন্য তাঁকে রাজ্যের বাইরে নিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। এই পরিস্থিতিতে মুখ্যমন্ত্রীর এই সৌজন্য সাক্ষাৎ পরিবারকে বিশেষভাবে আশ্বস্ত করেছে।

পরিদর্শনকালে মুখ্যমন্ত্রী অলক রায়ের শারীরিক অবস্থার খোঁজখবর নেন এবং চিকিৎসা সংক্রান্ত বিষয়ে প্রয়োজনীয় সহায়তার আশ্বাস দেন। তিনি দ্রুত আরোগ্য কামনা করেন এবং পরিবারের পাশে থাকার বার্তা দেন। মুখ্যমন্ত্রীর এই সহৃদয় মানসিকতায় আপ্লুত কর্পোরেটরের পরিবারের সদস্যরা। তারা জানান, এই কঠিন সময়ে মুখ্যমন্ত্রীর উপস্থিতি ও সমর্থন তাদের মানসিকভাবে অনেকটাই শক্তি জুগিয়েছে। এদিন উপস্থিত অন্যান্য জনপ্রতিনিধিরাও অলক রায়ের দ্রুত সুস্থতা কামনা করেন। সকলের প্রার্থনা, তিনি দ্রুত সুস্থ হয়ে আবারও জনসেবায় ফিরবেন।

কয়লা সঙ্কটে বিপর্যস্ত ইটভাটা

শ্রমদপ্তরে সিটুর বিক্ষোভ, মিছিল

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৮ ফেব্রুয়ারি।। রাজ্যে ক্রমবর্ধমান কয়লা সঙ্কটের জেরে ইটভাটা শিল্পে নেমে এসেছে গভীর সংকট। একের পর এক ভাটা বন্ধ হওয়ার আশঙ্কায় শ্রম দপ্তরের সামনে বিক্ষোভ কর্মসূচি পালন করল সিআইটিইউ অনুমোদিত ত্রিপুরা ইটভাটা শ্রমিক ইউনিয়ন। পরে সংগঠনের পক্ষ থেকে শ্রম দপ্তরে একটি স্মারকলিপিও জমা দেওয়া হয়।

বিক্ষোভ শেষে সংগঠনের নেতা তথা সেন্টার অফ ইন্ডিয়ান ট্রেড ইউনিয়নস-এর (সিআইটিইউ) রাজ্য সাধারণ সম্পাদক শংকর প্রসাদ দত্ত সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে বলেন, কয়লার অনিয়মিত জোগানের কারণে বহু ইটভাটা উৎপাদন বন্ধ রাখতে বাধ্য হচ্ছে। এর ফলে শত শত শ্রমিকের রুজি-রোজগার অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে।

তাঁর দাবি, ২০১৮ সালের আগে রাজ্যে সাড়ে তিন শতাধিক ইটভাটা সক্রিয় ছিল। কিন্তু গত কয়েক বছরে উন্নয়নমূলক নির্মাণকাজ কমে যাওয়া এবং কাঁচামালের সঙ্কটের কারণে শতাধিক ভাটা বন্ধ হয়ে গেছে। বর্তমানে যে ভাটাগুলি চালু রয়েছে, সেগুলিও কয়লার অভাবে টালমাটাল পরিস্থিতির মুখে দাঁড়িয়ে।

শংকর প্রসাদ দত্ত আরও অভিযোগ করেন, অতীতে কয়লা সঙ্কট দেখা দিলেও তৎকালীন বামফ্রন্ট সরকার দ্রুত বিকল্প ব্যবস্থা গ্রহণ করত। কিন্তু বর্তমান প্রশাসনের তরফে

☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

শহর আগরতলায় নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ পরিষেবা দিতে নিগমের বড় পদক্ষেপ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৮ ফেব্রুয়ারি।। আগরতলা শহরের বিদ্যুৎ পরিষেবাকে আরও নিরবচ্ছিন্ন, স্বাচ্ছন্দ্যময় এবং আধুনিক প্রযুক্তি নির্ভর করতে গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে ত্রিপুরা রাজ্য বিদ্যুৎ নিগম লিমিটেড। ক্রমবর্ধমান বিদ্যুৎ চাহিদার সঙ্গে তাল মিলিয়ে শহরের একাধিক সাবস্টেশনে ট্রান্সফরমারের ক্ষমতা বৃদ্ধির কাজ শুরু হয়েছে। ইতিমধ্যেই মঙ্গলবার ১৭ ফেব্রুয়ারি এনএসআরসিসি বিদ্যুৎ সাব স্টেশনে ১৬ এমভিএ ক্ষমতাসম্পন্ন নতুন ট্রান্সফরমার কমিশন করা হয়েছে, যা শহরের বিদ্যুৎ ব্যবস্থাপনায় উল্লেখযোগ্য ইতিবাচক পরিবর্তন আনবে বলে আশা করা হচ্ছে। উল্লেখ্য রাজ্যের বিদ্যুৎ বিতরণ ব্যবস্থায় এই ট্রান্সফরমারটিই প্রথম সর্বোচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন ট্রান্সফরমার।

বিদ্যুৎ নিগম সূত্রে জানা গেছে, আগরতলা শহরে গত কয়েক বছরে বিদ্যুতের ব্যবহার উল্লেখযোগ্য ভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। বাড়তি লোডের কারণে একাধিক এলাকায় ভোল্টেজ ওঠা নামা, ট্রান্সফরমার বিকল হয়ে যাওয়া এবং অনিয়মিত বিদ্যুৎ সরবরাহের মতো সমস্যার মুখে পড়তে হচ্ছিল গ্রাহকদের। এই পরিস্থিতি স্থায়ীভাবে দূর করতে সাব স্টেশন স্তরে পরিকাঠামোগত উন্নয়নের পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। এই পরিকল্পনার অংশ হিসেবে প্রথম পর্যায়ে এনএসআরসিসি সাব স্টেশনে আগে থাকা ৮ এমভিএ ক্ষমতা সম্পন্ন ট্রান্সফরমারের পরিবর্তে ১৬ এমভিএ ক্ষমতা সম্পন্ন নতুন ট্রান্সফরমার বসানো হয়েছে। এর ফলে সংশ্লিষ্ট এলাকার বিদ্যুৎ সরবরাহ আরও স্থিতিশীল ও নিরবচ্ছিন্ন হবে বলে মনে করা হচ্ছে। একই সঙ্গে শহরের বিদ্যুৎ ব্যবস্থাকে দীর্ঘমেয়াদে আরও শক্তিশালী করার লক্ষ্যে আগামী ১৯ ফেব্রুয়ারি থেকে ৩ মার্চ পর্যন্ত প্রগতি বিদ্যাভবন সংলগ্ন সাব স্টেশনে বৃহত্তর ক্ষমতাসম্পন্ন ৩২ এমভিএ ট্রান্সফরমার বসানোর কাজ চলবে।

বর্তমানে প্রগতি সাব স্টেশনে মোট

☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

জাগরণ আগরতলা,১৯ ফেব্রুয়ারি, ২০২৬ ইং
৬ ফাল্গুন, বৃহস্পতিবার,১৪৩২ বঙ্গাব্দ

এ আই : উদ্বেগে সুপ্রিম কোর্ট

কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই) ব্যবহার করিয়া খসড়া করা মামলায় ভুয়ো রায় ও উদ্ধৃতি জমা দেওয়ার প্রবণতা নিয়া উদ্বেগ প্রকাশ করিল সুপ্রিম কোর্ট। (১৭ প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্তের নেতৃত্বাধীন বেঞ্চ এই বিষয়ে কড়া মন্তব্য করে। প্রধান বিচারপতি বলেন, "আমরা অত্যন্ত উদ্বিগ্ন। কিছু আইনজীবী এখন এআই ব্যবহার করিয়া খসড়া তৈরি করিতেছেন। এটি একেবারেই গ্রহণযোগ্য নয়।" ওই বেঞ্চে বিচারপতি জয়মাল্য বাগচী এবং বিভি নাগরত্ন উপস্থিত ছিলেন।

বিচারপতি নাগরত্ন একটি সাম্প্রতিক ঘটনার উল্লেখ করিয়া জানান, তিনি "[illegible]" নামে একটি মামলার উদ্ধৃতি দেখিয়াছেন, যাহা আদৌ অস্তিত্বহীন। প্রধান বিচারপতি আরও বলেন, বিচারপতি দীপঙ্কর দত্তর আদালতেও একাধিক ভুয়ো রায়ের উল্লেখ করা হইয়াছিল।এআই ব্যবহারের বিষয়ে উদ্বেগ জানাইয়া বিচারপতি নাগরাথা বলেন, অনেক সময় রায়ের নাম সঠিক থাকিলেও তাহার মধ্যে সম্পূর্ণ ভুয়ো উদ্ধৃতি জুড়িয়া দেওয়া হইতেছে। এর ফলে বিচারকদের অতিরিক্ত সময় ও শ্রম ব্যয় করিতে হইতেছে।বিচারপতি বাগচি মন্তব্য করেন, সাম্প্রতিক সময়ে আইনি খসড়া তৈরির শিল্প বা দক্ষতায় অবনতি ঘটিয়াছে। বর্তমানে বিশেষ অনুমতি আবেদন -এ প্রায়শই রায় থেকে দীর্ঘ উদ্ধৃতি জুড়ে দেওয়া থাকে, যাহা যুক্তির স্বাতন্ত্র্য কমাইয়া দিতেছে। তিনি প্রবীণ আইনজীবী অশোক কুমার সেনের মতো প্রজন্মের কথা স্মরণ করিয়া বলেন, তাঁহাদের খসড়া ছিল সংক্ষিপ্ত, স্পষ্ট ও মৌলিক উল্লেখ্য, এর আগেও বম্বে হাইকোর্ট এআই দিয়া তৈরি ভুয়ো নজির উদ্ধৃত করিবার জন্য এক মামলাকারীর ওপর জরিমানা ধার্য করিয়াছিল।আইনজীবীদের এআই ব্যবহারে সতর্কতা অবলম্বনের পরামর্শ দিয়া সুপ্রিম কোর্ট জানায়, প্রযুক্তির সুবিধা গ্রহণ করা হইলেও তাহার অপব্যবহার ন্যায়বিচার প্রক্রিয়াকে বিঘ্নিত করিতে পারে।সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতির এই সতর্কতা অত্যন্ত সময়োপযোগী এবং বিচারব্যবস্থার স্বচ্ছতা বজায় রাখিবার জন্য অত্যন্ত জরুরি। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বা এআই-এর অপব্যবহার করিয়া জাল আইনি নথি বা "ভুয়া খসড়া" তৈরি করা এখন বিচার বিভাগের জন্য এক নতুন চ্যালেঞ্জ হইয়া দাঁড়াইয়াছে।এই পরিস্থিতির ভয়াবহতা এবং প্রধান বিচারপতির উদ্বেগের মূল কারণগুলো হইলো: এ আই অনেক সময় এমন আইনি নজির বা মামলার রেফারেন্স দেয় যাহার বাস্তবে কোনো অস্তিত্বই নাই। এক প্রযুক্তিগত ভাষায় "[illegible]" বলা হয়। আইনজীবী বা আবেদনকারীরা যদি যাচাই না করিয়াই এই নথি আদালতে জমা দেন, তবে তাহা বিচার প্রক্রিয়াকে চরমভাবে বিভ্রান্ত করে। প্রধান বিচারপতি স্পষ্ট করিয়াছেন যে, প্রযুক্তি ব্যবহারের সুবিধা থাকিলেও তাহা যেন কোনোভাবেই জালিয়াতির হাতিয়ার না হয়। ভুয়া নথি দিয়া মামলা দায়ের করা কেবল আদালতের সময় নষ্ট করে না, বরং এটি একটি দণ্ডনীয় অপরাধও বটে অনেকে আইনজীবীর খরচ বাঁচাইতে বা দ্রুত কাজ সারতে এ আই-এর সাহায্য নিতেছেন। কিন্তু এর ফলে হিতে বিপরীত হইতে পারে। ভুল তথ্যের ওপর ভিত্তি করিয়া মামলা করিলে সাধারণ মানুষ আইনি জটিলতায় পড়িতে পারেন এবং তাহাদের অধিকার ক্ষুণ্ণ হইতে পারে।যেকোনো এআই-তৈরি ড্রাফট বা খসড়া জমা দেওয়ার আগে প্রতিটি ধারা এবং রেফারেন্স ম্যানুয়ালি যাচাই করিতে হইবে।প্রযুক্তির সাহায্য নেওয়া যাইতে পারে গবেষণার জন্য, কিন্তু বিচারিক সিদ্ধান্ত বা নথিপত্র তৈরিতে চূড়ান্ত নির্ভরতা বিপজ্জনক।প্রধান বিচারপতি ইঙ্গিত দিয়াছেন যে, ইচ্ছাকৃতভাবে ভুল বা জাল নথি পেশ করিলে কঠোর পদক্ষেপ নেওয়া হইতে পারে।প্রযুক্তি আমাদের সহায়ক হইতে পারে, কিন্তু তাহা কখনোই একজন অভিজ্ঞ আইনজীবীর বিচারবুদ্ধি বা আইনি সততার বিকল্প নয়।

২০৪৭ সালের মধ্যে ভারতের অর্থনীতিতে যুক্ত হবে ২৬ ট্রিলিয়ন ডলার: পীযূষ গয়াল

মুম্বই, ১৮ ফেব্রুয়ারি (আইএএনএস) : ২০৪৭ সালের মধ্যে ভারতের অর্থনীতিতে প্রায় ২৬ ট্রিলিয়ন মার্কিন ডলার যুক্ত হবে বলে আশা প্রকাশ করলেন কেন্দ্রীয় বাণিজ্য ও শিল্পমন্ত্রী পীযূষ গয়াল। তাঁর দাবি, এই পরিসরের অর্থনৈতিক বৃদ্ধি ইতিহাসে নজিরবিহীন এবং বিশ্বের অন্য কোথাও এর পুনরাবৃত্তি হওয়ার সম্ভাবনা কম।

বুধবার মুম্বইয়ে গ্লোবাল ইকোনমিক কোঅপারেশন (জিইসি) ২০২৬ ফোরামে বক্তব্য রাখতে গিয়ে তিনি বলেন, "অর্থনৈতিক বিচ্ছিন্নতার যুগ শেষ। তাই আমরা জোট গড়ছি, বন্ধুত্ব গভীর করছি এবং শক্ত অবস্থান থেকে বাণিজ্য চুক্তি সম্পন্ন করছি। গত চার বছরে নয়টি চুক্তি হয়েছে, সামনে আরও আসবে।"

তিনি জানান, কৃষক, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প (এমএসএমই), মহিলা উদ্যোক্তা ও শিল্পক্ষেত্রের স্বার্থ সুরক্ষিত রাখাই ভারতের অগ্রাধিকার। সংবেদনশীল ক্ষেত্রগুলিও রক্ষা করা হবে।

মূল বক্তব্যে গয়াল ভারতের অর্থনৈতিক কূটনীতির দৃষ্টিভঙ্গি তুলে ধরে বলেন, মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি (এফটিএ) ভারতের ভবিষ্যতের অংশীদার হওয়ার আমন্ত্রণ। তাঁর মতে, ভারত বর্তমানে বিশ্বের চতুর্থ বৃহত্তম অর্থনীতি এবং ২০২৭-২৮ সালের মধ্যে তৃতীয় স্থানে পৌঁছাবে। ২০৪৭ সালের মধ্যে ৩০-৩৫ ট্রিলিয়ন ডলারের উন্নত অর্থনীতিতে পরিণত হওয়াই লক্ষ্য। ফোরামে ফ্রান্স, যুক্তরাজ্য, সংযুক্ত আরব আমিরাত (ইউএই), মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, অস্ট্রেলিয়া, সেশেলস, শ্রীলঙ্কা ও সিঙ্গাপুর-সহ একাধিক দেশের মন্ত্রী ও শিল্প প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন।

মন্ত্রী জানান, বর্তমানে ভারতের ১৬টি এফটিএ এবং ৬টি প্রেফারেনশিয়াল ট্রেড অ্যাগ্রিমেন্ট (পিটিএ)-এর মাধ্যমে ৩৮টি উন্নত দেশের সঙ্গে চুক্তি রয়েছে। ২০২২ সাল থেকে এ পর্যন্ত নয়টি চুক্তি সম্পন্ন হয়েছে, যা শক্ত অবস্থান থেকে আলোচনার ফল।

তিনি বলেন, "আমাদের আলোচনায় কৃষক, জেলে ও এমএসএমই-র স্বার্থ রক্ষা করা হয়েছে। একই সঙ্গে টেক্সটাইল, জুতো ও চামড়া শিল্পে বাজার সম্প্রসারণ, ওষুধ রফতানি বৃদ্ধি, কৃষি ও সামুদ্রিক পণ্যের রফতানি বাড়ানো এবং প্রযুক্তি ও বিনিয়োগ আকর্ষণের পথ সুগম হয়েছে।"

অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিদেশমন্ত্রী এস. জয়শঙ্কর। তিনি বলেন, "বিশ্ব এখন অস্থির ও অনিশ্চিত সময়ের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে। দীর্ঘদিনের ধারণাগুলি বদলে যাচ্ছে। ২০৪৭ সালের 'বিকশিত ভারত' লক্ষ্যের পথে এগোতে গিয়ে আমরা শুধু বৈশ্বিক প্রবৃদ্ধি নয়, স্থিতিশীলতা ও আস্থাতেও অবদান রাখতে চাই।"

মহারাষ্ট্রের মুখ্যমন্ত্রী দেবেন্দ্র ফড়নবীস বলেন, "বিশ্ব বাণিজ্যে বড় পরিবর্তন চলছে। সরবরাহ শৃঙ্খল পুনর্গঠিত হচ্ছে এবং সেমিকন্ডাক্টর, জ্বালানি, খাদ্য, বিরল খনিজ ও কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার মতো কৌশলগত ক্ষেত্র জাতীয় নিরাপত্তার সঙ্গে জড়িয়ে পড়েছে। আমাদের এমন অর্থনৈতিক কাঠামো গড়তে হবে যা স্থিতিশীল, অন্তর্ভুক্তিমূলক ও কৌশলগতভাবে শক্তিশালী।" বদলে যাওয়া বৈশ্বিক অর্থনৈতিক প্রেক্ষাপটে জিইসি ২০২৬ ফোরামকে গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করা হচ্ছে।

কৃষিতে বৃত্তাকার অর্থনীতি : বর্জ্য থেকে সম্পদ সৃষ্টি

নয়াদিল্লি, ১৮ ফেব্রুয়ারি।।

মূল বিষয়সমূহ-ভারতের কৃষিজ অবশিষ্ট থেকে বছরে ১৮,০০০ মেগাওয়াটেরও বেশি বিদ্যুৎ উৎপাদনের সম্ভাবনা রয়েছে।

ক্রপ রেসিডিউ ম্যানেজমেন্ট উদ্যোগের আওতায় ২০১৮ - ১৯ থেকে ২০২৫ - ২৬ পর্যন্ত সরকার ৩,৯২৬ কোটি টাকা সহায়তা প্রদান করেছে। সুস্থায়ী অবশিষ্ট ব্যবস্থাপনা বাড়াতে ৪২,০০০-এর বেশি কাস্টম হায়ারিং সেন্টার স্থাপন করা হয়েছে এবং ৩.২৪ লাখ যন্ত্র মোতায়েন করা হয়েছে। গোবর্ধন কর্মসূচির অধীনে ৫১.৪ শতাংশ জেলায় ৯৭৯টি বায়োগ্যাস প্ল্যান্ট চালু রয়েছে (১৪ জানুয়ারি ২০২৬ পর্যন্ত)। এগুলিতে গোবর, ফসলের অবশিষ্ট এবং খাদ্যবর্জ্য থেকে পরিচ্ছন্ন শক্তি ও জৈব সার উৎপাদন করা হচ্ছে।

বৃত্তাকার কৃষি সুস্থায়ী উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা পূরণে সহায়ক। ২০২২ সালে আন্তর্জাতিক স্তরে ১০৫ কোটি টন খাদ্য অপচয়ের ৬০ শতাংশই গৃহস্থালি পর্যায়ে ঘটেছে।

সূচনা- বর্জ্য উৎপাদনের ক্রমবর্ধমান পরিমাণ পরিবেশের জন্য গুরুতর চ্যালেঞ্জ হয়ে উঠেছে এবং এর অর্থনৈতিক প্রভাবও উল্লেখযোগ্য। ভারতে কৃষি খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তার প্রধান ভিত্তি হলেও চাষ, ফসল তোলা এবং প্রক্রিয়াকরণের সময় বিপুল বর্জ্য উৎপন্ন হয়। এই বর্জ্যের যথাযথ ব্যবস্থাপনা না হওয়ায় বায়ু, মাটি ও জল দূষণ বাড়ছে। ভারতে বছরে প্রায় ৩৫০ মিলিয়ন টন কৃষিজ বর্জ্য উৎপন্ন হয়। এর মধ্যে রয়েছে ফসলের অবশিষ্ট, তুষ, খড় এবং খাদ্য প্রক্রিয়াকরণজনিত উপজাত। নবায়নযোগ্য শক্তি মন্ত্রকের তথ্য অনুযায়ী, এই অবশিষ্ট থেকে বছরে ১৮,০০০ মেগাওয়াটের বেশি বিদ্যুৎ উৎপাদন সম্ভব। পাশাপাশি, এগুলি থেকে পুষ্টিসমৃদ্ধ জৈব সার তৈরি করা যায়। এই সার মাটির স্বাস্থ্য উন্নত করে এবং রাসায়নিক উপকরণের ওপর নির্ভরতা কমায়। আন্তর্জাতিক স্তরে প্রতি বছর মানুষের ব্যবহারের জন্য উৎপাদিত প্রায় ১৩০ কোটি টন খাদ্য নষ্ট হয়। জৈব বর্জ্যের বড় অংশ গৃহস্থালির রান্নাঘর থেকে আসে। খাদ্যবর্জ্য ও কৃষিজ বর্জ্য সঠিকভাবে ব্যবস্থাপনা না হলে তা আবর্জনার স্তূপে পচে মিথেনসহ বিভিন্ন গ্রিনহাউস গ্যাস নির্গত করে। এতে বায়ু ও ভূগর্ভস্থ জল দূষিত হয় এবং পরিবেশের অবনতি ত্বরান্বিত হয়। ফলে, ভূমি ব্যবহার, সম্পদ ব্যবহার এবং সুস্থায়ী বর্জ্য ব্যবস্থাপনা এখন পরিবেশ ও অর্থনীতি - উভয়ের জন্যই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সুস্থায়ী উন্নয়নের জন্য বৃত্তাকার অর্থনীতি বর্জ্যকে সমস্যা নয়, সম্পদ হিসেবে ব্যবহারের ধারণাই "বর্জ্য থেকে সম্পদ" পদ্ধতির মূল। এতে অর্থনীতির ভেতরে উপকরণের পুনরুদ্ধার, পুনর্ব্যবহার ও পুনঃ-একীভবনের ওপর জোর দেওয়া হয়। বৃত্তাকার অর্থনীতি পণ্য ও উৎপাদন প্রক্রিয়ার পুরো জীবনচক্র জুড়ে সম্পদের দক্ষ ব্যবহার নিশ্চিত করার একটি কার্যকর পদ্ধতি।

এই মডেলের লক্ষ্য কাঁচামাল, জল ও শক্তির ব্যবহার কমানো এবং প্রতিটি পর্যায়ে বর্জ্য হ্রাস করা। Reduce– Reuse– Recycle– Refurbish– Recover , Repair - এই ছয়টি নীতির ওপর এটি ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে। "ট্রু রিসাইক্লিং" ধারণায় বর্জ্যকে গুণমান নষ্ট না করে আবার মূল উপকরণে রূপান্তর করা হয়।

কৃষিজ বর্জ্যের উৎস- খামার থেকে খাদ্যগ্রহণ পর্যন্ত প্রতিটি ধাপে কৃষিজ বর্জ্য উৎপন্ন হয়। এর মধ্যে রয়েছে ফসলের অবশিষ্ট, পশুর বর্জ্য, প্রক্রিয়াজাতকরণজনিত উপজাত এবং তরল বর্জ্য। ফসলের অবশিষ্ট ফসল কাটার পরে খড়, গাছের ডাঁটা অবশিষ্ট থাকে। এর একটি অংশ পশুখাদ্য, কম্পোস্ট, বায়োগ্যাস বা জ্বালানি হিসাবে ব্যবহৃত হয়। তবে, অনেক ক্ষেত্রে দ্রুত জমি প্রস্তুতির জন্য এগুলি পোড়ানো হয়। এতে মাটির পুষ্টি নষ্ট হয় এবং গ্রিনহাউস গ্যাস নির্গত হয়। পশুজনিত বর্জ্য- ভারতে বৃহৎ পশুসম্পদের কারণে বিপুল পরিমাণ গোবর ও অন্যান্য বর্জ্য উৎপন্ন হয়। রোগের প্রাদুর্ভাবের সময় মৃত পশুর নিরাপদ নিষ্পত্তি জনস্বাস্থ্যের জন্য জরুরি। ফসল তোলার পর ক্ষতি সংরক্ষণ, পরিবহণ ও প্রক্রিয়াকরণের সময় খাদ্যের পরিমাণ ও গুণমান কমে যায়। উন্নত সরবরাহ শৃঙ্খল ব্যবস্থাপনা এই ক্ষতি কমাতে পারে এবং কৃষকের আয় বাড়াতে সহায়তা করে। খাদ্যবর্জ্য বাজার, খুচরো বিক্রয় কেন্দ্র এবং গৃহস্থালিতে ভোজ্য খাদ্য নষ্ট হয়। এই বর্জ্য গ্রিনহাউস গ্যাস নির্গমনে বড় ভূমিকা রাখে। নতুন প্রযুক্তি ব্যবহার করে এই বর্জ্য থেকে বায়োচারসহ বিভিন্ন মূল্য সংযোজিত পণ্য তৈরি করা হচ্ছে।

কৃষিতে বৃত্তাকার অর্থনীতি প্রসারে সরকারি উদ্যোগ সরকার বিভিন্ন নীতি ও কর্মসূচির মাধ্যমে কৃষি ও সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে বর্জ্যকে সম্পদে রূপান্তরের উদ্যোগ নিয়েছে।

গোবর্ধন কর্মসূচি- এই কর্মসূচির মাধ্যমে গোবর, ফসলের অবশিষ্ট ও খাদ্যবর্জ্য থেকে কমপ্রেসড বায়োগ্যাস ও জৈব সার উৎপাদন করা হয়। ১৪ জানুয়ারি ২০২৬ পর্যন্ত দেশের ৫১.৪ শতাংশ জেলায় ৯৭৯টি বায়োগ্যাস প্ল্যান্ট কার্যকর রয়েছে। ক্রপ রেসিডিউ ম্যানেজমেন্ট- ফসলের অবশিষ্টাংশ পুড়ে যাওয়া হ্রাস করতে ইন-সিটু ও এক্স-সিটু ব্যবস্থাপনা প্রচার করছে। ২০১৮-১৯ থেকে ২০২৫-২৬ পর্যন্ত পাঞ্জাব, হরিয়ানা, উত্তর প্রদেশ ও দিল্লি-সহ বিভিন্ন অঞ্চলে ৩,৯২৬.১৬ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। ৪২,০০০-এর বেশি কাস্টম হায়ারিং সেন্টার স্থাপন এবং ৩.২৪ লাখ যন্ত্র বিতরণ করা হয়েছে। কৃষিজ বর্জ্য থেকে মূল্য সৃষ্টির পরিকাঠামো এগ্রিকালচার ইনফ্রাস্ট্রাকচার ফান্ড

এই তহবিল কৃষিপণ্য সংরক্ষণ, প্রক্রিয়াকরণ ও মূল্য সংযোজনের সুবিধা গড়ে তুলতে সহায়তা করে। ২০২০-২১ সালে শুরু হওয়া এই কর্মসূচির আওতায় ২০২৫ পর্যন্ত জৈব উপকরণ উৎপাদন সংক্রান্ত ৫৪৫টি প্রকল্পে প্রায় ৮৫০ কোটি টাকা ঋণ অনুমোদিত হয়েছে।

মোট ১,১৩,৪১৯টি প্রকল্পে ৬৬, ৩১০ কোটি টাকা অনুমোদিত হয়েছে, যার ফলে, প্রায় ১,০৭, ৫০২ কোটি টাকার বিনিয়োগ আকৃষ্ট হয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে কাস্টম হায়ারিং সেন্টার, প্রক্রিয়াকরণ ইউনিট, গুদাম, বাছাই ও গ্রেডিং কেন্দ্র এবং কোল্ড স্টোরেজ। প্রাণিসম্পদ পরিকাঠামো উন্নয়ন তহবিল- ২০২০ সালে আত্মনির্ভর ভারত অভিযানের অংশ হিসেবে ১৫, ০০০ কোটি টাকার এই তহবিল গঠন করা হয়। মাংস ও দুগ্ধ প্রক্রিয়াকরণ, পশুখাদ্য উৎপাদন এবং বর্জ্য ব্যবস্থাপনা উন্নত করার জন্য বেসরকারি ও সমবায় বিনিয়োগ উৎসাহিত করা হচ্ছে। জল ব্যবস্থাপনা জল শক্তি মন্ত্রক কৃষি ও উদ্যানপালনে ব্যবহারের জন্য পরিশোধিত বর্জ্যজলের পুনর্ব্যবহার উৎসাহিত করছে। জল সংরক্ষণ, বৃষ্টির জল সংরক্ষণ, জলাধার পুনরুজ্জীবন এবং ভূগর্ভস্থ জল পুনর্ভরণ কর্মসূচিও পরিচালিত হচ্ছে।

জল জীবন মিশন গ্রামীণ এলাকায় নিরাপদ পানীয় জলের সর্বজনীন প্রাপ্যতা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে কাজ করছে। সুস্থায়ী উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার সঙ্গে সামঞ্জস্য- বৃত্তাকারে কৃষি ক্ষুধা নিরসন, খাদ্য নিরাপত্তা এবং সুস্থায়ী কৃষি উন্নয়নের লক্ষ্যমাত্রা পূরণে সহায়তা করে। কম্পোস্টিং, বায়োচার ব্যবহার এবং বায়োমাস পুনর্ব্যবহার মাটির উর্বরতা বাড়ায় এবং পরিবেশবান্ধব কৃষিকে উৎসাহিত করে।

উপসংহার- কৃষিতে বৃত্তাকার অর্থনীতির দিকে ভারতের অগ্রগতি প্রমান করে যে, পরিবেশ সুরক্ষা ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন একসঙ্গে সম্ভব। উপযুক্ত নীতি, পরিকাঠামো এবং প্রাতিষ্ঠানিক উদ্যোগের মাধ্যমে কৃষিজ বর্জ্যকে শক্তি, জৈব উপকরণ, জলসম্পদ এবং জীবিকার উৎসে রূপান্তর করা হচ্ছে। গোবর্ধন ক্রপ রেসিডিউ ম্যানেজমেন্ট, এগ্রিকালচার ইনফ্রাস্ট্রাকচার ফান্ড বা কৃষি পরিকাঠামো সংক্রান্ত তহবিল এবং প্রাণিসম্পদ উন্নয়ন তহবিল কৃষির স্থায়িত্ব, মাটির উর্বরতা এবং জল নিরাপত্তা বৃদ্ধিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। এই উদ্যোগগুলির সম্প্রসারণ দীর্ঘমেয়াদী খাদ্য নিরাপত্তা, জলবায়ু সহনশীলতা এবং গ্রামীণ উন্নয়ন নিশ্চিত করতে সহায়ক হবে।

রামমোহনের মতবাদকে হিন্দুধর্ম থেকে আলাদা করাই যায় না

কল্যাণ গৌতম

হয়তো নির্ধারিত কালের পূর্বে তাঁর আবির্ভাব। হয়তো কালের আগেই তিনি ভারতবর্ষে জন্ম নিয়েছিলেন। জন্ম হুগলির খানকুলের রাধানগর গ্রাম। আর মৃত্যু ইংলন্ডের ব্রিস্টল শহর। কর্ম ও কৃত্যে তো বটেই, জন্ম-মৃত্যুতেও যিনি প্রাচ্য ও প্রতীচকে যুক্ত করলেন, সেই রাজা রামমোহন রায় (১৭৭২/১৭৭৪-১৮৩৩) ছোটোবেলায় আমাদের কাছে কিছুটা অস্পষ্ট ছিলেন। হয়তো বড়দের কাছেও। কারণ আপাত-সহজ অথচ প্রতিক্রিয়াশীল একটি জ্ঞাতব্য বাম জামানায় ছোটোবেলা থেকেই শুনে আসছিলাম যে রামমোহন হিন্দু ধর্মের নন, তিনি "ব্রাহ্মধর্ম" নামে পৃথক এক ধর্মের উপাসক ও প্রচারক, যা হিন্দু ধর্মের থেকে আলাদা, ব্রাহ্মরা হিন্দু নন।

হলফ করে বলতে পারি, ছোটোবেলা থেকেই আমার মতো বহু হিন্দু ছাত্র, তাদের বাম মাস্টার মশাইদের এবং পাড়াতুতো অভিভাবকদের শাসনে তা মেনে নিলেও, মনে নেননি। নেবেন কীভাবে? একটা খড়কা ছিলই, একটা অন্ত না মেলার অস্থিরতাও ছিল। হিন্দুদের অতি প্রাচীন এবং অতি সম্মানিত শাস্ত্রগুলি, বেদ -উপনিষদগুলি ব্রাহ্মদেরও যে অধীত ও আলোচ্য সাহিত্য। তা কী করে হয়? আর কোন কোন ধর্ম আছে যাদের শাস্ত্রীয় আকরগ্রস্থ হুবহু এক। আসলে রামমোহন রায়ের মতো এত বড় মাপের নবজাগরণের এক ঋত্বিকের কোনো আত্মজীবনী নেই। বিদ্যাসাগর নিজের আত্মজীবনী শুরু করেও শেষ করেননি, রামমোহন শুরুই করেন নি, রচনা ও চিঠিপত্র থেকে জানতে হয় তাঁকে। আত্মজীবনী রচনা করা থাকলে অনেক অজানা প্রশ্ন, অনেক কৌতূহল নিবারণ হতে পারত। প্রকৃতপক্ষে রামমোহন ব্রাহ্মসমাজ স্থাপন করেন, আলাদা কোনো ধর্ম নয়। কেন তাঁকে গৌড়ীয় ব্যাকরণই রচনা করতে হল? এখানে "বেঙ্গলি" না বলে "গৌড়" বলাটা কী এক সাংঘাতিক ঐতিহাসিক ব্যঞ্জনা নয়? এটি কি সনাতনী গৌড়ীয় ঐতিহ্য বিস্তারের অন্তর্লীন আকাঙ্ক্ষা নয়। হিন্দু ব্রাহ্মণের উপবীত আমৃত্যু রামমোহনের সঙ্গে কেন ছিল? কেন খ্রিস্টান সমাধিস্থলে তাঁর দেহ সমাহিত না করা হয়, তার জন্য অনুরোধ করেছিলেন। কেন তিনি প্রথম জীবনে রাধানগরের পাশের গ্রামের শিক্ষক নন্দকুমার বিদ্যালঙ্কার বা হরিহরানন্দ তীর্থস্বামীর কাছে গভীর ভাবে হিন্দুশাস্ত ও দর্শনের পাঠ নিয়েছিলেন। ছাত্রাবস্থায় হাতের কাছের মাস্টারমশাইদের সামীপ্যে তা আমাদের জানবার উপায় ছিলনা (হয়তো তাঁরা জানতেনও না, বা জেনেও না জানার ভান করতেন)। রামমোহন নিজেকে কোনও দিন কোনো বিশিষ্ট সম্প্রাদায়ের বা বিশিষ্ট ধর্মমতের প্রবর্তক বলে দাবি করেছেন কিনা, ছোটোবেলায় আমরা তা জানতে পারিনি। বাম জামানার ছোটোদের "প্রগতিশীল", "ধর্মনিরপেক্ষ" রাজনীতিবেত্তা বড়-মানুষদের কথাই শুনতে হত; হিন্দুধর্মের অনুসন্ধান মূলক জ্ঞান আহরণের সুযোগ, প্রশ্নই ওঠেনা। বড় হয়ে জানবার প্রবৃত্তি অবশিষ্ট থাকলে (বন্ধুবান্ধবদের অধিকাংশই বামপন্থী হয়ে যাওয়ার পরও) এবং হিন্দুধর্মের মানুষকে বাস্তবের মাটিতে সংকটের মুখমুখি হয়ে তবেই ধর্ম সম্বন্ধীয় প্রকৃত সত্যের সন্ধানে রত হতে হয়েছে সেই প্রজন্মের মানুষকে। রামমোহন সম্পর্কে আলোচনার সূত্রপাতে ওঁর নিজের লেগাই উদ্ধৃত করবো। রামমোহন তখন ইংলন্ড-প্রবাসী (১৮৩০ সালের নভেম্বর মাসে তিনি ইংলন্ড যাত্রা করেন, এবং ১৮৩১ সালের এপ্রিল মাসে ইংলন্ডে এসে উপস্থিত হন)। কলকাতার এক ইংরেজ বন্ধু (গর্ডন)-র অনুরোধে একটি চিঠিতে নিজের সংক্ষিপ্ত জীবনী লিখে পাঠিয়েছিলেন তিনি, যা এথিনিয়ন লিটারেরি গেজেটে প্রকাশিত হয়েছিল ১৮৩২ খ্রিস্টাব্দে। তারই বাংলা অনুবাদ পরে অন্য পত্র পত্রিকায় প্রকাশিত হতে দেখা যায়। সেখানে তিনি নিজের সম্পর্কে লিখছেন, 'আমার সমস্ত তক" বিতর্কে আমি কখন হিন্দুধর্মকে আক্রমণ করি নাই। উক্ত নামে যে বিকৃত ধর্ম এক্ষণে প্রচলিত, তাহাই আমার আক্রমণের বিষয় ছিল। জীবনের শেষপ্রান্তে এসে তিনি পরিস্কারভাবে বলেই দিচ্ছেন, তিনি হিন্দুধর্মের বিরোধী নন। হিন্দু ধর্মের দেবদেবীকে আক্রমণ করে যোল বছর বয়সে রামমোহন যে বই লিখেছিলেন বলে প্রচার আছে, সেই কাহিনিও কিংবদন্তিমূলক বলে জানা গেছে। বিদ্যাবিদেরা (এমন কি বামপন্থীরাও) এর সাপেক্ষে কোনো প্রামাণ্য তথ্য পরিবেশন করতে পারেন নি (অসিতাভ দাশ, ১৯৯৬, বাংলা গদ্যসাহিত্যে নবজাগরণের পথিকৃৎ রাজর্ষি

রামমোহন ও রচনাপঞ্জি, রামমোহন বিশেষ সংখ্যা, পশ্চিমবঙ্গ, পৃষ্ঠা ২১১-২১৬)। গীতার প্রতি শ্রদ্ধা থেকেই তিনি গীতা-মাহাত্ম্য বিষয়ক। গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। রামমোহনের যা গৌজার ছিল, তা হল "একেশ্বরবাদ" এবং তিনি তা হিন্দুশাস্ত্রের মধ্যেই নিহিত আছে, এমনটাই গৌরবের সঙ্গে এবং আপন প্রতিভার নিরিখেই দেখতে পেলেন। এজন্য। কম বাক-বিতণ্ডা করতে হয় নি তাঁকে। সত্যের জন্য, ধর্মের জন্য তিনি তরুণ বয়সে সংসার ত্যাগ করেছিলেন, সত্য সন্ধানেই তিনি দেশে দেশে ভ্রমণ করে বেড়ালেন, অসীম কষ্ট সহ্য করলেন। কিন্তু সর্বত্র এবং সমস্ত তর্কযুদ্ধে তিনি বিজয়ী সাব্যস্ত হলেন এবং বিলাতেও পূজিত হলেন। একদা সংসার তাঁকে পরিত্যাগ করলেও তিনি শেষ পর্যন্ত সংসার পরিত্যাগ করেননি। সমাজের অমঙ্গল তাঁকে আলোড়িত করল, সমাজের কান্নায় তিনিও ক্রন্দনশীল হলেন। এবং সেই অমঙ্গলকে দূর করলেন, হিন্দু ধর্মকে অন্তরের অনুভব দিয়ে দাঁড় করানোর চেষ্টা করলেন। সংসারে থেকেই ঈশ্বর উপাসনার কথা বললেন এবং হিন্দুধর্মাকে সমকালে সংস্কারিত করে বাঁচিয়েও দিয়ে গেলেন।

ব্রাহ্মসমাজ থেকে পৃথক হয়ে

ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের প্রতিষ্ঠাতা কেশবচন্দ্র সেন মনে করতেন, হিন্দু ধর্মের পুস্তকের মধ্যে একেশ্বরবাদ আছে কি না, এই প্রশ্নের উত্তর দেবার জন্য এবং সহজে বোঝাবার জন্য রামমোহন এসেছিলেন। ঈশ্বর যে জন্য তাঁকে পাঠিয়েছিলেন, তাই তিনি করে গেছেন। যে উপনিষদ-পুরাণ থেকে চার হাজার বছর আগে ব্রহ্মমন্ত্র উচ্চারিত হয়েছিল, সেই ও-কার পুনঃ সংস্থাপন করেছিলেন তিনি। দেশীয় শাস্ত্রের যে বৃহৎ কথাগুলি গহন অরণ্যে পতিত। হয়েছিল, তা তিনি উদ্ধার করেছিলেন। বিরুদ্ধবাদীরা চেষ্টা করেও তাঁর সত্যান্বেষণকে বাঁধা দিতে সমর্থ্য হননি। বরং দেশের মানুষকে রামমোহন সৎপথ দেখিয়েছিলেন। রামমোহনের এই ব্রহ্মোপাসনার পদ্ধতি বিজাতীয় নয়, বিদেশ থেকে আমদানি করতেও হয়নি। এ ভারতীয় ধারাই বটে। এই পদ্ধতির ভিত্তি ছিল উপনিষদের ব্রহ্মমন্ত্র। তাঁর উপাসনালয়ে উপনিষদ পাঠ হত। আর ছিল সঙ্গীতের মাধ্যমে উপাসনা। সাঙ্গীতিক উপাসনা, সে তো মধ্যযুগের ভারতবর্ষে ছিলই, নতুন তো নয়। ভারতীয় মন্দির দেবালয়ে পরিবেশিত কীর্তন সঙ্গীতেরই মতোন একটি রূপ। রামমোহনের ক্ষেত্রে যেটা হয়েছিল, তিনি কেবল ধর্মসাধক ছিলেন না, ছিলেন সংস্কৃতি ও জ্ঞানের গভীরতম অধিকারী, বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী। এই অধিকার বলেই তিনি অন্ধকার যুগের এক আলোকিত পথিক হতে পেরেছিলেন, অন্যদেরও পথ দেখাতে পেরেছিলেন। হিন্দুধর্ম ছাড়া অন্য কোনো ধর্মে এমন ধর্ম জিজ্ঞাসা উত্থিত হয়না। 'যেখানে জিজ্ঞাসাই জাগে না সেখানে বিচারের অবসর কই। শাস্ত্রাদির প্রামাণ্য তখন বিচারের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হয় না।' ১৮১৫ সালে বেদান্তসূত্রের অনুবাদ ও ব্যাখ্যা করে তিনি যে বই লেখেন, তার নাম "বেদান্তগ্রন্থ"। যারা তাঁর মতাদর্শকে আলাদা ধর্ম আখ্যা দিয়ে হিন্দুদের মধ্যে বিভাজন আনতে। সক্রিয় হয়েছিলেন, তাদের উদ্দেশ্য সৎ ছিল না। ব্রাহ্মধর্ম হিন্দুধর্মেরই একটি প্রতিবাদী শাখা, পৃথক ধর্ম নয়। তাঁর সম্পর্কে ক্ষিতিমোহন সেন লিখছেন, রাজার প্রবর্তিত উপাসনা বিজাতীয় না হইবার নানা কারণ আছে। এক তো রাজা ছিলেন অতিশয় ভারতীয় এবং ভারতের প্রাচীন সর্বশাস্ত্রে সুপণ্ডিত। তাহা ছাড়া তাঁহার সহায় ছিলেন ভারতীয় সাধনায় বৃহস্পতিতুল্য মহানির্বাণ-তন্ত্রমতের শ্রীমৎ হরিহরানন্দ তীর্থস্বামী। কাজেই রাজার প্রবর্তিত উপাসনারীতিতে সাধনা ও আদর্শের দিক দিয়া ভারতীয় ভাব হারাইয়া ফেলার কোনো ভয় ছিল না।' ক্ষিতিমোহন এ প্রসঙ্গে ব্রজভূমির নিকটস্থ সমসাময়িক ঢেডরাজ প্রবর্তিত নিরাকার অসীম অনন্ত ঈশ্বরের উপাসনা পদ্ধতির সঙ্গে সাযুজ্য খুঁজে পেয়েছেন ব্রাহ্মসমাজের উপাসনারীতির। ঢেডরাজ হিন্দু থাকলে কেন রামমোহন হিন্দু নন। ১৫৪৪ খ্রিস্টাব্দ নাগাদ ভক্ত দাদু ব্রহ্মাসম্প্রদায় প্রবর্তিত সাধনমণ্ডলের তুলনাও এনেছেন ক্ষিতিমোহন। রামমোহন হিন্দু শাস্ত্র বিষয়ে আলোচনা করতে করতে, অতি জটিল যুক্তিতর্ক ভেদ করে একেশ্বরবাদে পৌঁছে গেলেন। শাস্ত্র আলোচনা করতে করতেই যে সেই শাস্ত্র-সাগর সেঁচতে হয়, মন্থন করতে হয়, তা তরুণ বয়সে করে দেখালেন রামমোহন। দেখা যাচ্ছে রামমোহন যা করেছেন তা হল, প্রাচীনতম সনাতনী ভারতীয় আদর্শ ও রীতিগুলিকে যুগোপযোগী করা। বুঝেছিলেন সামাজিক সংহতির জন্যই সামাজিক উপাসনা করতে হবে, এ জন্যই তাঁর সমবেত উপাসনার প্রয়াস এবং ব্রহ্মসঙ্গীত। রবীন্দ্রনাথেরও বহু আগে রামমোহন নিজেই ব্রহ্মাসঙ্গীত রচনা করে গেছেন। উপনিষদ ও বেদান্তের প্রতি আধুনিক মানুষের দৃষ্টি তিনিই প্রথম আকর্ষণ করেছেন। বাংলাভাষায় বেদান্তসূত্র প্রকাশের আগে হিন্দি ভাষায় বেদান্ত ভাষ্য অনুবাদ করেছেন। হিন্দি সাহিত্য রচনারও তিনি অন্যতম আদি লেখক। তাঁর মধ্যে প্রাদেশিকতার সঙ্কীর্ণতা নেই, উপরন্ত উপাসনাতে বাংলাভাষা প্রবর্তন করে তিনি এই ভাষার একান্ত উপকার সাধন করে গেছেন। ভারতের প্রাচীন ও নবীন বহু ভাষাতে তাঁর প্রভন্ন ছিল: পাণ্ডিত্য ছিল ল্যাটিন, গ্রীক, হিব্রু ভাষাতেও। আরবি ও পারসি লেখাতেও সুনাম অর্জন করেছিলেন তিনি। ঊনবিংশ শতকের প্রখ্যাত জনসেবক ও পত্রিকা সম্পাদক ছিলেন "কাজল হরিনাথ" (হরিনাথ মজুমদার, ২০ শে জুলাই ১৮৩৩ ১৬ ই এপ্রিল ১৮৯৬)। হরিনাথ মনে করতেন, রামমোহনের ইচ্ছে ছিল, জ্ঞানান্তে যুদ্ধজয় করে হিন্দুধর্মদুর্গ অব্যাহত রাখবেন, কিন্তু অকালে দেহত্যাগ করায় তাঁর ব্রাহ্মধর্ম এঐ অবস্থাতেই রয়ে গেল। তিনি ব্রহ্মাগুবেদ-এ রামমোহন সম্পর্কে লিখছেন, রাজা রামমোহন রায় হিন্দুশাস্ত্র-মহাসিন্ধু মন্থনপূর্বক মহানির্বাণতন্ত্রের ৩য় উল্লাসে লিখিত ব্রহ্মাজান অবলম্বন পূর্বক ব্রাহ্মধর্মের মতো একটি সময়োচিত ধর্ম প্রচার করে হিন্দুকুলের গৌরব এবং মর্যাদা রক্ষা করেছেন। অর্থাৎ রামমোহন রায় হিন্দুধর্মদুর্গ অক্ষত এবং অব্যাহত রাখার সৈনিক, তা দ্বার্থহীন ভাষায় জানিয়ে দিচ্ছেন কাঙাল হরিনাথ। জানাচ্ছেন, রামমোহনের নেতৃত্বে ব্রহ্মধর্ম ছিল আদতে হিন্দুধর্মের চর্চা। বিলেতের হলেও ব্রিস্টল নগরে প্রয়াত শেষ ইচ্ছানুযায়ী স্টেপলটন গ্রোভের নিকটবর্তী একটি স্বতন্ত্র স্থানে নির্জন বাগিচায় রামমোহনের দেহ প্রোথিত করা হয়েছিল। খ্রিস্টিয়ানদের সমাধিস্থানে তাঁর অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন হায় নি, তাদের মতেও হয়নি। তাঁর মৃতশরীরে

যজ্ঞোপবীত দৃষ্ট হয়েছিল। বিলেতে রামমোহনের সঙ্গী রামরত্ব মুখোপাধ্যায় তাঁর মৃত্যুর পর সংস্কৃত ভাষায় (হিন্দুস্থানী ভাষায়) প্রার্থনা করেছিলেন, তা উঠে এসেছে বিলেতে তাঁর চিকিৎসক এসলিন সাহেবের দিনপঞ্জিতে। পরে রামমোহনের বন্ধু তথা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পিতামহ প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুর তাঁর শব স্থানান্তরিত করে আরনোস ভেল-এ স্থাপন করান এবং সুদৃশ্য সমাধিমন্দির রচনা করিয়ে দেন। সেদিক থেকে দেখতে গেলে রামমোহনের জাতও যায়নি। কালাপানি পেরিয়ে যখন দু '-তিন হাজার বছর আগে ভারতীয় হিন্দু বণিকেরা সামগ্রী আমদানি-রপ্তানি করতেন, তখনও কিন্তু তাদের জাত যায়নি। বিলেতে যাওয়ায় রামমোহনেরও জাত যাবার নয়। বিপিনচন্দ্র পাল রামমোহনের মূল্যায়ন করতে গিয়ে বলছেন, 'অধিকাংশ লোকে ধর্মটাকে অন্তরের অনুভবের উপরে গড়িয়া না তুলিয়া বাহিরের আচার-বিচার দিয়া দাঁড় করাইয়া রাখিবার চেষ্টা করিতেছিল। হিন্দুর প্রামাণ্য শাস্ত্র যে বেদ, পণ্ডিতেরা এবং জনসাধারণ মুখে ইহা মানিতেন, কিন্তু বেদের অধ্যয়ন দেশে লোপ পাইয়া গিয়াছিল, স্মৃতি এবং পুরাণই ধর্মের প্রমাণ্য-শাস্ত্রের স্থান অধিকার করিয়া বসিয়াছিল। এই সকল স্মৃতি ও পুরাণের মধ্যে অনেক পরস্পর বিরোধী কথা আছে। এই সকল বিরোধের নিষ্পত্তি করিয়া পুরাণের স্মৃতির উদ্ঘাটন ও মর্যাদা রক্ষা করার চেষ্টা কেহ করিতেন না, নিজেদের সুবিধামত শাস্ত্রবচন উদ্ধার করিতেন মাত্র। যে বেদশাস্ত্রের উপরে হিন্দু আপনার ধর্মের প্রামাণ্য প্রতিষ্ঠিত করে সেই বেদই যে জগতের সনাতন সত্যকে মানবের অনুভবসাপেক্ষ করিয়াছে, ইহা দেখাইবার জন্যই, মনে হয়, রাজা রামমোহন উপনিষদ ও বেদান্ত-সূত্রের প্রচার করিয়াছিলেন। রাজ্য ঈশ, কেন, কঠ, মণ্ডুক ও মাণ্ডুক। এই পাঁচখানি উপনিষদের মূল ও বাংলা অনুবাদ প্রচার করেন। আর এই ক'খানি উপনিষদই মোটের উপরে বিশ্বের পরমতত্ত্ব ব্রহ্মবস্তুকে সাধারণ মানবের সাধারণ অনুভবের উপরে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে।' রামমোহন পরবর্তী সময়ে বঙ্গজীবনে হিন্দুদের মধ্যে চতুর্মুখী ধর্মীয়-সামাজিক আন্দোলন প্রকট হয়ে দেখা দিয়েছিল। তারমধ্যে ব্রাহ্মারা ছাড়াও ছিল রাধাকান্ত দেবের। নেতৃত্বে ধর্মসভাপন্থীরা, ডিরোজিও-র নেতৃত্বে অত্যুগ্র অনুগামীরা এবং কিছুটা ব্যক্তিক প্রচেষ্টায় বিদ্যাসাগরেরা।

উগ্র হিন্দু বিরোধী ডিরোজিয়ানরা গর্জন করে বলেছিলেন, 'হিন্দুধর্ম নিপাত যাক, গোঁড়ামিপনা নিপাত যাক।' এই মতবাদ অবশ্য ব্রাহ্ম এবং ধর্মসভাপন্থীদের মনঃপুত হয়নি। বরং হিন্দু ধর্মের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করে তার পরিণতিতে ডিরোজিয়ানরা সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলেন। বিদ্রোহও ব্যর্থ হল। যারা ইয়ং বেঙ্গল-কে মহীয়ান করতে এখনও সচেষ্ট, তাবাই আদতে রামমোহন ও তাঁর মতাদর্শকে পৃথক ধর্মের অনুসারী বলে দাগিয়ে দিতে চান। একসঙ্গে একত্রে কাজ করে কিছু ভাড়াটে ঐতিহাসিক, সেকুলারপন্থী এবং রাজনৈতিক দলের কর্মীরা।

রামমোহন সম্পর্কে মুসলমান

বিয়জনের মতামত কেমন ছিল, তা আলোচনা করতে আমরা এবার কাজী আবদুল ওদুদ-এর মূল্যবান বক্তব্য নিরীক্ষণ করতে পারি। দেশের মানুষের প্রতি রামমোহনের নির্দেশ সম্পর্কে ওদুদ বলছেন, পৌরাণিক দেবদেবীর আরাধনার পরিবর্তে উপনিষদের নিরাকার ব্রহ্মের উপাসনা ও যুক্তিযুক্ত কল্যাণ-কর্মের অনুষ্ঠানের কথা বলেছেন রামমোহন। বলছেন, প্রাচীন শাস্ত্র অশ্রদ্ধেয় নয় কিন্তু তার ব্যাখ্যা করতে হবে বিচারবুদ্ধি ও লোকশ্রেয়ের আলোকে অনিষ্টকর আচার প্রাচীন হলেও বর্জনীয়। রামমোহন চেয়েছিলেন শাস্ত্র ও যুক্তির সমন্বয় ঘটিয়ে বাঙালি হিন্দুর ধর্মকে তার অনুভবে প্রতিষ্ঠিত করতে। রামমোহনের এই যুক্তিবাদ ইউরোপীয় যুক্তিবাদের অনুকরণে আসেনি। দেখা যাচ্ছে, রামমোহন ইংরেজির বর্ণমালার সাহচর্যে আসার পূর্বেই তিনি নিজের ব্রত ও লক্ষ্য নির্ণয় করে ফেলেছিলেন। বিশ্লেষকদের মতে রামমোহনের এই যুক্তি এসেছিল প্রাচীন মীমাংসার পথ ধরে। রামমোহন চেয়েছিলেন দেশবাসীর চিন্তা ও চিত্তকে অন্ধ শাস্ত্রানুগত্যের বন্ধন। থেকে মুক্ত করতে। কেন চেয়েছিলেন? কারণ হিন্দুর ধর্ম যদি স্বাধীন হয়, তবেই হিন্দু স্বাধীনতার মন্ত্রে দীক্ষিত হবে। রামমোহন ছিলেন অন্তরে ভারতের স্বাধীনতার। পূজারী।

ধর্ম যেখানে সংস্কারবদ্ধ হয়েছে, এবং তার ফলে নিজের গতি হারিয়েছে, সেই প্রাণময়তাহীন ধর্মকে সংস্কার মুক্ত করে সজীব করাই তাঁর লক্ষ্য ছিল। এই পথেই তিনি ভারতে স্বরাজ প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করেছেন। জাতীয় জীবনে এ এক নতুন পথের সূত্রপাত আর সেজন্যই। তিনি যুগ প্রবর্তক।

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

আগরতলায় উবের বাইক পরিষেবা অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধের ঘোষণা। ছবি নিজস্ব।

ভাগলপুরে অবৈধ আগ্নেয়াস্ত্র কারখানার হদিস, যৌথ অভিযানে গ্রেফতার ৫

কলকাতা, ১৮ ফেব্রুয়ারি (আইএএনএস): কলকাতা পুলিশের স্পেশাল টাস্ক ফোর্স (এসটিএফ) ও বিহার এসটিএফ-এর যৌথ অভিযানে বিহারের ভাগলপুর জেলায় একটি অবৈধ আগ্নেয়াস্ত্র তৈরির কারখানার হদিস মিলেছে। অভিযানে পাঁচজনকে গ্রেফতার করা হয়েছে বলে বুধবার পুলিশ সূত্রে জানা গেছে।

পুলিশ জানায়, ভাগলপুর জেলার মধুসূদনপুর থানার অন্তর্গত একটি বাড়ির প্রথম তলায় ওই অবৈধ অস্ত্র কারখানাটি চলছিল। বাড়িটির মালিক মোহাম্মদ নাসির আনসারি। একই ভবনের নিচতলায় একটি সুতা কল (স্পিনিং মিল) চালানো হচ্ছিল, যার আড়ালে উপরের তলায় আগ্নেয়াস্ত্র তৈরির কাজ চলত বলে অভিযোগ। মঙ্গলবার রাতে চালানো অভিযানে বাড়ির এক সহ-মালিকসহ মোট পাঁচজনকে গ্রেফতার করা হয়। ধৃতদের মধ্যে চারজন দক্ষ অস্ত্র নির্মাতা বলে পুলিশের দাবি।

তল্লাশিতে উদ্ধার হয়েছে বিপুল পরিমাণ অস্ত্র ও অস্ত্র তৈরির সরঞ্জাম। উদ্ধার সামগ্রীর মধ্যে রয়েছে ২০টি আধা-সমাপ্ত দেশি ৭.৬৫ এমএম পিস্তল, আটটি পিস্তলের ব্যারেল, একটি লেদ মেশিন, দুটি মিলিং মেশিন, একটি ড্রিল মেশিন, একটি গ্রাইন্ডিং ও পালিশিং মেশিন, একটি হ্যান্ড গ্রাইন্ডার এবং অস্ত্র তৈরির বিভিন্ন যন্ত্রপাতি ও কাঁচামাল।

ধৃতদের নাম মোহাম্মদ মনাজির (২১), মোহাম্মদ শাদাব আলি ওরফে সাদ্দাম (৩২), মোহাম্মদ আসলাম ওরফে টিঙ্কু (৪১), মোহাম্মদ সামশের আলম ওরফে ছোটু (৩৬) এবং মোহাম্মদ শাহনওয়াজ (২৫)। তাঁদের জিজ্ঞাসাবাদ করে অবৈধ অস্ত্র চক্রের বিস্তার ও সংগঠিত অপরাধ চক্রের সঙ্গে সম্ভাব্য যোগসূত্র খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, আসন্ন পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচনের আগে নিরাপত্তা জোরদার করার প্রেক্ষিতে এই অভিযানকে বড় সাফল্য হিসেবে দেখা হচ্ছে। তদন্তকারীরা খতিয়ে দেখছেন, নির্বাচনের সময় ব্যবহারের উদ্দেশ্যে এই অস্ত্রগুলি পশ্চিমবঙ্গে পাচারের কোনও পরিকল্পনা ছিল কি না।

উল্লেখ্য, নির্বাচনের আগে অবৈধ অস্ত্র পাচার রুখতে কলকাতা পুলিশ নজরদারি বাড়িয়েছে। সম্প্রতি দক্ষিণ কলকাতার গড়িয়াহাট এলাকা থেকে বিহারের গয়া জেলা থেকে পাচার হওয়া একাধিক আগ্নেয়াস্ত্রসহ এক ব্যক্তিকে গ্রেফতার করা হয়েছিল। সেই মামলায় জেরা করেই গুরুত্বপূর্ণ সূত্র মেলে বলে জানা গেছে।

গোপন সূত্রে প্রাপ্ত নির্দিষ্ট তথ্যের ভিত্তিতেই কলকাতা পুলিশের এসটিএফ, বিহার এসটিএফ এবং মধুসূদনপুর থানার পুলিশ যৌথভাবে এই অভিযান চালায়। প্রথমে ভবনটি সাধারণ স্পিনিং মিল বলে মনে হলেও বিস্তারিত তল্লাশিতে উপরের তলায় লুকিয়ে থাকা অস্ত্র কারখানার হদিস মেলে।

ঘটনার সঙ্গে জড়িত অন্য সদস্য বা মূলচক্রীদের খোঁজে এবং অস্ত্রগুলির সরবরাহ চক্র ও গন্তব্যস্থল চিহ্নিত করতে তদন্ত অব্যাহত রয়েছে।

বেঙ্গালুরুতে আবর্জনা ইস্যুতে উত্তেজনা: ট্রাক আটকালে কড়া পদক্ষেপের হুঁশিয়ারি উপমুখ্যমন্ত্রী শিবকুমারের

বেঙ্গালুরু, ১৮ ফেব্রুয়ারি (আইএএনএস): নির্ধারিত স্থানে আবর্জনা ফেলতে যাওয়া গাড়ি আটকে দেওয়া হলে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে হুঁশিয়ারি দিলেন কর্ণাটকের উপমুখ্যমন্ত্রী ডি.কে. শিবকুমার। বুধবার সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে তিনি অভিযোগ করেন, বিজেপি বিধায়কেরা উন্নয়ন তহবিলের দাবিতে 'ব্ল্যাকমেল' কৌশল নিচ্ছেন এবং প্রয়োজনীয় নাগরিক পরিষেবা ব্যাহত করছেন।

শিবকুমার বলেন, "সব বিধায়কই বলছেন তাঁদের এলাকায় আবর্জনা ফেলা যাবে না। এভাবে চাপ সৃষ্টি করা ঠিক নয়। এভাবে চলতে থাকলে প্রয়োজন হলে অত্যাবশ্যক পরিষেবা রক্ষণ আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা নিতে বাধ্য হব।" তিনি আরও বলেন, "কেউ সে বিধায়ক হোক বা অন্য কেউ যদি আবর্জনা বহনকারী গাড়ি আটকায়, তবে সেই আবর্জনা তাদের বাড়ির সামনে বা বিজেপি কার্যালয়ের সামনে ফেলতে হবে। গতকাল বিজেপি নেতা অরবিন্দ লিম্বাভালি এমনটি করেছেন। আজ ডোড্ডাবল্লাপুরের বিজেপি বিধায়ক ধীরাজ মুনিরাজু একই কাজ করেছেন। তাহলে আবর্জনা যাবে কোথায়? প্রয়োজনে তা বিরোধী দলনেতা আর. অশোক-এর বাড়ি বা রাজ্য বিজেপি সভাপতি বি.ওয়াই. বিজয়েন্দ্র-এর বাড়ির সামনে ফেলা হবে।"

দুর্ঘটনার প্রসঙ্গে তিনি স্বীকার করেন, কিছু ত্রুটি থাকতে পারে। "দুর্ঘটনা হয়ে থাকলে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে। কিন্তু সেই অজুহাতে আবর্জনা গাড়ি আটকানো ঠিক নয়," বলেন তিনি। বৃহস্পতিবার সকাল থেকে বেঙ্গালুরুর বিধায়ক এস.টি. সোমশেখর ও মন্ত্রী কৃষ্ণ বাইরেগৌড়ার এলাকায় আবর্জনা ফেলার কাজ শুরু হবে বলেও জানান উপমুখ্যমন্ত্রী। তিনি বলেন, আবর্জনা ফেলার জন্য দুটি জায়গা কেনা হয়েছে এবং আইন মেনে টেন্ডার ডাকা হয়েছে। কিছু আইনি জটিলতা থাকলেও তা সমাধানের চেষ্টা চলছে।

এদিকে বুধবার বেঙ্গালুরুর উপকণ্ঠে উত্তেজনা ছড়ায়, যখন ডোড্ডাবল্লাপুরমুখী ৩০০-রও বেশি আবর্জনা ট্রাক স্থানীয় বাসিন্দা ও বিজেপি নেতারা আটকে দেন। জানা গেছে, মহাদেবপুরায় আবর্জনা ফেলা নিয়ে বিক্ষোভের জেরে ট্রাকগুলি ডোড্ডাবল্লাপুরের দিকে ঘোরানো হয়েছিল। তবে সম্প্রতি একটি সড়ক দুর্ঘটনায় এক শিশুর মৃত্যু হওয়ায় ক্ষোভ আরও তীব্র হয় এবং স্থানীয়রা ট্রাকগুলির পথ অবরোধ করেন।

ডোড্ডা মানকালা অঞ্চলের কাছে ধীরাজ মুনিরাজুর নেতৃত্বে বিক্ষোভকারীরা ট্রাকগুলি আটকে দেন। ঘটনাস্থলে আরটিও আধিকারিকরা পৌঁছে একাধিক গাড়ির বিরুদ্ধে জরিমানাও করেছেন বলে সূত্রের খবর।

আবর্জনা নিষ্পত্তি নিয়ে সরকার ও বিরোধীদের এই টানাপোড়েনে বেঙ্গালুরু জুড়ে রাজনৈতিক উত্তাপ বাড়ছে।

ভারত-স্পেন সম্পর্ক আরও মজবুত হবে, আশ্বাস রাষ্ট্রপতি পেদ্রো সানচেজের

নয়াদিল্লি, ১৮ ফেব্রুয়ারি (আইএএনএস): ভারত ও স্পেনের মধ্যে সম্পর্কের বর্তমান অবস্থা "অত্যন্ত উৎকৃষ্ট" বলে মন্তব্য করে আগামী দিনে তা আরও শক্তিশালী হবে বলে আশ্বাস দিলেন স্পেনের রাষ্ট্রপতি পেদ্রো সানচেজ। বুধবার নয়াদিল্লিতে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী-র সঙ্গে বৈঠকের পর তিনি এই মন্তব্য করেন।

এক্সে পোস্ট করে সানচেজ জানান, "প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সঙ্গে বৈঠকে ভারত-স্পেন সম্পর্কের চমৎকার অগ্রগতি নিয়ে আলোচনা করেছি। আমরা এই সম্পর্ক আরও শক্তিশালী করার ব্যাপারে একমত। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার প্রভাব বিষয়ক সম্মেলনের সফল আয়োজনের জন্য তাঁকে অভিনন্দন জানিয়েছি। মানুষকেন্দ্রিক এআই গড়ে তুলতে আমাদের একসঙ্গে এগোতে হবে।"

গত ১৫ মাসে এটি সানচেজের দ্বিতীয় ভারত সফর। ২০২৪ সালের অক্টোবর মাসে তাঁর আগের সফরের পর দুই দেশ ২০২৬ সালকে 'ইন্ডিয়া-স্পেন বর্ষ' হিসেবে পালন করছে, যেখানে সংস্কৃতি, পর্যটন ও কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই) বিশেষ গুরুত্ব পাচ্ছে। স্পেন-ভারত দ্বৈত বর্ষের অন্যতম প্রধান বিষয়বস্তু এআই।

বুধবারের বৈঠকে দুই নেতা প্রতিরক্ষা, নিরাপত্তা, প্রযুক্তি সহ একাধিক ক্ষেত্রে সহযোগিতা বাড়ানোর উপায় নিয়ে আলোচনা করেন। বৈঠক শেষে প্রধানমন্ত্রী মোদি এক্সে জানান, "দিল্লিতে রাষ্ট্রপতি পেদ্রো সানচেজের সঙ্গে ফলপ্রসূ বৈঠক হয়েছে। প্রতিরক্ষা, নিরাপত্তা, প্রযুক্তি-সহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে ভারত-স্পেন বন্ধুত্ব জোরদার করার বিষয়ে আলোচনা করেছি। ২০২৬ সালকে ভারত-স্পেন সংস্কৃতি, পর্যটন ও এআই বর্ষ হিসেবে পালন করা হবে, যা দুই দেশের জনগণের মধ্যে সম্পর্ক আরও গভীর করবে।"

তিনি আরও বলেন, ইউরোপীয় ইউনিয়নের সঙ্গে ঐতিহাসিক মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি (এফটিএ) স্পেনের সঙ্গে অর্থনৈতিক অংশীদারিত্বে ইতিবাচক প্রভাব ফেলবে এবং দুই দেশের নাগরিকদের জন্য নতুন সুযোগ তৈরি করবে।

এদিন রাষ্ট্রপতি সানচেজ রাজধানীতে অনুষ্ঠিত এআই ইমপ্যাক্ট সামিট ২০২৬-এ অংশ নিতে ভারতে আসেন। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার রূপান্তরমূলক প্রভাব নিয়ে এই আন্তর্জাতিক সম্মেলনে বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তের প্রযুক্তি বিশেষজ্ঞ, নীতিনির্ধারক, গবেষক ও উদ্যোক্তারা অংশগ্রহণ করেছেন। এই সম্মেলনটি গ্লোবাল সাউথে আয়োজিত প্রথম বৈশ্বিক এআই সম্মেলন, যার লক্ষ্য মানবকল্যাণে এআই-এর ব্যবহার, অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়ন এবং টেকসই অগ্রগতি নিশ্চিত করা।

প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠকের পর সানচেজ দিল্লির লোধি আর্ট ডিস্ট্রিক্ট-এ স্পেন ও ভারতের শিল্পীদের যৌথভাবে আঁকা একটি প্রাচীরচিত্র উৎসর্গ অনুষ্ঠানে যোগ দেন। এ সময় কেন্দ্রীয় সংস্কৃতি ও পর্যটন মন্ত্রী গজেন্দ্র সিং শেখাওয়াত তাঁর সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন। সানচেজ এক্সে লেখেন, "ভারত ও স্পেন নগর শিল্পের মাধ্যমেও একত্রিত হয়েছে। স্পেন-ভারত দ্বৈত বর্ষ উপলক্ষে মন্ত্রী গজেন্দ্র সিং শেখাওয়াতের সঙ্গে লোধি জেলায় এই যৌথ প্রাচীরচিত্র পরিদর্শন করেছি, যা দুই দেশের শিল্পীদের সহযোগিতার ফল।"

পশ্চিমি শক্তি ভারতের শিক্ষাব্যবস্থা বিকৃত করেছিল: মোহন ভাগবত

লখনউ, ১৮ ফেব্রুয়ারি: আরএসএস প্রধান মোহন ভাগবত বুধবার অভিযোগ করেছেন, ভারতে শাসনকালে পশ্চিমি শক্তিগুলি দেশের প্রাচীন শিক্ষাব্যবস্থায় হস্তক্ষেপ করে তা বিকৃত করেছিল এবং ঔপনিবেশিক স্বার্থ রক্ষার জন্য নিজেদের কাঠামো চাপিয়ে দিয়েছিল।

রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ (আরএসএস)-এর প্রধান লখনউ বিশ্ববিদ্যালয়ের মালব্য অডিটোরিয়ামে গবেষক সংলাপ কর্মসূচিতে বক্তব্য রাখতে গিয়ে বলেন, ব্রিটিশরা ভারতের শিক্ষাব্যবস্থা এমনভাবে বদলে দেয় যাতে "কালো ইংরেজ" তৈরি হয়, যারা তাদের প্রশাসনিক প্রয়োজনে কাজ করবে। তাঁর মতে, ঔপনিবেশিক আমলে যে ক্ষতি হয়েছে, তা সংশোধন করা জরুরি। তিনি বলেন, শিক্ষা ও স্বাস্থ্য মানুষের মৌলিক প্রয়োজন এবং এগুলিকে বাণিজ্যিক ক্ষেত্র হিসেবে দেখা উচিত নয়। "শিক্ষা ও স্বাস্থ্য সকলের জন্য সহজলভ্য হতে হবে," মন্তব্য করেন তিনি।

সংগঠনের লক্ষ্য প্রসঙ্গে ভাগবত বলেন, আরএসএস জনপ্রিয়তা বা রাজনৈতিক ক্ষমতার জন্য নয়, সামাজিক ঐক্যের জন্য কাজ করে। "আরএসএস-কে বুঝতে হলে ভেতর থেকে দেখতে হবে। শুধু পড়ে তা বোঝা যাবে না," বলেন তিনি। তাঁর দাবি, সংগঠনের মূল উদ্দেশ্য হিন্দু সমাজকে ঐক্যবদ্ধ করা এবং জাতীয় চরিত্রকে শক্তিশালী করা।

গবেষণার গুরুত্ব তুলে ধরে তিনি গবেষকদের সততা ও দেশসেবার মানসিকতা নিয়ে কাজ করার আহ্বান জানান। "সত্য তথ্য সামনে আনতে হবে। অজ্ঞতা আমাদের ভারতকে বুঝতে বাধা দেয়," বলেন তিনি। পাশাপাশি সঙ্ঘের বিরুদ্ধে "নেতিবাচক প্রচার" হয়েছে বলেও অভিযোগ তোলেন এবং গবেষকদের নিরপেক্ষভাবে তথ্য উপস্থাপনের আহ্বান জানান।

বিশ্বায়ন প্রসঙ্গে তিনি বলেন, এই ধারণা ক্রমশ বাণিজ্যিকীকরণ ও বস্তুবাদের সমার্থক হয়ে উঠছে, যা বিপজ্জনক। ভারতীয় দর্শনের 'বসুধৈব কুটুম্বকম' ভাবনার উল্লেখ করে তিনি বলেন, ভারত ভোগবাদ নয়, সমষ্টিগত কল্যাণের কথা বলে এবং বৈশ্বিক চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় ভারতের কাছে সমাধান রয়েছে। "বিশ্বনেতা হতে চাইলে সব ক্ষেত্রে শক্তিশালী হতে হবে। সত্যকে বিশ্ব তখনই সম্মান করে, যখন তা শক্তির দ্বারা সমর্থিত হয়," মন্তব্য করেন ভাগবত।

'ধর্ম' প্রসঙ্গে তিনি বলেন, এটি জীবনের ও বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের এক চিরন্তন নীতি, যা সামঞ্জস্য ও সমষ্টিগত সুখের বার্তা দেয়। "আমরা একসঙ্গে থাকার জন্যই সৃষ্টি হয়েছি, আলাদা থাকার জন্য নয়," বলেন তিনি।

পরিবেশ রক্ষার গুরুত্ব তুলে ধরে তিনি গাছ লাগানো, জল সংরক্ষণ, একবার ব্যবহারযোগ্য প্লাস্টিক এড়ানো এবং টেকসই উন্নয়নে আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহারের আহ্বান জানান।

এক দফাতেই হতে পারে অসম বিধানসভা নির্বাচন, ইঙ্গিত নির্বাচন কমিশনের

গুয়াহাটি, ১৮ ফেব্রুয়ারি (আইএএনএস): আসন্ন অসম বিধানসভা নির্বাচন এক দফাতেই অনুষ্ঠিত হতে পারে বলে ইঙ্গিত দিল ভারতের নির্বাচন কমিশন (ইসিআই)। বুধবার কমিশনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, ভোটারদের সুবিধা এবং রাজ্যের সামগ্রিক পরিস্থিতি বিবেচনা করেই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে।

প্রধান নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমার-এর নেতৃত্বে ইসিআইয়ের একটি দল বর্তমানে অসম সফরে রয়েছে। তারা রাজ্যের নির্বাচন প্রস্তুতি খতিয়ে দেখতে প্রশাসনিক আধিকারিক ও বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধিদের সঙ্গে একাধিক বৈঠক করেন। বৈঠক শেষে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে কমিশন এক দফা নির্বাচনের সম্ভাবনার কথা জানায়।

কমিশন সূত্রে ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে, অসমের অন্যতম প্রধান সাংস্কৃতিক উৎসব রোঙ্গালি বিহু-র আগেই নির্বাচন সম্পন্ন করা হতে পারে। এতে ভোটারদের অংশগ্রহণ বাড়বে এবং নির্বিঘ্নে ভোট পরিচালনা সম্ভব হবে বলে মনে করছে কমিশন।

সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে প্রধান নির্বাচন কমিশনার বলেন, "ভোটারদের সুবিধা, আবহাওয়া এবং প্রশাসনিক প্রস্তুতিসব দিক বিবেচনা করেই কমিশন সিদ্ধান্ত নেবে।" প্রযুক্তির ব্যবহারে বড় পদক্ষেপ হিসেবে কমিশন জানিয়েছে, এ বার অসমে প্রথমবারের মতো ১০০ শতাংশ বুথে ওয়েবকাস্টিং করা হবে। এর ফলে ভোট প্রক্রিয়ায় স্বচ্ছতা বাড়বে এবং অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন নিশ্চিত করা যাবে বলে আশা করা হচ্ছে। এছাড়া ভোটের দিন প্রতি দু'ঘণ্টা অন্তর প্রকৃত ভোটদানের হার প্রকাশ করা হবে বলেও জানিয়েছেন প্রধান নির্বাচন কমিশনার। তাঁর কথায়, "প্রতি দু'ঘণ্টা অন্তর প্রকৃত ভোটের শতাংশ জানানো হবে, যাতে ভুল তথ্য বা গুজব রোধ করা যায়।"

ইসিআইয়ের দল নিরাপত্তা ব্যবস্থা, কেন্দ্রীয় বাহিনীর মোতায়েন এবং জেলা স্তরে নির্বাচনী প্রস্তুতির বিষয়গুলিও পর্যালোচনা করছে। বড় নির্বাচনের আগে মাঠপর্যায়ের প্রস্তুতি যাচাই ও সংশ্লিষ্ট মহলের উদ্বেগ শোনার লক্ষ্যে এই সফর বলে কমিশন সূত্রে জানা গিয়েছে। নির্বাচন কমিশন পুনরায় জানিয়েছে, অসমে শান্তিপূর্ণ, স্বচ্ছ এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক নির্বাচন আয়োজন করতে তারা বদ্ধপরিকর, যাতে প্রত্যেক যোগ্য ভোটার নির্ভয়ে তাঁদের গণতান্ত্রিক অধিকার প্রয়োগ করতে পারেন।

পাকিস্তানে সামরিক শীর্ষকর্তাদের 'প্রাতিষ্ঠানিক পৃষ্ঠপোষকতায়' ব্যবসা বিস্তার, রিপোর্টে দাবি

ইসলামাবাদ, ১৮ ফেব্রুয়ারি (আইএএনএস): আফগানিস্তান-পাকিস্তান সীমান্তে ৯/১১-পরবর্তী সন্ত্রাসবিরোধী অভিযানে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতির মুখে পড়ে পাকিস্তান সেনা। সেই সময় বেতন-বৈষম্য নিয়ে সেনার কিছু অংশে অসন্তোষ দেখা দিয়েছিল বলে সাম্প্রতিক এক প্রতিবেদনে দাবি করা হয়েছে।

'ভারতের আখ্যান'-এর প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, মার্কিন কর্তৃপক্ষ যখন পাকিস্তান সেনার পারফরম্যান্স নিয়ে অসন্তোষ প্রকাশ করেছিল, তখন সেনার কিছু কর্মকর্তা ব্যক্তিগতভাবে অভিযোগ করেছিলেন যে বিদ্রোহী গোষ্ঠীগুলি তাদের যোদ্ধাদের যে পারিশ্রমিক দেয়, তা সরকারি বেতনের তুলনায় বেশি। প্রতিবেদনে ইঙ্গিত করা হয়েছে, এতে নিম্নপদস্থ সেনাদের মধ্যে ক্ষোভের আভাস মেলে।

প্রতিবেদনটিতে পাকিস্তানকে "একমাত্র দেশ যেখানে সেনাবাহিনীর একটি রাষ্ট্র রয়েছে" এমন মন্তব্যও তুলে ধরা হয়েছে। স্বাধীনতার পর এক দশকের রাজনৈতিক অস্থিরতার প্রেক্ষিতে ১৯৫৮ সালে সেনাবাহিনী প্রশাসনের নিয়ন্ত্রণ নেয় এবং ধীরে ধীরে রাজনৈতিক কাঠামোর গভীরে প্রভাব বিস্তার করে বলে সেখানে উল্লেখ করা হয়েছে।

রিপোর্টে দাবি, সামরিক বাহিনীর সদস্যরা বাণিজ্যিক ও মুনাফাভিত্তিক বিভিন্ন উদ্যোগে সম্প্রসারিত হয়েছেন, যা এখন পাকিস্তানের রাজনৈতিক অর্থনীতির একটি বড় অংশ। এসব উদ্যোগের সুবিধা মূলত অফিসার শ্রেণির মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে বলেও অভিযোগ করা হয়েছে।

পাকিস্তানের রাজনৈতিক বিশ্লেষক আয়েশা সিদ্দিকা তাঁর বই সামরিক প্রতিষ্ঠান: পাকিস্তানের সামরিক অর্থনীতির ভেতরে-এ এই সামরিক-ব্যবসায়িক নেটওয়ার্ককে 'মিলবাস' নামে অভিহিত করেছেন। তাঁর মতে, 'অডিটবিহীন সামরিক পুঁজি' প্রধানত শীর্ষকর্তাদের ব্যক্তিগত স্বার্থে সঞ্চিত হয়েছে এবং তা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ প্রাতিষ্ঠানিক পৃষ্ঠপোষকতায় পরিচালিত হয়। প্রতিবেদন অনুযায়ী, পাকিস্তান সেনাবাহিনী দেশের অন্যতম বৃহৎ জমির মালিক, বড় শিল্পগোষ্ঠী ও গুরুত্বপূর্ণ আর্থিক শক্তি হিসেবে বিভিন্ন অর্থনৈতিক খাতে প্রভাব বিস্তার করে। নীতিনির্ধারণ ও সম্পদ বণ্টনের উপর নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে তাদের রাজনৈতিক প্রভাব আরও সুদৃঢ় হয় বলেও দাবি করা হয়েছে। এছাড়া বলা হয়েছে, বেসামরিক সরকারগুলি যখন এই সমান্তরাল অর্থনৈতিক কাঠামোর জন্য হুমকি হয়ে দাঁড়িয়েছে, তখন তাদের অপসারণ করা হয়েছে। এই আর্থিক নেটওয়ার্ক বছরে বহু বিলিয়ন ডলার আয় করে এবং তা কর, নিয়ন্ত্রণ বা বেসামরিক তদারকি থেকে অনেকাংশে মুক্তএমন অভিযোগও রয়েছে রিপোর্টে।

রিপোর্টে আরও দাবি করা হয়েছে, পাকিস্তানের সেনাপ্রধান ফিল্ড মার্শাল আসিম মুনির গত মাসে দাভোসে অনুষ্ঠিত বিশ্ব অর্থনৈতিক ফোরাম-এ প্রধানমন্ত্রী শাহবাজ শরীফ-এর সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন, যা অর্থনীতি ও পররাষ্ট্রনীতিতে সেনাবাহিনীর প্রভাবের ইঙ্গিত বহন করে বলে প্রতিবেদনে উল্লেখ।

এছাড়াও ২০২৫ সালের সেপ্টেম্বরে ওয়াশিংটনে হোয়াইট হাউসের ওভাল অফিসে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প-এর সঙ্গে বৈঠকের সময়ও সেনাপ্রধান প্রধানমন্ত্রীর সফরসঙ্গী ছিলেন এবং সেখানে বাণিজ্য সংক্রান্ত আলোচনা হয় বলে প্রতিবেদনে দাবি করা হয়েছে।

ইট ভাটা মালিকদের ভাটা বন্ধের প্রতিবাদে বিক্ষোভ ও ডেপুটেশন সিটুর। ছবি নিজস্ব।

হরেকরকম

হরেকরকম
হরেকরকম

খাওয়ার পরেই মলত্যাগের বেগ আসার কারণ হতে পারে গ্যাস্ট্রোকোলিক রিফ্লেক্স

খাবার খাওয়ার পরেই তৎক্ষণাৎ মলত্যাগের বেগ আসার কারণ হতে পারে গ্যাস্ট্রোকোলিক রিফ্লেক্স। এটি একটি স্বাভাবিক শারীরবৃত্তীয় প্রতিক্রিয়া যা খাবার গ্রহণের পর ঘটে থাকে। কিন্তু কেন এমন হয়?

আসলে যখন আমরা খাবার খাই, তখন আমাদের পাকস্থলী প্রসারিত হয়। এই প্রসারণ একটি স্নায়বিক সংকেত পাঠায় যা কোলনের (বৃহদন্ত্র) পেশীগুলিকে সংকুচিত করতে উদ্দীপিত করে। এই সংকোচন কোলনের মধ্যে থাকা মলকে দ্রুত মলদ্বারের দিকে ঠেলে দেয়, যার ফলে মলত্যাগের বেগ অনুভব হয়।

এছাড়াও খাবার গ্রহণের পর আমাদের শরীরে কিছু হরমোন নিঃসৃত হয়, যেমন কোলিসিস্টোকাইনিন এবং গ্যাস্ট্রিন। এই হরমোনগুলিও কোলনের সংকোচন বাড়াতে সাহায্য করে এবং মলত্যাগের প্রক্রিয়াকে দ্রুত করে তোলে।

কোনও কোনও ব্যক্তির কোলন অন্যদের তুলনায় বেশি সংবেদনশীল হতে পারে। এর ফলে সামান্য খাবার গ্রহণেই তাদের মধ্যে তীব্র গ্যাস্ট্রোকোলিক রিফ্লেক্স দেখা দিতে পারে এবং দ্রুত মলত্যাগের বেগ আসতে পারে। কিছু বিশেষ ধরনের খাবার, যেমন ফাইবার সমৃদ্ধ খাবার, মশলাদার খাবার, বা ল্যাকটোজযুক্ত খাবার (যদি ল্যাকটোজ ইনটলারেন্স থাকে), গ্যাস্ট্রোকোলিক রিফ্লেক্সকে আরও তীব্র করতে পারে।

এটি কি উদ্বেগের কারণ হতে পারে? খাবার খাওয়ার পরেই মাঝে মাঝে মলত্যাগের বেগ আসা অস্বাভাবিক নয়। কিন্তু যদি এটি প্রায় প্রতিদিনই ঘটে এবং এর সঙ্গে নিম্নলিখিত লক্ষণগুলো দেখা যায়, তবে তা উদ্বেগের কারণ হতে পারে এবং সেক্ষেত্রে চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়া উচিত: পেটে ব্যথা বা অস্বস্তি, ডায়রিয়া,মলের সঙ্গে রক্ত পড়া,ওজন কমে যাওয়া, ঘন ঘন মলত্যাগের প্রয়োজন হওয়া

এই লক্ষণগুলি ইরিটেবল বাওয়েল সিন্ড্রোম বা আইবিএস, ইনফ্লেমেটরি বাওয়েল ডিজিজ বা অন্য কোনও গ্যাস্ট্রোইনটেস্টাইনাল সমস্যার ইঙ্গিত দিতে পারে।

মদ না খেয়েও হতে পারে ফ্যাটি লিভার

অনেকেই মনে করেন লিভার সিরোসিস কিংবা ফ্যাটি লিভার-এর মতো অসুখ কেবল মদ্যপানের ফলেই হয়। এই ধারণা মোটেই ঠিক নয়। 'নন- অ্যালকোহলিক ফ্যাটি লিভার ডিজিজ' বা 'এনএএফএলডি' হল এমন একটি রোগ যেখানে অতিরিক্ত পরিমাণে ফ্যাট লিভারের কোষের মধ্যে জমা হয়। কিন্তু এই ফ্যাট জমার কারণ অতিরিক্ত মদ্যপান নয়। এই রোগ সাধারণত সেইসব ব্যক্তিদের মধ্যে দেখা যায় যাঁরা স্থূলকায়, ডায়াবেটিসে আক্রান্ত, উচ্চ রক্তচাপ কিংবা কোলেস্টেরলের সমস্যায় ভুগছেন। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে, এই ফ্যাট জমা হওয়ার কারণে লিভারে প্রদাহ হতে পারে এবং সিরোসিসের মতো গুরুতর লিভারের রোগও হতে পারে।

কোন কোন অভ্যাস এই রোগ ডেকে আনে?

১. অস্বাস্থ্যকর খাদ্যাভ্যাস: অতিরিক্ত পরিমাণে তেল, চিনি এবং প্রক্রিয়াজাত খাবার খাওয়া লিভারে ফ্যাট জমার অন্যতম প্রধান কারণ। ফাস্ট ফুড, ভাজাভুজি এবং মিষ্টি পানীয়ের মতো খাবার নিয়মিত খেলে এই রোগের ঝুঁকি বাড়ে।

২. শারীরিক কার্যকলাপের অভাব: নিয়মিত ব্যায়াম না করা বা অলস জীবনযাপন ওজন বৃদ্ধি এবং ইনসুলিন রেজিস্ট্যান্সের কারণ হতে পারে, যা এই রোগের অন্যতম প্রধান কারণ।

৩. স্থূলতা বা অতিরিক্ত ওজন: শরীরের অতিরিক্ত ওজন বা স্থূলতা 'নন-অ্যালকোহলিক ফ্যাটি লিভার ডিজিজ'-এর ঝুঁকি অনেক বাড়িয়ে দেয়। বিশেষ করে পেটের মেদ অনেক বেশি ক্ষতিকর।

৪. অতিরিক্ত চিনি: অনেকেই দিনরাত ঠাণ্ডা পানীয় খান। এই ধরনের কোল্ড ড্রিঙ্কে মুঠো মুঠো চিনি থাকে। অতিরিক্ত মিষ্টি খাবার বেশি পরিমাণে খেলে লিভারে ট্রাইগ্লিসারাইড নামক ফ্যাট তৈরি হতে পারে, যা শরীরকে 'নন-অ্যালকোহলিক ফ্যাটি লিভার ডিজিজ'-এর দিকে ধাবিত করে।

৫. ডায়াবেটিস বা ইনসুলিন রেজিস্ট্যান্স: যাঁদের ডায়াবেটিস আছে অথবা যাঁদের শরীরে ইনসুলিনের কার্যকারিতা কমে গিয়েছে (ইনসুলিন রেজিস্ট্যান্স), তাঁদের এই রোগ হওয়ার আশঙ্কা অনেক বেশি। এর মূল কারণ ইনসুলিন রেজিস্ট্যান্সের কারণে শরীরে ফ্যাট জমা হওয়ার প্রবণতা বাড়ে। আর সেই চর্বির একটি বড় অংশ সঞ্চিত হয় লিভারে।

মানসিক উদ্বেগের শিকার হয়েও বুঝতে পারেন না রোগী

মানসিক স্বাস্থ্য নিয়ে এখনও মানুষের মধ্যে সচেতনতার অভাব প্রকট। তার একটি অন্যতম প্রধান কারণ অনেক সময় রোগী নিজেই বুঝতে পারেন না যে তিনি মানসিক রোগে আক্রান্ত। উদ্বেগ বা অ্যাংজাইটিও এমন একটি সমস্যা। উদ্বেগেরও কিছু প্রচ্ছন্ন লক্ষণ থাকে যা সহজে চোখে পড়ে না। ১. মনোনিবেশে অসুবিধা: উদ্বেগের কারণে অনেক সময় মনোযোগ ধরে রাখা কঠিন হয়ে পড়ে। কোনও কাজ বা আলোচনায় মন বসাতে সমস্যা হতে পারে। সহজে অন্যমনস্ক হয়ে যাওয়া বা কিছু মনে রাখতে না পারার মতো লক্ষণ দেখা যেতে পারে। এটিকে অনেক সময় অমনোযোগিতা বা অন্য কোনও কারণে হচ্ছে বলে মনে করা হয়, কিন্তু এটি উদ্বেগের একটি প্রচ্ছন্ন লক্ষণও হতে পারে। ২. অতিরিক্ত বিরক্তি বা খিটখিটে মেজাজ: সামান্য কারণেও অধৈর্য্য হয়ে পড়া, সহজে রেগে যাওয়া বা খিটখিটে মেজাজ উদ্বেগের একটি চাপা লক্ষণ হতে পারে। রোগী হয়তো বুঝতেও পারে না যে তাঁর এই আচরণের মূলে উদ্বেগ কাজ করছে। ৩. ঘুমের সমস্যা: অনিদ্রা উদ্বেগের একটি অতিসাধারণ লক্ষণ, তবে। অনেক সময় আপাতদৃষ্টিতে ঘুম এলেও ভিতরে কিছু গভীর সমস্যা থেকে যায়। রাতে বারবার ঘুম ভেঙে যাওয়া, খুব ভোরে ঘুম ভেঙে যাওয়া এবং তারপর আর ঘুম না আসা, অথবা ঘুম থেকে ওঠার পরেও ক্লান্তি অনুভব করা ইত্যাদি মানসিক উদ্বেগের থেকেও হতে পারে। অনেক সময় রোগী মনে করে অন্য কোনও কারণে তার ঘুমের ব্যাঘাত ঘটছে, কিন্তু আসলে উদ্বেগের কারণে হয়। ৪. অকারণ শারীরিক অস্বস্তি: মানসিক উদ্বেগ শরীরের উপর বিভিন্নভাবে নেতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারে। এর ফলে মাথাব্যথা, পেটে অস্বস্তি, পেশিতে টান বা ব্যথা, ক্লান্তি ইত্যাদি উপসর্গ দেখা দিতে পারে। অনেক সময় এই শারীরিক অসুবিধারর কোনও স্পষ্ট কারণ খুঁজে পাওয়া যায় না। এই ধরনের অস্থিরতাও প্রচ্ছন্ন উদ্বেগের বহিঃপ্রকাশ হতে পারে।

৫. কিছু নির্দিষ্ট পরিস্থিতি বা স্থান এড়িয়ে যাওয়া: উদ্বেগে থাকা ব্যক্তিরা অনেক সময় নিজের অজান্তেই কিছু নির্দিষ্ট পরিস্থিতি বা স্থান এড়িয়ে যেতে শুরু করেন। কারণ একটাই, ওই স্থানে তাঁদের উদ্বেগ বেড়ে যায়। হয়তো তাঁরা সরাসরি সেই উদ্বেগের কথা বলতে পারে না বা বুঝতে পারেন না।

শিশুর বই পড়ার অভ্যাস কীভাবে গড়বেন

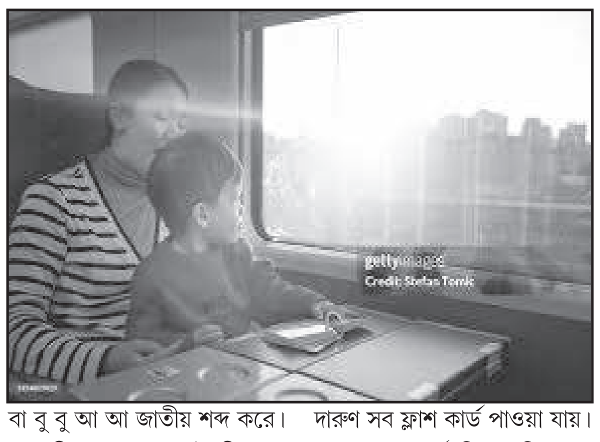

শিশু মাতৃগর্ভে ২০ সপ্তাহ বয়স থেকেই তার অনুভূতি অর্জন করে এবং মুভমেন্টের মাধ্যমে তা প্রকাশ করে। এ কারণে গর্ভবতী মায়ের মানসিক দিকগুলো শিশুর ডেভেলপমেন্টে দারুণ প্রভাব ফেলে। তাই চিকিৎসকরা মাকে সব সময় স্ট্রেসমুক্ত থাকার উপদেশ দেন। এখন আসি বই এর কথায়। শিশু যখন মাতৃগর্ভে থাকে তখন বেশিরভাগ মানুষ ধর্মগ্রন্থ কেন পড়েন? কারণ, বহুযুগ আগে থেকেই এটা মানুষের জানা যে গর্ভাবস্থায় মা যা করেন, যা ফেইস করেন, যে পরিবেশে থাকেন তার সবকিছুর প্রভাব শিশুর বিকাশে ভূমিকা রাখে। আর এটা বুঝতে রকেট সায়েন্স পড়া বা জানার দরকার হয় না। এ কারণে যে কোন ভাল বই-ই শিশুর জন্মের আগে এবং পরে বিকাশে দারুণ ভূমিকা রাখে। ১. গর্ভাবস্থায় মায়েরা ধর্মগ্রন্থ বা গল্প পড়ে শোনান অনাগত শিশুকে। সে তার ভাব প্রকাশ করবে একটু খেয়াল করলেই বুঝবেন।

২. বাবারা মায়ের পাশে বসে তার অনাগত শিশুকে পড়ে শোনাতে পারেন মজার মজার গল্প। এতে আপনার সঙ্গে শিশুর সম্পর্ক তৈরি হবে। সে আপনার গলার স্বর চিনে রাখবে তখন থেকেই। ৩. জন্মের পরও রোজ একই সময়ে মজার মজার ছবিসহ বইগুলো পড়ে শোনান শিশুদের মতো আদরের সুরে। আপনার এক্সপ্রেশনে শিশু তার যা বোঝার সব বুঝে নেবে। আপনার সঙ্গে ইন্টারাক্ট করবে বা বা বু বু আ আ জাতীয় শব্দ করে। এতে শিশুর শব্দ ভাণ্ডার তৈরি হবে। আজকাল যে স্পিচ ডিলের প্রবলেম অনেকেই ফেইস করেন তা করতে হবে না। শুরুতেই বইয়ের সঙ্গে শিশুর সম্পর্ক তৈরি হবে। ৪. সব সময় কালারফুল অনেক ছবি সহকারে যে বইগুলো আছে তা নির্বাচন করুন যতদিন না শিশু অক্ষর চেনা শেখে।

৫. একই বই রোজ পড়বেন না। বেশ কিছু বই রাখুন। পড়ার আগে শিশুকে দেখান কোন বইয়ের গল্প সে শুনতে চায়। ৬. ফুল, পাখি, জীবজন্তু, মাছ এসবের গল্পগুলো শিশুদের কাছে আকর্ষণীয়। তাই এ ধরনের বই রাখতে পারেন। ৭. কখনও শিশুকে ভূত কিংবা রাক্ষস-খোক্কসের গল্প পড়ে শুনিয়ে তার ভেতর পৃথিবী সম্পর্কে নেতিবাচক ধারণা দেবেন না।

৮. যে বইটি পড়বেন তার চরিত্রগুলো অভিনয় করে শোনান। বইয়ে বর্ণিত চারদিকের পরিবেশটা এমনভাবে বলুন যেন ঠিক তা আপনি দেখতে পাচ্ছেন। ৯. আজকাল বাজারে দারুণ সব ফ্লাশ কার্ড পাওয়া যায়। এ ফ্লাশ কার্ড দিয়ে শিশুকে বাংলা-ইংরেজি অক্ষরগুলো, কালার, বডি পার্টস, অ্যানিমেল বিভিন্ন জিনিস শেখানো শুরু করতে পারেন ২ বছর থেকে। একে বলে পিকচার রিডিং। শিশু যা দেখে এ বয়সে সবই ছবি আকারে দেখে এবং তা মনে রাখে। তাই খুব সহজে শিখে ফেলে খেলতে খেলতে। ১০. বই পড়া নিয়ে কখনই জোর করবেন না। তাকে আকর্ষণ করতে বিভিন্ন পদ্ধতি অবলম্বন করুন। যেমন বলতে পারেন, মা-বাবা তো পড়তে পারে না। বাবু কি একটু শেখাবে কেমন করে পড়তে হয়! কিংবা বলুন- চল চল আজকে আমরা স্কুল স্কুল খেলি। বাবু টিচার, মা স্টুডেন্ট। বুদ্ধি খাটিয়ে এমনকিছু বের করুন যেন শিশু বইয়ের প্রতি আকর্ষিত হয়। জোর করে কখনও নয়। ১১. বাসায় শিশুর জন্য ছোট্ট করে রিডিং কর্নার তৈরি করুন। যেখানে থাকবে মজার সব ছবিওয়ালা কালারফুল বই। গল্পের বই। ১২. রাতে ঘুমানোর আগে নিয়ম করে স্টোরি টাইম তৈরি করুন। প্রতিদিন মা অথবা বাবা এসময় শিশুকে পড়ে শোনান মজার আনন্দের সব গল্প। ১৩. রোজ একসঙ্গে বই পড়ার কারণে শিশুর সঙ্গে মা-বাবার একটা সুন্দর বন্ডিং তৈরি হবে। ১৪. যেসব মানুষ বই নিয়ে নেতিবাচক কথা বলবে বুঝবেন এরা তর্কের ঊর্ধ্বে। উলুবনে মুক্ত ছড়ানোর চেষ্টা না করে নিজের কাজটি চালিয়ে যান। এরা কখনও বুঝবে না। তাই এড়িয়ে চলুন। ১৫. শিশুকে যে কোন জিনিস কিনে দিলে সঙ্গে একটি বই অবশ্যই কেনার অভ্যাস করুন। ঈদ, পূজা, ক্রিসমাসে, জন্মদিনে জামা কাপড়, খেলনার সঙ্গে বইও কিনুন। ১৬. বাড়িতে দৈনিক পত্রিকা যেমন নেন ঠিক তেমনি শিশুর জন্য কিশোর-পত্রিকা রাখুন। কমিকস রাখুন। মনে রাখবেন প্রতিটি ভাল অভ্যাস পরিবার থেকেই আসে। বই এমন এক জিনিস যা মানুষের ভেতর তৈরি করে শত শত শব্দ ভাণ্ডার। তৈরি করে কল্পনাশক্তি। একটি ভাল বই পড়ার সময় বইয়ের চরিত্রগুলো, পরিবেশ সবকিছু ব্রেইন একটা ভিজুয়াল মুভির মতো করে চোখের সামনে উপস্থাপন করে যা আর অন্য কোন মাধ্যম করতে পারে না। এতে করে তৈরি হয় কল্পনাশক্তি। বই মানুষের মানবিক গুণাবলী সমৃদ্ধ করে। মানুষকে সত্যিকার মানুষ হতে শেখায়।

পিঠের ব্যথায় কাবু? যোগাভ্যাসে হবে মুশকিল আসান

এখন পিঠ এবং কোমরের ব্যথা আর বয়স্কদের মধ্যে সীমাবদ্ধ নেই, দিনভর চেয়ারে বসে কাজ করতে করতে অল্পবয়সী যুবক-যুবতীও পিঠের ব্যথায় কাবু হয়ে পড়ছেন। কিন্তু ব্যথা কমাতে ঘনঘন পেইনকিলার খেলেও বিপদ। দেখা দিতে পারে কিডনির সমস্যা। এই অবস্থায় কাজে আসতে পারে নিয়মিত ব্যায়াম এবং যোগাভ্যাস। রইল এমন তিনটি আসনের হদিস যা মুক্তি দিতে পারে পিঠ ও কোমরের ব্যথা থেকে। ১. মার্জার্যাসন ও বিতিলাসন: এই দুটি ভঙ্গি একটি প্রবাহের মতো, অর্থাৎ একটির পর একটি চক্রাকারে করা হয়। এই দুই আসন মেরুদণ্ডের নমনীয়তা বাড়াতে সাহায্য করে, যা পিঠের ব্যথা কমাতে বিশেষ উপযোগী। * মার্জার্যাসন: প্রথমে হাঁটু এবং হাতের উপর ভর দিয়ে টেবিলের মতো অবস্থানে আসুন। আপনার হাত কাঁধের নীচে এবং হাঁটু নিতম্বের নীচে থাকা উচিত। শ্বাস ছাড়তে ছাড়তে আপনার মেরুদণ্ড উপরের দিকে তুলে গোলকার করুন এবং আপনার থুতনি বুকের দিকে নিয়ে আসুন। আপনার পেটের পেশীগুলিকে ভিতরের দিকে টানুন। * বিতিলাসন: শ্বাস নিতে নিতে আপনার মেরুদণ্ড নীচের দিকে বাঁকিয়ে দিন। আপনার পেট নীচের দিকে নামবে এবং আপনার বুক সামনের দিকে প্রসারিত হবে। আপনার মাথা উপরের দিকে তুলুন এবং দৃষ্টি সামনের দিকে রাখুন। * এইভাবে শ্বাস-প্রশ্বাসের সঙ্গে তাল মিলিয়ে ৫-১০ বার পুনরাবৃত্তি করুন। উপকারিতা: মেরুদণ্ড এবং পেটের পেশীগুলিকে শক্তিশালী করে, পিঠের ব্যথা কমায় এবং শরীরের ভারসাম্য বাড়ায়।

২. বালাসন: এটি একটি বিশ্রামমূলক ভঙ্গি যা কোমর এবং পিঠের পেশীগুলিকে আলতোভাবে প্রসারিত করে এবং চাপ কমাতে সাহায্য করে। * প্রথমে হাঁটু গেড়ে বসুন এবং নিতম্ব আপনার গোড়ালির উপর রাখুন। * ধীরে ধীরে সামনের দিকে ঝুঁকুন এবং আপনার কপাল মেঝের উপর রাখুন। আপনার হাত দু'টি হয় সামনের দিকে প্রসারিত করে রাখুন অথবা আপনার পায়ের পাশে পিছনের দিকে নিয়ে আসুন।

* এই অবস্থানে বিশ্রাম নিন এবং ধীরে ধীরে শ্বাস নিন ও ছাড়ুন। ৩০ সেকেন্ড থেকে কয়েক মিনিট পর্যন্ত এই ভঙ্গিতে থাকতে পারেন। উপকারিতা: কোমর, পিঠ এবং নিতম্বের পেশীগুলিকে শিথিল করে, মানসিক চাপ কমায় এবং শরীরকে শান্ত করে। ৩. ভুজঙ্গাসন: এই ভঙ্গিটি পিঠের নীচের অংশের পেশীগুলিকে শক্তিশালী করে এবং বুকের অংশকে প্রসারিত করে, যা পিঠের ব্যথায় আরাম দিতে পারে। * মেঝের উপর উপুড় হয়ে শুয়ে পড়ুন। আপনার পা সোজা করে রাখুন এবং আপনার হাতের তালু আপনার কাঁধের নীচে মেঝের উপর রাখুন। * শ্বাস নিতে নিতে আপনার বুক এবং মাথা মেঝে থেকে উপরে তুলুন। কনুই সামান্য বাঁকানো থাকতে পারে। আপনার নাভি মেঝের উপর লেগে থাকবে। * কাঁধ শিথিল রাখুন এবং আপনার দৃষ্টি সামনের দিকে অথবা সামান্য উপরের দিকে রাখুন। * এই অবস্থানে ১৫-৩০ সেকেন্ড থাকুন এবং ধীরে ধীরে শ্বাস ছাড়তে ছাড়তে আগের অবস্থানে ফিরে আসুন।

উপকারিতা: পিঠের পেশীগুলিকে শক্তিশালী করে, মেরুদণ্ডের নমনীয়তা বাড়ায় এবং বুকের অংশকে প্রসারিত করে।

কোলেস্টেরলের সমস্যা ঘরে ঘরে

বর্তমানে কোলেস্টরলের সমস্যা খুবই বাড়ছে। বলা ভাল ঘরে ঘরে রয়েছে এই কোলেস্টরলের রোগী। কোলেস্টেরল বাড়া মানেই সুগার, প্রেশার সবই বাড়বে চড়চড়িয়ে। কোলেস্টরল বাড়লে রক্তচাপ বাড়ার এবং সেখান থেকে হৃদরোগের সম্ভাবনা থেকে যায়। আমাদের শরীরে ভাল আর খারাপ এই দুই রকম কোলেস্টরলই থাকে। আর তাই সুস্থ থাকতে হলে বুঝেশুনে খাবার খেতে হবে। অতিরিক্ত ক্যালোরির খাবার খেলে চলবে না। রোজ শরীরচর্চা করতেই হবে। গোটা শস্য বেশি করে খেতে হবে। শরীরে ভাল আর খারাপ এই দুই রকম কোলেস্টরল থাকে। খারাপ কোলেস্টরল বাড়ার মূল কারণ হল খাদ্যাভ্যাস। রোজ রোজ মদ, মটন খেলে, আইসক্রিম, মিষ্টি, তেলের খাবার এসব বেশি খেলেই বিপত্তি। সেখান থেকে হতে পারে একাধিক সমস্যা। আর তাই আগে থাকতে সতর্ক থাকুন। গোটা শস্য নিয়ম করে খেলে ক্যানসার ও অন্য স্বাস্থ্য সমস্যাও থাকবে দূরে। সেই সঙ্গে হৃদরোগ, ডায়াবেটিস থেকেও দূরে থাকা যাবে। কোলেস্টরল কমাতে ফাইবার বেশি করে খেতে হবে। গোটা শস্য মানে আটা, সাদা ভাত, ময়দা এসব নয়। কুইনোয়া, ব্রাউন রাইস, ওটস এসব বেশি করে খান। এর মধ্যে ফাইবারের পরিমাণও অনেকটা বেশি। সেই সঙ্গে আয়রন, ভিটামিন বি, থায়ামিন, রাইবোফ্ল্যাভিন, নিয়াসিন, ফোলেট, ম্যাগনেশিয়াম, সেলেনিয়াম রয়েছে।

আর তাই যা কিছু খাবেন নিয়ম করে- ব্রাউন রাইস- ব্রাউন রাইসের মধ্যে ফাইবার অনেক বেশি পরিমাণে থাকে। এককাপ ব্রাউন রাইসের মধ্যে ৩ গ্রাম মতো ফাইবার থাকে। সেখানে সাদা চালের মধ্যে ফাইবার একেবারেই থাকে না। রান্না করা ব্রাউন রাইস এক কাপ খান। সঙ্গে ডাল, স্যালাড, সবজি বেশি করে খানকুইনোয়া- কুইনোয়া সম্পূর্ণ গ্লুটেন মুক্ত একটি শস্য। এর মধ্যে ভিটামিন বি অনেকটা পরিমাণে থাকে। সেই সঙ্গে থাকে অ্যামাইনো অ্যাসিড। এককাপ রান্না করা কুইনোয়াতে ৪ গ্রাম প্রোটিন থাকে। ওটস- ওটসের মত ভাল খাবার আর দুটো হয় না। এর মধ্যে থাকে বিটা গ্লুকান। যা কোলেস্টরলের শোষণ কমিয়ে দেয়। এছাড়াও থাকে ফাইবার, গ্লুকোজ। যা কোলেস্টরলের মাত্রা কম রাখতে সাহায্য করে। ডায়াবেটিসের রোগীরা রোজ নিয়ম করে ওটস খান। যাঁদের হার্টের সমস্যা রয়েছে তাঁরাও খেতে পারেন। এতে সুগারও নিয়ন্ত্রণে থাকবে।

সুস্থ থাকতে নিয়মিত দুধ পান করা ভালো

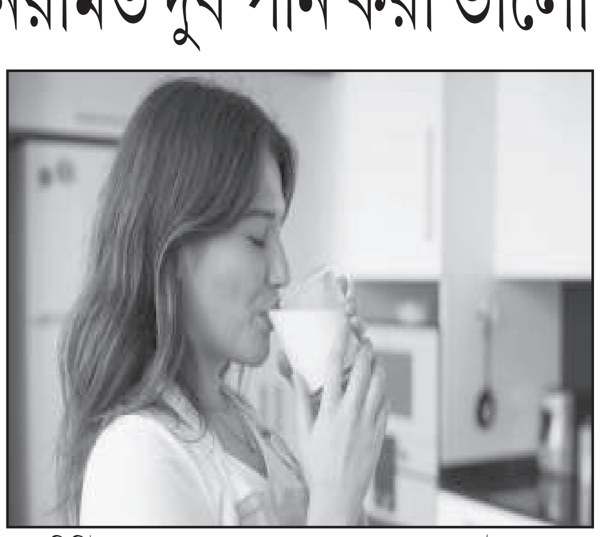

সুস্থ থাকতে নিয়মিত দুধ পান করার পরামর্শ দেন বিশেষজ্ঞরা। দুধে রয়েছে ক্যালসিয়াম, প্রোটিন, ভিটামিন এ, কে, ডি এবং আই, ফসফরাস, ম্যাগনেসিয়াম এবং আয়োডিন সহ অনেক পুষ্টিগুণ। এই কারণেই দুধকেও পরিপূর্ণ খাদ্য বা সুষম খাদ্য হিসেবে বিবেচনা করা হয়। হাড় মজবুত করার পাশাপাশি মাংসপেশির বিকাশের জন্য দুধ খুবই গুরুত্বপূর্ণ। দুধ পান করা জরুরি তা জানা থাকলেও অনেকেই জানেন না দুধ পান করার সঠিক সময় কোনটি?দুধ পান করার সঠিক সময় কি জানেন? স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞদের মতে, ভুল সময়ে দুধ পান করলে স্বাস্থ্য সংক্রান্ত অনেক সমস্যা হতে পারে। তাই আর দেরি না করে জেনে নিন কখন দুধ পান করলে সুস্থ থাকবে শরীর। কখন দুধ পান করা ঠিক?

স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞরা বলছেন, খাবার খাওয়ার পরপরই দুধ পান করা উচিত নয়। শুধু তাই-ই নয়, এর পাশাপাশি দুধ খাওয়ার আগে টক জিনিস বা ফল, দই, টক জাতীয় খাবার খাওয়া চলবে না। কারণ এতে স্বাস্থ্যের ক্ষতি হতে পারে। বিশেষজ্ঞদের মতে, খাবার খাওয়ার ৪০ মিনিট পর দুধ পান করা স্বাস্থ্যের জন্য উপকারী। উষ্ণ দুধ পান করুন হালকা গরম দুধ পান করা স্বাস্থ্যের জন্য উপকারী। বিশেষজ্ঞদের মতে, বয়স্ক ব্যক্তিদের ঘুমনোর এক ঘণ্টা আগে দুধ পান করা উচিত। এর ফলে হজমে কোনও সমস্যা হয় না এবং পরিপাকতন্ত্রের উপর চাপ পড়ে না। সেই সঙ্গেই হালকা গরম দুধ পান করলে অনেক রোগের ঝুঁকি এড়ানো যায়। এছাড়া সারাদিনের ক্লান্তিও দূর হয় এবং ভালো ঘুম হয়। খালি পেটে পান করবেন না অনেকেই সকালে উঠে খালি পেটে দুধ পান করেন। এই অভ্যাস একেবারেই ভাল নয়। স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞদের মতে, খালি পেটে দুধ পান করলে কোষ্ঠকাঠিন্য ও গ্যাসের সমস্যা হতে পারে। তাই হজমের সমস্যায় ভুগছেন এমন ব্যক্তিদের কিছু খাওয়ার পরেই দুধ পান করার পরামর্শ দেওয়া হয়। তবে এই অভ্যাস শিশুদের জন্য ক্ষতিকর নয়। তারা যে কোনও সময় দুধ পান করতে পারে এবং এতে তাদের শরীর পর্যাপ্ত শক্তি পায় ও সুস্থ থাকে। তবে প্রবীণদের সকালে কিছু ছাড়া দুধ পান করা একেবারেই চলবে না।

অস্বাস্থ্যকর খাওয়া-দাওয়া কোষ্ঠকাঠিন্যের সমস্যা বাড়িয়ে দেয়

অস্বাস্থ্যকর খাওয়া- দাওয়া কোষ্ঠকাঠিন্যের সমস্যা বাড়িয়ে তোলে। আজকাল বাচ্চাদের মধ্যেও বাড়ছে কোষ্ঠকাঠিন্যের সমস্যা। পর্যাপ্ত পরিমাণ জল না করা, ফাইবার সমৃদ্ধ খাবার কম খাওয়াই বাচ্চাদের মধ্যে কোষ্ঠকাঠিন্যের সমস্যা বাড়িয়ে তুলছে। সপ্তাহে যদি ৩ বারের কম পায়খানা হয় কিংবা মলত্যাগ করতে গেলে কষ্ট হয়, তখন বুঝতে হবে আপনার সন্তান কোষ্ঠকাঠিন্যে ভুগছে। ছোট বয়স থেকে এই সমস্যা থেকে অভিভাবকদের সচেতন হওয়া জরুরি। কোষ্ঠকাঠিন্যের সমস্যায় সবসময় যে ওষুধ খাওয়ালেই পায়খানা হবে, এমন অভ্যাস বাচ্চাদের মধ্যে গড়ে না তোলাই ভাল। তার চাইতে ঘরোয়া উপায়ে কীভাবে কোষ্ঠকাঠিন্যকে প্রতিরোধ করবেন এবং মলত্যাগে কোনও সমস্যা না হয়, সেদিকে জোর দিন।ডায়েটে ফাইবারের পরিমাণ বৃদ্ধি করুন: বাচ্চা যদি কোষ্ঠকাঠিন্যে ভোগে তাহলে ফাইবার সমৃদ্ধ খাবার বেশি করে খাওয়া। গোটা শস্য, ফল ও শাকসবজি রাখুন ডায়েটে। ফাইবার মলকে নরম করে এবং এতে মলত্যাগে কোনও কষ্ট হয় না।

হাইড্রেট রাখুন: হাইড্রেশন কোষ্ঠকাঠিন্যের সমস্যাকে প্রতিরোধ করে। খেয়াল রাখুন যে আপনার সন্তান পর্যাপ্ত পরিমাণ জল পান করে। হাইড্রেশন মলকে নরম করে দেয় এবং মলত্যাগের প্রক্রিয়াকে সহজ করে দেয়। জলের পাশাপাশি ডাবের জল, ফলের রস এবং তরল জাতীয় খাবার খাওয়ান বাচ্চাকে।

প্রোবায়োটিক সাহায্য করতে পারে: প্রোবায়োটিক হজম স্বাস্থ্য উন্নত করতে এবং অন্ত্রের স্বাস্থ্য বজায় রাখতে সাহায্য করে। প্রোবায়োটিক খাবার হিসেবে বাচ্চাকে দই খাওয়াতে হবে। টক দই খেতে না চাইলে আপনি ফলের সঙ্গে দই মিশিয়েও খাওয়াতে পারেন। রোজ মলত্যাগের অভ্যাস গড়ে তুলুন: ছোট বয়স থেকে রোজ মলত্যাগ করার অভ্যাস গড়ে তুলতে হবে। দিনে অন্তত ১০ মিনিট টয়লেটে সিটে বসানোর অভ্যাস করুন। ছোট বয়স থেকে এই অভ্যাস গড়ে তুলতে কোষ্ঠকাঠিন্যের সমস্যা প্রতিরোধ করা যায় এবং রোজ মলত্যাগের অভ্যাস গড়ে ওঠে। সকালবেলার রুটিন: প্রতিদিন সকালে বাচ্চাকে এক গ্লাস গরম দুধ দিন। পাশাপাশি ৪-৫টা ভেজানো কিশমিশ খাওয়ান। প্রয়োজনে আপনি রাতে ঘুমোতে যাওয়ার আগেও গরম দুধে ঘি মিশিয়ে বাচ্চাকে খাওয়াতে পারেন। আয়ুর্বেদের মতে, এই ঘরোয়া টোটকাগুলো কোষ্ঠকাঠিন্যের সমস্যা দূর করতে সাহায্য করে। যদি গ্যাস, বদহজমের জন্য বাচ্চার মলত্যাগে সমস্যা হয়, তাহলে রাতে পেটে হিং মালিশ করুন। এতে গ্যাস বেরিয়ে যাবে এবং শারীরিক অস্বস্তি কমবে।

বুধবার আগরতলা প্রজ্ঞা ভবনে একদিনের রাজ্যস্তরীয় প্রশিক্ষণের উদ্বোধন করেন সমাজকল্যাণমন্ত্রী টিংকু রায়। ছবি নিজস্ব।

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এআই ডিভাইস, পরিকাঠামোয় ২০০ বিলিয়ন ডলার বিনিয়োগের প্রতিশ্রুতি: বড় ঘোষণা অশ্বিনী বৈষ্ণবের

নয়াদিল্লি, ১৭ ফেব্রুয়ারি (আইএএনএস): দেশের স্কুল-কলেজে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই) প্রযুক্তিভিত্তিক ডিভাইস সরবরাহ করা হবে। পাশাপাশি এআই অবকাঠামো খাতে প্রায় ২০০ বিলিয়ন ডলার বিনিয়োগের প্রতিশ্রুতি মিলেছে। বুধবার এই ঘোষণা করেন কেন্দ্রীয় ইলেকট্রনিক্স ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব।

ভারত-এআই ইমপ্যাক্ট সামিট ২০২৬-এর সাইডলাইনে ইওর স্টোরি-র প্রতিষ্ঠাতা শ্রদ্ধা শর্মা-র সঙ্গে আলোচনায় মন্ত্রী বলেন, শিক্ষার্থীদের হাতে-কলমে নতুন প্রযুক্তি শেখাতে এআই-ভিত্তিক ডিভাইস দেওয়া হবে, যাতে তারা নিজস্ব সমাধান তৈরি করতে পারে এবং উদীয়মান প্রযুক্তির সঙ্গে পরিচিত হয়।

পাঁচ দিনব্যাপী এই সম্মেলনে ১১০টিরও বেশি দেশ ও ৩০টি আন্তর্জাতিক সংস্থা অংশ নিয়েছে। প্রায় ২০ জন রাষ্ট্র বা সরকারপ্রধান এবং ৪৫ জন মন্ত্রী উপস্থিত রয়েছেন বলে জানানো হয়েছে। এআই নীতি, নৈতিকতা, নিয়ন্ত্রক কাঠামো এবং শিল্প ও জনসেবায় উন্নত প্রযুক্তির ভূমিকা নিয়ে বিস্তৃত আলোচনা হচ্ছে।

ভারতের অগ্রগতির কথা তুলে ধরে বৈষ্ণব বলেন, "এআই ও তার পাঁচটি স্তরে দেশ খুব দ্রুত এগোচ্ছে। বিনিয়োগকারী, ভিসি এবং তরুণদের মধ্যে বিপুল আগ্রহ দেখা যাচ্ছে।" তিনি জানান, সম্মেলন চলাকালীন স্বাস্থ্য ও কৃষি উৎপাদনশীলতায় নতুন মডেল উঠে এসেছে, যা বিশ্বকে ভারতের অবদান হিসেবে তুলে ধরা হবে।

মন্ত্রী জানান, অবকাঠামো স্তরে প্রায় ২০০ বিলিয়ন ডলার বিনিয়োগের গতি সঞ্চারিত হয়েছে। পাশাপাশি ডিপ-টেক ও অ্যাপ্লিকেশন স্তরে প্রায় ১৭ বিলিয়ন ডলার প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হয়েছে, যেখানে ভেঞ্চার ক্যাপিটাল সংস্থাগুলির উল্লেখযোগ্য আগ্রহ রয়েছে।

তিনি বলেন, "ভারতের সক্ষমতার উপর বিশ্বের আস্থা রয়েছেজনসংখ্যা-ভিত্তিক পরিসরে এআই সমাধান তৈরি করার ক্ষেত্রে আমরা নতুন উদ্ভাবন আনতে পারব।"

শিক্ষাক্ষেত্রে 'পঞ্চম শিল্পবিপ্লব'-এর জন্য প্রস্তুতির উপর জোর দিয়ে বৈষ্ণব জানান, পাঠ্যক্রম সংশোধন করে শীঘ্রই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে চালু করা হবে। "এআই মিশনের পরবর্তী সংস্করণে আমরা এআই সমাধান ও এআই ডিভাইস সরবরাহ করব, যাতে ছাত্রছাত্রীরা প্রযুক্তি শিখতে ও ব্যবহার করতে পারে। দেশে এআই-র বিস্তার একটি বড় বিষয় হতে চলেছে, " বলেন তিনি।

স্টার্টআপদের সরকারি সহায়তা প্রসঙ্গে মন্ত্রী আশ্বাস দেন, এই যাত্রায় সরকার পাশে থাকবে। তিনি উল্লেখ করেন, বর্তমানে ভারতে ২ লক্ষেরও বেশি স্টার্টআপ রয়েছে, যা এক দশক আগে ছিল মাত্র ৪০০-৫০০টি। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী-র নেতৃত্বে ভারত বিশ্বের শীর্ষ তিন স্টার্টআপ ইকোসিস্টেমের একটি হয়ে উঠেছে বলেও দাবি করেন তিনি।

সেমিকন্ডাক্টর খাত নিয়েও আশাবাদী বৈষ্ণব। তাঁর মতে, আগামী কয়েক বছরে প্রায় ৫০টি ডিপ-টেক স্টার্টআপ গড়ে উঠবে এই ক্ষেত্রে। তিনি আরও জানান, খুব শীঘ্রই ১০টি ইউনিটের মধ্যে একটি থেকে বাণিজ্যিক উৎপাদন শুরু হবে।

এই সম্মেলনের লক্ষ্য 'সর্বজন হিতায়, সর্বজন সুখায়' নীতিকে সামনে রেখে 'এআই ফর হিউম্যানিটি'-র ভাবনাকে এগিয়ে নেওয়া। ২০২৩ সালে যুক্তরাজ্য, ২০২৪ সালে দক্ষিণ কোরিয়া এবং ২০২৫ সালে ফ্রান্সে অনুষ্ঠিত পূর্ববর্তী সম্মেলনের পর এটি চতুর্থ সংস্করণ।

AVERTISEMENT

The Sub-Divisional Disaster Management Authority (SDDMA), Mohanpur invites applications for training of Basic Civil Defence Volunteers for Disaster Management activities.

Eligible male and female candidates aged 18-30 years, possessing good physical fitness and willingness to render voluntary service during natural calamities and allied emergency duties, may submit applications in the prescribed format (Disaster Cell - Contact: 6033464122), along with self-attested copies of relevant documents, to the Office of the Sub-Divisional Magistrate, Mohanpur (Disaster Management Section) on or before 25.02.2026.

Preference shall be given to candidates having swimming skills, considering the importance of such ability in water-related rescue and relief operations.

Shortlisted candidates will be required to appear for interview/physical verification before the Sub-Divisional Level Selection Team at the SDM Office, Mohanpur, on dates to be notified separately. The programme aims to strengthen community-based disaster preparedness and response capacity.

Sl No.	Zone of Applications	Interviews Dates	Time	Venue
1	Bamutia R.D Block	26.02.206	11.30 AM	O/o The SDM Mohanpur
2	Hezamara RD Block			
3	Lefunga R.D Block	27.02.206		
4	Mohanpur Municipal Council			
5	Mohanpur R.D Block			

Your faithfully
(Shri. Sajal Debnath, TCS)
Sub-Divisional Magistrate
Mohanpur West Tripura.

ICA/D-2001/26

T.R.L.R. FORM 29
[See rule 92 (I)
Proclamation of sale of immovable property

Whereas the immovable property described below has been attached for the recovery of Rs. 50,000/- On account of Distraint Warrant case due from Shri Bikash Majumder, S/o Lt Brajendra Majumder resident of Village Bagabasa. Tehsil Nalchar, Thana - Melaghar, Sub-Division plus Rs on account of process fees. In connection with Case No. Special (NDPS) 74 of 2018 arising out of of Agartala GRPS-17 of 2018.

Proclamation is hereby made that unless the total amount aforesaid be paid before the day here in fixed for sale, the said property shall be sold by public auction at residence of Shri Bikash Majumder on 19th February of 2026 by or about 11.00 O'clock.

The sale extends only to the right, title and interest of the said defaulter in the said property.

To
Shri Bikash Majumder. S/o Lt- Brajendra Majumder
of village-Bagabasa, P.S- Melaghar for information and compliance.

Village with J.L. No	Sub-Division Thana, Tehsil	Description	Assessment if Any	Note of Any Known Encumbrance Etc
1	2	3	4	5
T.K. Nalchar Mouja-Bagabasa	Sub-Div : Sonamura Thana-Melaghar Khatian No-1772 Hal No: 3675	Area 0.02 Acres	Class: Nal	

ICA/C-4399/26
Sub- Divisional Magistrate
Sonamura. Sepahijala Tripura

P'NIeT No.:- 144/EE/PNIe-T/MECH.DIVN/AGT/2025-26 Dated:-13/02/2026

The Executive Engineer, Mechanical Division, PWD, Agartala on behalf of the 'Governor of Tripura', invites online item rate e-tender in a single bid system from eligible firms i.e. Original Equipment Manufacturers (OEMs) or OEM-authorized service dealer/channel partners or OEM authorized service providers, duly authorized to supply, install and provide after-sales service for the tendered work, having experience of successfully executed similar works in Government departments/Government Undertakings/Public Sector Undertakings, and having an authorized service center in Tripura during the warranty and maintenance period, for following work:

DNIeT No:	81/EE/DNIeT/MECH.DIVN/AGT/2025-26
Name of Work :	Annual Maintenance Contract (AMC) & incidental repair of Air Conditioning Machines were installed installed in the MCH building at Belonia Sub-Divisional Hospital, Belonia for the year 2025-26
Estimated Cost :	Rs. 3,60,046.00
Time of Completion :	01(one) year
Bid Fee :	Rs. 1,000.00
Earnest Money :	Rs. 7201.00.00
Last date and time of Submission of Bid :	24/02/2026

The bid forms and other details including online activities should be done in the e- procurement portal https://tripuratenders.gov.in The press notice is also available on https://pwd.tripura.gov.in

Executive Engineer
Mechanical Division, Tripura.

ICA/C-4394/26

SHORT NOTICE INVITING c-TENDER NO. 28 /EE(AGRI)/S/2025-26.

Sl No.	Name of the Work	Estimated Cost	Earnest Money (Both online transaction & e-BG is Allowed	Time for Completion	Last date and time for document downloading and bidding	Time and date of Opening of Bid
1	Development of infrastructure facilities of Primary Rural Market at Badarsahab bari Market under Matabari Agri Sub-division, 1 Udaipur Gomati Tripura. / S.H:- Providing Internal Electrification DNIET No: 61/EE/AGRI/SOUTH/2025-2026	Rs. 13,28,830.00	Rs. 26,577.00	120 Days	Upto 4.00 PM on 23/02/2026	At 11.00 PM on 24/02/2026 (If Possible)
2	Development of infrastructure facilities at Tepania Market under Tepania Agri Sub- division, Udaipur Gomati Tripura. /S.H:-Providing Internal Electrification. DNIET No: 62/EE/AGRI/SOUTH/2025-2026	Rs. 12,56,757.00	Rs. 25,135.00			
3	Development of infrastructure facilities at Sonamura Market under Matabari Agri Sub- Gomati Tripura. /S.H:- division, Udaipur Gomati Providing Internal Electrification. DNIET No: 63/EE/AGRI/SOUTH/2025-2026	Rs. 5,49,100.00	Rs. 19,219.00			

Executive Engineer (South)
ICA/C-4389/26 **Department of Agriculture & Farmers Welfare South, Udaipur.**

NOTICE INVITING e-TENDERS

NAME OF WORK: - e-TENDER FOR PROCUREMENT AND SUPPLY OF FURNITURE FOR VETERINARY DISEASE INVESTIGATION (DI) LABORATORY FOR PIU-ARDD, UNDER TRIPURA RURAL ECONOMIC GROWTH AND SERVICES DELIVERY PROJECT (TRESP). THE DETAILS MAY BE SEEN ON THE WEBSITES https://tripuratenders.gov.in and https://ardd.tripura.gov.in

(Dr. N. K. Chanchal, IFS) Director
Animal Resources Development
Government of Tripura

ICA/C-4385/26

//NOTICE INVITING TENDER //

On behalf of the Governor of Tripura the undersigned is hereby invites sealed Tender/Quotation from the bonafied/registered suppliers/ Contractors/ Authorized dealers, Manufactures for supply of (1) QM store items (2) MT spare parts as well as Job Work & Batteries, (3) M.I. Room (Medicines & Surgical) items and (4) Stationery Items during the year 2026-27 to HQr, 3rd Bn Tripura State Rifles, Kachucherra, Kamalpur, Dhalai Tripura.

2. Tender forms, Tender Notice, list of items with specification, Terms & conditions etc. may be collected from The Office of the Commandant, 3rd Bn TSR, Kachucherra, Kamalpur, Dhalai Tripura from 20-02-2026 to 25-02-2026 upto 1700 hrs, during office hours on cash payment of Rs.300/- only for QM store articles, MT spare parts as well as job works & Batteries, M.I Room (Medicines & Surgical) items and Rs.250/- only for Stationery items being the cost of Tender documents as Non-refundable.

3. The tender will be dropped in tender box wef. 26-02-2026 to 08-03-2026 up to 1700 hrs and will be opened on 09-03-2026 at 1100 hrs, if possible.

www.tripurapolice.nic.in
www.tripura.nic.in

ICA/C-4381/26
(Binoy Kishore Debbarma)
Commandant
3rd Bn Tripura State Rifles

ভেঞ্চার স্কুল প্রাদেশিকীকরণে চূড়ান্ত ধাক্কা, পিএমএস পোর্টাল চালু করলেন অসমের মুখ্যমন্ত্রী

গুয়াহাটি, ১৮ ফেব্রুয়ারি (আইএএনএস): অসমে দীর্ঘদিন ধরে ঝুলে থাকা ভেঞ্চার শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলির প্রাদেশিকীকরণ প্রক্রিয়াকে চূড়ান্ত রূপ দিতে বুধবার 'প্রভিন্সিয়ালাইজেশন ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম' (পিএমএস) পোর্টাল চালু করলেন মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা।

লোক সেবা ভবনে ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মটির উদ্বোধন করে মুখ্যমন্ত্রী জানান, এই পোর্টালের মাধ্যমে অ-প্রাদেশিকীকৃত ভেঞ্চার স্কুল ও কলেজ এবং তাদের শিক্ষক-শিক্ষাকর্মীদের আবেদন গ্রহণ, পর্যবেক্ষণ ও নিষ্পত্তি প্রক্রিয়া আরও স্বচ্ছ ও সুশৃঙ্খল হবে।

সরকারি সূত্রে জানানো হয়েছে, ২০১৭ সালের 'অসম এডুকেশন (প্রভিন্সিয়ালাইজেশন অফ সার্ভিসেস অফ টিচার্স অ্যান্ড রি-অর্গানাইজেশন অফ এডুকেশনাল ইনস্টিটিউশনস) আইন', যা ২০২৫ সালে সংশোধিত হয়েছে, তার আওতায় এই পোর্টাল কাজ করবে।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, পিএমএস পোর্টাল চালুর ফলে ভেঞ্চার প্রতিষ্ঠান ও সংশ্লিষ্ট কর্মীদের একটি কেন্দ্রীভূত ডেটাবেস তৈরি হবে। দীর্ঘদিন ধরে প্রাদেশিকীকরণ প্রক্রিয়ায় যে অস্পষ্টতা ও অনিয়মের অভিযোগ ছিল, তা দূর হবে বলেও তিনি দাবি করেন।

নিজের শিক্ষা মন্ত্রী থাকাকালীন সময়ের কথা স্মরণ করে তিনি জানান, ২০১১ সাল থেকে পর্যায়ক্রমে প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও কলেজ স্তরে ৫০ হাজারেরও বেশি শিক্ষককে প্রাদেশিকীকরণ করা হয়েছে। তাঁর মতে, পিএমএস পোর্টাল চালু হওয়ার মাধ্যমে এটি তৃতীয় ও সবচেয়ে বিস্তৃত ধাপ, যার আওতায় ভেঞ্চার এলপি, ইউপি/এমই, হাই স্কুল, উচ্চমাধ্যমিক স্কুল এবং ডিগ্রি কলেজ অন্তর্ভুক্ত থাকবে।

তবে রাজনৈতিকভাবে তাৎপর্যপূর্ণ এক ঘোষণায় মুখ্যমন্ত্রী স্বীকার করেন, বর্তমান বিধি অনুযায়ী সব আবেদনকারী যোগ্য নাও হতে পারেন। এই পরিস্থিতিতে ১৭ ফেব্রুয়ারি উপস্থাপিত ভোট-অন-অ্যাকাউন্ট বাজেটে 'গুরুদক্ষিণা' নামে একটি আর্থিক সহায়তা প্রকল্প আনা হয়েছে বলে তিনি জানান। যাঁদের পরিষেবা প্রাদেশিকীকরণ সম্ভব হবে না, তাঁদের জন্য এই আর্থিক প্যাকেজ প্রযোজ্য হবে।

এছাড়াও তিনি জানান, এমন কর্মীদের অন্যান্য সরকারি চাকরির ক্ষেত্রে প্রতিযোগিতায় এগিয়ে রাখতে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে নম্বর প্রদানের ব্যবস্থাও করা হবে।

মুখ্যমন্ত্রী স্পষ্ট করে দেন, ১ জানুয়ারি ২০০৬-এর আগে প্রতিষ্ঠিত প্রতিষ্ঠানগুলিই কেবল যোগ্য বলে বিবেচিত হবে। আবেদনকারীদের স্বীকৃতিপত্র, জমির নথি, শিক্ষাগত সাফল্যের বিবরণ এবং কর্মীদের যোগ্যতার তথ্য জমা দিতে হবে।

তিনি সকল অংশীজনকে সহযোগিতার আহ্বান জানিয়ে বলেন, আইনগত ও প্রশাসনিক শৃঙ্খলা বজায় রেখেই ভেঞ্চার প্রতিষ্ঠানের কর্মীদের ভবিষ্যৎ সুরক্ষিত করতে সরকার প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

অনুষ্ঠানে শিক্ষা মন্ত্রী রণোজ পেগু, শীর্ষ আধিকারিক ও শিক্ষা পর্ষদের প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন। রাজনৈতিক মহলের মতে, রাজ্যে গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক সময়সীমার আগে শিক্ষকদের সমর্থন সুদৃঢ় করতে এই পদক্ষেপ কৌশলগতভাবে গুরুত্বপূর্ণ।

বোম্বে হাইকোর্টে বিজয় মাল্যের সাফাই কবে ভারতে ফিরবেন বলতে পারছি না

মুম্বই, ১৮ ফেব্রুয়ারি (আইএএনএস): যুক্তরাজ্যভিত্তিক ব্যবসায়ী বিজয় মালিয়া বুধবার বোম্বে হাইকোর্টকে জানিয়েছেন, তিনি কবে ভারতে ফিরবেন তা এই মুহূর্তে নির্দিষ্ট করে বলতে পারছেন না। ইংল্যান্ডের আদালতের আরোপিত বিধিনিষেধের কারণে তিনি দেশ ছাড়তে পারছেন না বলেও জানান।

প্রধান বিচারপতি শ্রী চন্দ্রশেখর ও বিচারপতি গৌতম আঙ্খাদের বেঞ্চে মামলাটির শুনানি হয়। মাল্যর দায়ের করা দুটি আবেদনের প্রেক্ষিতে এই শুনানি অনুষ্ঠিত হয়। এর একটি আবেদনে তাঁকে 'ফিউজিটিভ ইকোনমিক অফেন্ডার' হিসেবে ঘোষণার সিদ্ধান্তকে চ্যালেঞ্জ করা হয়েছে, অন্যটিতে তাঁকে পলাতক ঘোষণা করার আদালতের নির্দেশের বিরোধিতা করা হয়েছে।

মাল্যর পক্ষে সওয়াল করেন জ্যেষ্ঠ আইনজীবী অমিত দেশাই। তিনি সুপ্রিম কোর্টের একাধিক রায়ের উল্লেখ করে বলেন, আবেদনকারী অনুপস্থিত থাকলেও রিট পিটিশনের শুনানি হয়েছে এমন নজির রয়েছে।

দেশাই আদালতে জানান, যুক্তরাজ্যে মাল্যর বিরুদ্ধে প্রত্যর্পণ প্রক্রিয়া চলছে। তিনি সেই প্রক্রিয়া সম্পর্কে অবগত থাকলেও ইংল্যান্ডের আদালতের বাধ্যতামূলক নির্দেশের কারণে দেশ ছাড়তে পারছেন না।

তবে প্রধান বিচারপতি মাল্যর আদালতে হাজির হওয়ার সদিচ্ছা নিয়ে প্রশ্ন তোলেন। তিনি পর্যবেক্ষণ করেন, মাল্য ইংল্যান্ডের আদালতের নির্দেশের উপর নির্ভর করছেন ঠিকই, কিন্তু সেই নির্দেশ চ্যালেঞ্জ করা হয়েছে কি না, সে বিষয়ে স্পষ্ট করছেন না। আদালত জানায়, এ ধরনের নির্ভরতা সার্বিক ছাড়পত্র হিসেবে গ্রহণযোগ্য নয়।

আদালত সলিসিটর জেনারেল তুষার মেহতাকে মাল্যর হলফনামার জবাব দাখিলের নির্দেশ দিয়েছে। একই সঙ্গে দেশাইকেও শুনানিতে করা সমস্ত বক্তব্য বিস্তারিত হলফনামা আকারে জমা দিতে বলা হয়েছে, যাতে কেন্দ্রীয় সরকার তার জবাব দিতে পারে।

পরবর্তী শুনানির জন্য তিন সপ্তাহ সময় দিয়ে বেঞ্চ জানায়, ২০১৯ সাল থেকে মামলাগুলি বিচারাধীন থাকলেও দ্রুত নিষ্পত্তির জন্য আন্তরিক উদ্যোগের অভাব দেখা গেছে। আগামী ১১ মার্চ মামলাটির পরবর্তী শুনানি নির্ধারিত হয়েছে।

অর্থ মন্ত্রকের তথ্য অনুযায়ী, কিংফিশার এয়ারলাইন্সের প্রাক্তন প্রোমোটার মাল্য ২০২৫ সালের ৩১ অক্টোবর পর্যন্ত ঘোষিত ১৫ জন 'ফিউজিটিভ ইকোনমিক অফেন্ডার'-এর মধ্যে অন্যতম। অভিযোগ, তাঁর কর্মকাণ্ডে ভারতীয় ব্যাঙ্কগুলির হাজার হাজার কোটি টাকার ক্ষতি হয়েছে।

এর আগে এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি) আদালতে জানায়, মাল্য ব্যাঙ্কগুলির দাবি অস্বীকার করে হলফনামা দাখিল করেছেন এবং অর্থপাচার সংক্রান্ত মামলাকে পুনরুদ্ধার সংক্রান্ত মামলায় পরিণত করার চেষ্টা করছেন। সংস্থার দাবি, পলাতক ঘোষণার পর এবং লন্ডনে প্রত্যর্পণ প্রক্রিয়া চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছনোর সময়েই তিনি এফইও ঘোষণাকে চ্যালেঞ্জ করেছেন।

অযোধ্যা রাম মন্দিরে পুজো-আরতি-দর্শনের ৩ডি অভিজ্ঞতা, তৈরি হচ্ছে বিশেষ গ্যালারি

অযোধ্যা, ১৮ ফেব্রুয়ারি (আইএএনএস): অযোধ্যার রাম মন্দির অযোধ্যা-এ এবার ভক্তদের জন্য চালু হতে চলেছে পুজো, আরতি ও দর্শনের ৩ডি ভার্চুয়াল অভিজ্ঞতা। মন্দির চত্বরে তৈরি হওয়া মিউজিয়াম কমপ্লেক্সের ভিতরে বিশেষ গ্যালারির মাধ্যমে ১৪টি মন্দিরের পুজো-আর্চনা ও দর্শনকে ত্রিমাত্রিক প্রযুক্তিতে উপস্থাপন করা হবে।

শ্রী রাম মন্দির নির্মাণ কমিটির চেয়ারম্যান নৃপেন্দ্র মিশ্র সাংবাদিকদের জানান, মিউজিয়াম কমপ্লেক্সে একটি বড় গ্যালারি তৈরির বিষয়ে ইতিমধ্যেই আলোচনা হয়েছে এবং আরও একটি বৈঠক হওয়ার কথা রয়েছে।

তিনি বলেন, "একটি বড় গ্যালারি তৈরি করা হচ্ছে, যেখানে ভক্তরা ৩ডি ভিডিওর মাধ্যমে পুজো, আরতি এবং ১৪টি মন্দিরের দর্শনের অভিজ্ঞতা পাবেন। যারা ভিড় বা অন্য কারণে সরাসরি মন্দিরে আসতে পারবেন না, তারাও ভার্চুয়ালি এমন অনুভূতি পাবেন যেন তারা সশরীরে উপস্থিত।"

মিশ্র জানান, অতিরিক্ত ভিড়ের সময় অনেক ভক্ত মন্দিরে প্রবেশ করতে পারেন না। সেই পরিস্থিতিতে এই উদ্যোগ তাঁদের মন্দিরের সঙ্গে মানসিকভাবে যুক্ত রাখবে। একটি বড় সংস্থাকে এই প্রকল্পের কাজ দেওয়া হবে বলেও তিনি জানান।

মিউজিয়াম উন্নয়নের অংশ হিসেবে আরও দুটি গ্যালারি তৈরি করার পরিকল্পনা রয়েছে। একটি গ্যালারিতে গত ৫০০ বছরের আইনি ইতিহাস তুলে ধরা হবে, অন্যটিতে খননকার্যের প্রত্নতাত্ত্বিক প্রমাণ উপস্থাপন করা হবে। মিশ্র বলেন, "খননে যে প্রমাণ মিলেছে এবং এখানে পূর্বে মন্দির ছিলতার তথ্য মানুষ জানতে পারবেন। ইক্ষ্বাকু বংশের প্রাসাদ সম্পর্কিত তথ্যও প্রমাণসহ তুলে ধরার চেষ্টা করা হবে।"

এদিকে, মন্দির উদ্বোধনের পর অযোধ্যার অর্থনীতিতে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন লক্ষ্য করা গেছে। প্রথম ছয় মাসে প্রায় ১১ কোটি ভক্তের আগমন ঘটেছে বলে অনুমান। এতে স্থানীয় ব্যবসায়ীদের আয় পাঁচ গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ ম্যানেজমেন্ট লখনউ (আইআইএম-লখনউ)-এর করা "দ্য ইকোনমিক রেনেসাঁ অব অযোধ্যা: আ কেস স্টাডি অন শ্রী রাম মন্দির" শীর্ষক সমীক্ষায় মন্দির নির্মাণের আগে ও পরের অর্থনৈতিক পরিস্থিতির তুলনামূলক বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

সমীক্ষায় উল্লেখ করা হয়েছে, মন্দির প্রতিষ্ঠার পর প্রথম ছয় মাসে বিপুল সংখ্যক দর্শনার্থীর আগমনে স্থানীয় ব্যবসায় ব্যাপক গতি এসেছে। রাম মন্দির সংলগ্ন এলাকায় সম্পত্তির দাম ৫ থেকে ১০ গুণ বেড়েছে এবং রিয়েল এস্টেটের মূল্য ২৫ থেকে ৪০ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে।হসপিটালিটি ক্ষেত্রেও দ্রুত বৃদ্ধি লক্ষ্য করা গেছে। অযোধ্যায় ১৫০-রও বেশি নতুন হোটেল ও হোমস্টে গড়ে উঠেছে এবং অনলাইন বুকিং প্রায় ৪০০ শতাংশ বেড়েছে বলে প্রতিবেদনে জানানো হয়েছে।

জোট জল্পনা 'ভুয়ো খবর', ২০২৭-এ একাই লড়বে বিএসপি: মায়াবতী

লখনউ, ১৮ ফেব্রুয়ারি (আইএএনএস): ২০২৭ সালের উত্তর প্রদেশ বিধানসভা নির্বাচনে কোনও রকম জোটে যাওয়ার সম্ভাবনা নাকচ করে দিলেন মায়াবতী। বহুজন সমাজ পার্টি (বিএসপি) সুপ্রিমো স্পষ্ট জানিয়ে দিলেন, দল একাই নির্বাচন লড়বে এবং পূর্ণ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জনের লক্ষ্যেই মাঠে নামবে।বুধবার লখনউয়ে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে মায়াবতী বলেন, জোট নিয়ে যে জল্পনা চলছে তা "ভুয়ো খবর", "বিভ্রান্তিকর" এবং রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত প্রচার। তিনি দাবি করেন, একাধিকবার প্রকাশ্যে ঘোষণা করা হয়েছে যে ২০২৭-এর ভোটে বিএসপি নিজেদের শক্তিতেই লড়বে।২০২৫ সালের ৯ অক্টোবর লখনউয়ে দলের প্রতিষ্ঠাতা কাঁশি রাম-এর মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে আয়োজিত মহাসমাবেশের প্রসঙ্গ টেনে তিনি বলেন, সেখানেই স্পষ্টভাবে জানানো হয়েছিল যে কোনও নির্বাচনী জোটে দল আগ্রহী নয়। তাঁর অভিযোগ, বিরোধী দলগুলি ইচ্ছাকৃতভাবে গুজব ছড়াচ্ছে এবং এটি "বিএসপি-বিরোধী ষড়যন্ত্র"-এর অংশ।

কংগ্রেস, সমাজবাদী পার্টি এবং বিজেপিকে নিশানা করে মায়াবতী বলেন, এই দলগুলির নীতি বি.আর. আম্বেদকর-এর আদর্শের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ নয়। তাঁর মতে, এ ধরনের জোট কেবল রাজনৈতিক সুযোগসন্ধানিতা থেকেই করা হয়। অতীতে জোটের অভিজ্ঞতা বিএসপি-র পক্ষে ক্ষতিকর হয়েছে বলেও তিনি দাবি করেন। 'মিশন ২০২৭'-এর আওতায় দলীয় কর্মীরা সংগঠনকে স্বতন্ত্রভাবে শক্তিশালী করার কাজে মনোনিবেশ করেছেন বলে জানান তিনি।

দিল্লিতে টাইপ-৮ বাংলো বরাদ্দ নিয়ে বিতর্কের জবাবে মায়াবতী বলেন, নিরাপত্তাজনিত হুমকির কারণে আগে থেকেই তাঁকে উচ্চ-নিরাপত্তা আবাসন দেওয়া হয়েছিল। ১৯৯৫ সালের ২ জুন লখনউ স্টেট গেস্ট হাউসের ঘটনায় তাঁর নিরাপত্তা শ্রেণি বৃদ্ধি করা হয় বলে উল্লেখ করেন তিনি। বর্তমান বাংলোটি পূর্বে বরাদ্দকৃত ৩, ত্যাগরাজ মার্গের টাইপ-৮ বাংলোর পরিবর্তে দেওয়া হয়েছে বলেও স্পষ্ট করেন।

ভূপেন বরা নৈতিক শক্তি হারিয়েছেন: গৌরব গগৈ

গুয়াহাটি, ১৮ ফেব্রুয়ারি (আইএএনএস): অসম প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির (এপিসিসি) সভাপতি ও লোকসভা সাংসদ গৌরব গগৈ বুধবার প্রাক্তন রাজ্য কংগ্রেস সভাপতি ভূপেন কুমার বোরা-এর বিরুদ্ধে তীব্র আক্রমণ শানালেন। মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা ঘোষণা করেছেন, আগামী ২২ ফেব্রুয়ারি ভূপেন বরা আনুষ্ঠানিকভাবে ভারতীয় জনতা পার্টি (বিজেপি)-তে যোগ দেবেন।এই প্রেক্ষিতে গগৈ বরাকে 'চতুর নেতা' বলে উল্লেখ করে বলেন, কংগ্রেস সম্পর্কে কথা বলার নৈতিক অধিকার তিনি হারিয়েছেন।

"ভূপেন বরা কংগ্রেস নিয়ে কথা বলার নৈতিক শক্তি হারিয়েছেন। তিনি বারবার শপথ করেছিলেন যে কখনও বিজেপিতে যোগ দেবেন না। কিন্তু এখন তিনিই সেই দলে যাচ্ছেন, " মন্তব্য করেন গগৈ।

এছাড়াও মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা সম্প্রতি ভূপেন বরাকে 'হিন্দু নেতা' বলে অভিহিত করায় গগৈ তীব্র অসন্তোষ প্রকাশ করেন। তাঁর অভিযোগ, এ ধরনের মন্তব্য বিভাজনমূলক এবং রাজ্যের রাজনৈতিক পরিসরে সাম্প্রদায়িক মেরুকরণ তৈরির উদ্দেশ্যে করা হচ্ছে।

গগৈ বলেন, "অসমে যখন অন্তর্ভুক্তিমূলক রাজনীতির প্রয়োজন, তখন মুখ্যমন্ত্রী ধর্মের ভিত্তিতে নেতাদের চিহ্নিত করে বিপজ্জনক বার্তা দিচ্ছেন।"

তবে একইসঙ্গে তিনি জানান, ভূপেন বরার কংগ্রেস ছাড়ার সিদ্ধান্ত দলের রাজনৈতিক অবস্থানকে এক অর্থে স্পষ্ট করেছে। তাঁর কথায়, "যাদের আদর্শগত অঙ্গীকার নেই, তারা চলে যেতে পারেন। কংগ্রেস সেইসব নেতাদের নিয়েই এগোবে, যারা দলের মূল্যবোধে বিশ্বাস করেন।"মুখ্যমন্ত্রী শর্মা মঙ্গলবার ঘোষণা করেন, ২০২৬ সালের অসম বিধানসভা নির্বাচনের আগে এটি একটি বড় রাজনৈতিক ঘটনা হতে চলেছে এবং ২২ ফেব্রুয়ারি ভূপেন বরা বিজেপিতে যোগ দেবেন।উল্লেখ্য, গত বছর পর্যন্ত এপিসিসি-র সভাপতি থাকা ভূপেন বরা ইতিমধ্যেই কংগ্রেস থেকে ইস্তফা দিয়েছেন। তাঁর এই সিদ্ধান্তে রাজ্যের রাজনৈতিক মহলে জোর জল্পনা শুরু হয়েছে। যদিও বরা নিজেও প্রকাশ্যে বিজেপিতে যোগদানের সিদ্ধান্ত নিশ্চিত করেছেন, শাসকদলের একাধিক নেতা জানিয়েছেন, তাঁকে দলে নেওয়ার প্রস্তুতি চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে।

এই ঘটনাকে ঘিরে অসমের বিরোধী রাজনীতিতে নতুন করে অস্থিরতা তৈরি হয়েছে বলে রাজনৈতিক মহলের অভিমত।

নারীদের সশক্তিকরণ, মর্যাদা ও অধিকার রক্ষায় কেন্দ্র ও রাজ্য সরকার কাজ করছে: সমাজ কল্যাণ মন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৮ ফেব্রুয়ারি: রাজ্যে কর্মরত মহিলাদের সুবিধার্থে বিভিন্ন জায়গায় ১০টি ওয়ার্কিং ওমেন হোস্টেল তৈরী করা হচ্ছে। নারীদের সশক্তিকরণ, মর্যাদা ও অধিকার রক্ষা এবং দক্ষতা উন্নয়নের জন্য কেন্দ্র ও রাজ্য সরকার বিভিন্ন পরিকল্পনা রূপায়ণ করছে। আগরতলার প্রজ্ঞাভবনে আজ সি-বক্স পোর্টাল বিষয়ক একদিনের রাজ্যস্তরীয় প্রশিক্ষণ কর্মসূচির উদ্বোধন করে সমাজ কল্যাণ ও সমাজ শিক্ষা মন্ত্রী টিংকু রায় একথা বলেন। এই প্রশিক্ষণ কর্মসূচির উদ্যোক্তা সমাজ কল্যাণ ও সমাজ শিক্ষা দপ্তর।

সমাজ কল্যাণ মন্ত্রী বলেন, কর্মক্ষেত্রে নারীদের নিরাপত্তা ও মর্যাদা সুনিশ্চিত করার লক্ষ্যে এই প্রশিক্ষণ কর্মসূচির আয়োজন করা হয়েছে। তিনি শ্রম কোড এবং তাতে অন্তর্ভুক্ত মহিলাদের অধিকার রক্ষার বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন। তিনি আশা প্রকাশ করেন সি-মার্ট''র মাধ্যমে মহিলাগণ আত্মনির্ভরতার দিকে আরও এগিয়ে যাবেন।

অনুষ্ঠানের বিশেষ অতিথি রাজ্য মহিলা কমিশনের চেয়ারপার্সন ঝর্ণা দেববর্মা কর্মক্ষেত্রে নারীদের সুরক্ষা বিষয়ে আলোচনা করেন। তিনি বলেন, কর্মক্ষেত্রে নারীরা যৌন হয়রানির শিকার হলে এই পোর্টালের মাধ্যমে তাদের অভিযোগ লিপিবদ্ধ করতে পারবেন। তিনি আশা প্রকাশ করেন সি-বক্স পোর্টাল কর্মক্ষেত্রে নারীদের সম্মান সুরক্ষিত রাখার ক্ষেত্রে সহায়ক ভূমিকা নেবে। অনুষ্ঠানে সমাজ কল্যাণ ও সমাজ শিক্ষা দপ্তরের সচিব তপন কুমার দাস বলেন, সেক্সুয়াল হ্যারাসমেন্ট ইলেকট্রনিক বক্স পোর্টাল বা সি-বক্স পোর্টাল নারী ও শিশু উন্নয়ন মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে নির্মিত একটি নিরাপদ অনলাইন প্ল্যাটফর্ম।

এই পোর্টালটিতে অভিযোগ লিপিবদ্ধ করার সঙ্গে সঙ্গে তা স্বয়ংক্রিয়ভাবে সংশ্লিষ্ট অভ্যন্তরীণ কমিটির কাছে পৌঁছে যাবে। তাতে দ্রুত অভিযোগের নিষ্পত্তি করা সম্ভব হবে। অনুষ্ঠানে পোশ অ্যাক্ট নিয়ে শপথবাক্য পাঠ করানো হয়। আজ এই প্রশিক্ষণ কর্মসূচিতে আইন বিশেষজ্ঞ সুমিত গোয়েল এবং এনআইসি''র কারিগরি বিশেষজ্ঞ মুকেশ কুমার সিং আলোচনায় অংশ নেন। এই কর্মশালায় বিভিন্ন দপ্তর থেকে প্রতিনিধিগণ অংশ নেন।

বিলোনিয়ায় বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ডে ভস্মীভূত দিনমজুরের বাড়ি, তিন সন্তান নিয়ে দিশেহারা গোপাল মজুমদারের পরিবার

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনিয়া, ১৮ ফেব্রুয়ারি: ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে একমাত্র বসতঘর হারিয়ে পথে বসেছেন দিনমজুর গোপাল মজুমদার। ঘটনাটি ঘটেছে বিলোনিয়া শহরের সুকান্তনগর এলাকায়। আগুনে সম্পূর্ণভাবে ধ্বংস হয়ে গেছে তাঁর বসতবাড়ি। বর্তমানে তিন সন্তানকে নিয়ে চরম অনিশ্চয়তার মধ্যে দিন কাটাচ্ছেন গোপাল মজুমদার ও তার স্ত্রী।

স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, ঘটনার সময় বাড়িতে কেউ উপস্থিত ছিলেন না। আগুন লাগার সঠিক কারণ এখনও স্পষ্ট নয়বিদ্যুতের শর্ট সার্কিট নাকি অন্য কোনও কারণ, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। তবে মুহূর্তের মধ্যে আগুন পুরো ঘরটিকে গ্রাস করে নেয়।

অগ্নিকাণ্ডের খবর পেয়ে দমকল বাহিনী ঘটনাস্থলে পৌঁছালেও ভাঙাচোরা রাস্তার কারণে সরাসরি বাড়ির সামনে পৌঁছাতে পারেনি। অভিযোগ, আধুনিক অগ্নিনির্বাপক সরঞ্জামের অভাবেও আগুন নিয়ন্ত্রণে আনতে দমকল কর্মীরা কার্যত অসহায় হয়ে পড়েন। স্থানীয়দের দাবি, পর্যাপ্ত সরঞ্জাম না থাকায় আগুন নেভানোর কাজে ব্যর্থতা দেখা যায় এবং শেষ পর্যন্ত ঘরটি রক্ষা করা সম্ভব হয়নি।

এলাকাবাসীর একাংশের মতে, ভাঙা রাস্তা ও দপ্তরের অব্যবস্থাপনাই এই বিপর্যয়ের অন্যতম কারণ। মানুষের জীবন ও সম্পত্তি রক্ষার ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট দপ্তরের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। দমকল দপ্তরে আধুনিকতার ছোঁয়া ও উন্নতমানের সরঞ্জাম না থাকায় জরুরি পরিস্থিতিতে কার্যকর পদক্ষেপ নেওয়া কঠিন হয়ে পড়ছে বলে অভিযোগ।

এদিকে, ঘটনার খবর পেয়ে বুধবার সকালে বিলোনিয়ার বিধায়ক দীপঙ্কর সেন এক প্রতিনিধি দল নিয়ে ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের বাড়িতে যান।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

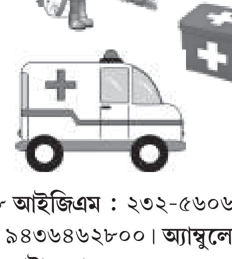

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ **(টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব** অঙ্গীকার ৮৭৯৪৫১৪৩১১, সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা : ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

হেজামারায় বাল্যবিবাহ মুক্ত ভারত অভিযান বিষয়ে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৮ ফেব্রুয়ারি: হেজামারা মাল্টিপারপাস কমিউনিটি হলে আজ বাল্যবিবাহ মুক্ত ভারত অভিযান শীর্ষক জনসচেতনতামূলক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। হেজামারা আইসিডিএস প্রোজেক্ট কার্যালয়ের উদ্যোগে আয়োজিত এই আলোচনা সভার উদ্বোধন করেন শিল্প ও বাণিজ্য দপ্তরের রাষ্ট্রমন্ত্রী বৃষকেতু দেববর্মা। আলোচনাচক্রের উদ্বোধন করে তিনি বলেন, বাল্যবিবাহ মুক্ত ভারত গঠনে সবাইকে এগিয়ে আসতে হবে। তবেই বাল্যবিবাহ প্রতিরোধ করা যাবে। পড়াশুনার পাশাপাশি সমাজসেবামূলক কাজে নিজেদের যুক্ত করতে তিনি ছাত্রছাত্রীদের প্রতি আহ্বান জানান। প্রসঙ্গক্রমে তিনি রাজ্যে পঠন পাঠনের সুযোগ বৃদ্ধিতে রাজ্য সরকারের বিভিন্ন প্রকল্পের কথা উল্লেখ করেন।

অনুষ্ঠানে এছাড়া আলোচনা করেন এডিসি''র কার্যনির্বাহী সদস্য রবীন্দ্র দেববর্মা, মোহনপুর মহকুমার মহকুমা শাসক সজল দেবনাথ, হেজামারা প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রের চিকিৎসক প্রকৃতি বর্ধন, সমাজকল্যাণ ও সমাজশিক্ষা দপ্তরের পশ্চিম জেলা পরিদর্শক দীপক লাল সাহা প্রমুখ। অতিথিগণ তাদের আলোচনায় বাল্যবিবাহ প্রতিরোধে জনসচেতনতা গড়ে তোলার জন্য গুরুত্বারোপ করেন। সভাপতিত্ব করেন হেজামারা বিএসি''র চেয়ারম্যান সুনীল দেববর্মা। স্বাগত বক্তব্য রাখেন হেজামারা আইসিডিএস প্রোজেক্টের সিডিপিও সঞ্জানা দেববর্মা। অনুষ্ঠানে বিভিন্ন বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা সহ অঙ্গনওয়াড়ি কর্মীগণ উপস্থিত ছিলেন।

মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষা ছৈলেংটায় সভা অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৮ ফেব্রুয়ারি: ত্রিপুরা মধ্যশিক্ষা পর্ষদ পরিচালিত আসন্ন মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষা সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ণভাবে সম্পন্ন করার লক্ষ্যে গতকাল লংতরাইভ্যালি মহকুমা শাসকের কনফারেন্স হলে এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন লংতরাইভ্যালি মহকুমার মহকুমা শাসক সুব্রত দাস।

উপস্থিত ছিলেন লংতরাইভ্যালি মহকুমার এসডিপিও পি. রায়, ডিসিএম রতনমনি দেববর্মা, সমীর রঞ্জন চাকমা সহ বিভিন্ন দপ্তরের আধিকারিকগণ। উল্লেখ্য, এবছর এই মহকুমার ছৈলেংটা দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়, মনুঘাট দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয় এবং ৮২ মাইল প্রপার দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়ে এই মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষা গ্রহণ করা হবে।

সভায় পরীক্ষা গ্রহণের জন্য আইন-শৃঙ্খলা, সুপারভাইজিং স্টাফ মোতায়েন, পরীক্ষা কেন্দ্রের নিরাপত্তা, সংশ্লিষ্ট দপ্তর সমূহের মধ্যে সমন্বয় সাধন, যথাযথভাবে পরীক্ষা গ্রহণ ইত্যাদি বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। লংতরাইভ্যালি মহকুমার মহকুমা শাসক সুব্রত দাস পরীক্ষা সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ণভাবে সম্পন্ন করার জন্য মহকুমাবাসীর সহযোগিতা কামনা করেছেন।

কৃষ্ণপুরে বন্য হাতির তাণ্ডব অব্যাহত, রেডিও কলার প্রকল্প ভেস্তে যাওয়ায় ক্ষোভে ফুঁসছে গ্রামবাসী

নিজস্ব প্রতিনিধি, খোয়াই, ১৮ ফেব্রুয়ারি: কৃষ্ণপুর বিধানসভা কেন্দ্রজুড়ে বন্য দাঁতাল হাতির তাণ্ডবে চরম আতঙ্কের পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে। দিন-রাত নির্বিশেষে হাতির দল হানা দিয়ে ফসল নষ্ট করছে, বাড়িঘর ভাঙচুর করছে, এমনকি প্রাণহানির ঘটনাও ঘটছে বলে অভিযোগ স্থানীয়দের। কপালিটিলা, বালুছড়া, উত্তর মহারানী ও কৃষ্ণপুর-সহ একাধিক গ্রামবাসী এখন চরম অনিশ্চয়তার মধ্যে দিন কাটাচ্ছেন।

গ্রামবাসীদের দাবি, দীর্ঘদিন ধরেই এই সমস্যা চললেও স্থায়ী সমাধান মেলেনি। বনদপ্তর বিপুল অর্থ ব্যয় করে বন্য হাতিদের গলায় রেডিও কলার পরানোর উদ্যোগ নিয়েছিল, যাতে তাদের গতিবিধি ট্র্যাক করে আগাম সতর্কবার্তা দেওয়া যায়। কিন্তু সেই প্রকল্প কার্যত ব্যর্থ হয়েছে। বর্তমানে রেডিও কলারগুলি খাঁচাবন্দি অবস্থায় খোয়াই জেলা বনদপ্তরের কার্যালয়ের সামনে পড়ে রয়েছে বলে অভিযোগযা প্রশাসনিক ব্যর্থতার নীরব সাক্ষী হয়ে দাঁড়িয়েছে।

এছাড়া ধর্মনগর থেকে পালক হাতি এনে বন্য হাতিদের গ্রামে ঢোকা রুখতে চেষ্টা করা হলেও তাতেও সাফল্য মেলেনি। স্থানীয়দের অভিযোগ, বন্য হাতির মুখোমুখি হলে পালক হাতিরাই ভয়ে সরে যায়। ফলে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের বদলে আরও অবনতি হয়েছে।

নিয়মিত ফসলহানি, বাড়িঘর ভাঙচুর এবং প্রাণহানির আশঙ্কায় চরম উদ্বেগে রয়েছেন কৃষক ও সাধারণ মানুষ। তাঁদের দাবি, অবিলম্বে কার্যকর ও স্থায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। নচেৎ একসময় সর্বস্বান্ত হয়ে পড়তে হবে বলে আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন অনেকে।

এলাকাবাসীদের একাংশের অভিযোগ, এই গুরুতর সমস্যা নিয়ে এলাকার বিধায়ক তথা জনজাতি কল্যাণ দপ্তরের মন্ত্রী বিকাশ দেববর্মা কার্যত নীরব ভূমিকা পালন করছেন। বহুবার বিষয়টি জানানো হলেও দৃশ্যমান কোনও বাস্তবমুখী পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি বলে ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন তাঁরা।

বর্তমানে কৃষ্ণপুরে হাতির তাণ্ডব শুধু বনদপ্তরের সীমাবদ্ধতাই নয়, প্রশাসনিক উদাসীনতার প্রতীক হিসেবেও দেখা হচ্ছে। বিশেষজ্ঞদের মতে, দ্রুত বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে নজরদারি, সতর্কীকরণ ব্যবস্থা ও ক্ষতিপূরণের কার্যকর ব্যবস্থা না নিলে পরিস্থিতি আরও ভয়াবহ আকার ধারণ করতে পারে। মানুষের জীবন ও জীবিকার সুরক্ষায় জরুরি ভিত্তিতে পদক্ষেপ নেওয়াই এখন সময়ের দাবি।

আগরতলা গভর্নমেন্ট মেডিক্যাল কলেজ ও জিবিপি হাসপাতালের রক্ত সঞ্চালন বিভাগে স্ব রক্ত সঞ্চালন চালু

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৮ ফেব্রুয়ারি: আগরতলা গভর্নমেন্ট মেডিক্যাল কলেজ ও জিবিপি হাসপাতালের রক্ত সঞ্চালন বিভাগে রোগীদের উন্নত ও নিরাপদ চিকিৎসা পরিষেবা প্রদানের লক্ষ্যে স্ব রক্ত সঞ্চালন পরিষেবা চালু করা হচ্ছে। এই আধুনিক পদ্ধতির মাধ্যমে রোগী নিজেই নিজের রক্ত সংরক্ষণ করে ভবিষ্যতে প্রয়োজন অনুযায়ী তা ব্যবহার করতে পারবেন। এই ব্যবস্থায় অপারেশন বা নির্ধারিত অস্ত্রোপচারের পূর্বে রোগীর কাছ থেকে রক্ত সংগ্রহ করে নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে সংরক্ষণ করা হয় এবং প্রয়োজনে সেই রক্তই পুনরায় রোগীকে সঞ্চালন করা হয়। এর ফলে অন্যের রক্ত গ্রহণের প্রয়োজন কমে এবং সংক্রমণ ও অন্যান্য জটিলতার ঝুঁকি উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস পায়।

স্ব রক্ত সঞ্চালনের প্রধান সুবিধাসমূহ হল, অন্যের রক্ত গ্রহণজনিত সংক্রমণের ঝুঁকি (যেমন হেপাটাইটিস, এইচআইভি ইত্যাদি) হ্রাস, রক্তের গ্রুপ অমিল না হওয়ার ঝুঁকি থাকে না, রোগীর ইমিউন প্রতিক্রিয়া ও অ্যালার্জির সম্ভাবনা কম। রক্তের স্বল্পতার সময়েও নিরাপদ বিকল্প হিসেবে এটি কার্যকর। পরিকল্পিত অস্ত্রোপচারের ক্ষেত্রে রোগীর আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধি পায়। তবে কিছু সীমাবদ্ধতাও রয়েছে। যেমন, সব রোগীর ক্ষেত্রে এই পদ্ধতি প্রযোজ্য নয়, বিশেষ করে যাদের হিমোগ্লোবিন কম বা গুরুতর অসুস্থতা রয়েছে। জরুরি অবস্থায় এই ব্যবস্থা সবসময় সম্ভব নয়। সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনায় অতিরিক্ত অবকাঠামো ও প্রশিক্ষণের প্রয়োজন হয়। সময়মতো রক্ত সংগ্রহ ও পরিকল্পনা প্রয়োজন।

এই পরিষেবা চালুর মাধ্যমে আগরতলা গভর্নমেন্ট মেডিক্যাল কলেজ ও জিবিপি হাসপাতাল রাজ্যের রোগীদের জন্য আরও আধুনিক, নিরাপদ ও মানসম্মত চিকিৎসা প্রদানে গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। সংশ্লিষ্ট বিভাগ ইতোমধ্যে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ, যন্ত্রপাতি ও প্রোটোকল প্রস্তুত করেছে এবং খুব শীঘ্রই রোগীরা এই পরিষেবার সুবিধা গ্রহণ করতে পারবেন। রোগী ও সাধারণ জনগণকে প্রয়োজনীয় তথ্য ও পরামর্শের জন্য হাসপাতালের রক্ত সঞ্চালন বিভাগের সাথে যোগাযোগ করার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে। উল্লেখ্য ঋষ্যমুখের বাসিন্দা সুমন বৈদ্য প্রণবানন্দ বিদ্যামন্দিরে কর্মরত। গত ১৩ ফেব্রুয়ারি, ২০২৬ নিজের রক্ত এজিএমসি ব্লাড ব্যাংকে তিনি তার রক্ত পরবর্তী সময়ে তার অপারেশনের কাজে লাগানোর জন্য জমা রাখেন।

ত্রিপুরায় নাগরিকদের হারানো বা চুরি হয়ে যাওয়া মোবাইল হ্যান্ডসেট অনুসন্ধান ও উদ্ধারে দূরসঞ্চার বিভাগের উল্লেখযোগ্য সাফল্য

আগরতলা: ১৮ ফেব্রুয়ারি, ২০২৬: ভারত সরকারের টেলিযোগাযোগ বিভাগ (ডিওটি), সঞ্চার সাথীর অধীনে তার সেন্ট্রাল ইকুইপমেন্ট আইডেন্টিটি রেজিস্টার (সিইআইআর) পোর্টালের মাধ্যমে ত্রিপুরার নাগরিকদের হারিয়ে যাওয়া বা চুরি হওয়া মোবাইল হ্যান্ডসেটগুলি সনাক্ত ও পুনরুদ্ধারে সহায়তা করার ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জন করেছে, একই সাথে এই জাতীয় ডিভাইসগুলির অপব্যবহারের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা জোরদার করা হয়েছে।

রাজ্যে সিইআইআর সুবিধা বাস্তবায়নের পর থেকে, উল্লেখযোগ্য সংখ্যক ব্যবহারকারী তাদের মোবাইল ফোন ব্লক, ট্রেস এবং পুনরুদ্ধারের জন্য পোর্টালের মাধ্যমে অভিযোগ নথিভুক্ত করেছেন। গতকাল ১৭ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ পর্যন্ত ত্রিপুরার সিইআইআর পোর্টালে মোট ৩০৫৪ টি মোবাইল হ্যান্ডসেট হারিয়ে যাওয়া বা চুরি হওয়ার খবর পাওয়া গেছে। এর মধ্যে ৫১৮টি মোবাইল হ্যান্ডসেট সফলভাবে চিহ্নিত ও পুনরুদ্ধার করা হয়েছে, যা এই ব্যবস্থার ক্রমবর্ধমান কার্যকারিতা এবং অংশীদারদের মধ্যে বর্ধিত সমন্বয়কে প্রতিফলিত করে।

সিইআইআর পোর্টালের মাধ্যমে নাগরিকরা নিম্নলিখিত সুবিধা পেতে পারেন :

* হারিয়ে যাওয়া বা চুরি হওয়া মোবাইল ফোন ব্লক করে অপব্যবহার রোধ করা।
* যে কোনও টেলিকম নেটওয়ার্কে ডিভাইস পুনরায় সক্রিয় হলে তা ট্র্যাক এবং পুনরুদ্ধার করা।
* একই প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে পুনরুদ্ধার করা ডিভাইসগুলিকে সহজেই আনব্লক করা।

টেলিকম পরিষেবা প্রদানকারী (টিএসপি) রাজ্য আরক্ষা কর্তৃপক্ষের সক্রিয় সহযোগিতার মাধ্যমে এবং টেলিযোগাযোগ বিভাগের ডিজিটাল পরিষেবা সম্পর্কে জনসচেতনতা বৃদ্ধির মাধ্যমে ত্রিপুরায় সিইআইআর-এর সাফল্য সম্ভব হয়েছে।

সিইআইআর ব্যবস্থা শুধুমাত্র ভোক্তাদের স্বার্থই রক্ষা করে না, মোবাইল-সম্পর্কিত সাইবার অপরাধ দমন, অবৈধ হ্যান্ডসেট ব্যবসা নিরুৎসাহিত করা এবং জাতীয় ডিজিটাল নিরাপত্তা বৃদ্ধিতেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। নাগরিকদের সইআইআর পোর্টালের মাধ্যমে তাদের মোবাইল হ্যান্ডসেটের হারিয়ে যাওয়া বা চুরির বিষয়ে অবিলম্বে রিপোর্ট করতে অনুরোধ করা হচ্ছে।

দূরসঞ্চার বিভাগ নাগরিকদের জন্য নিরাপদ ও সুরক্ষিত টেলিকম পরিষেবা নিশ্চিত করতে এবং ডিজিটাল জনপরিষেবা সম্প্রসারণে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

কেন্দ্রীয় বাজেটের বিরোধিতায় উদয়পুরে গণতান্ত্রিক নারী সমিতির মিছিল, 'জনবিরোধী ও কর্পোরেটমুখী' আখ্যা

আগরতলা, ১৮ ফেব্রুয়ারি: কেন্দ্রীয় বাজেটের প্রতিবাদে বুধবার উদয়পুর মহকুমায় মিছিল সংগঠিত করল ভারতের গণতান্ত্রিক নারী সমিতি। উদয়পুরের জামতলা এলাকা থেকে শুরু হওয়া এই মিছিল শহরের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পথ পরিক্রমা করে পুনরায় জামতলাতেই এসে শেষ হয়।

মিছিল শেষে এক প্রতিবাদ সভার আয়োজন করা হয়। সেখানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে সংগঠনের রাজ্য সম্পাদিকা স্বপ্না দত্ত কেন্দ্রীয় বাজেটকে 'জনবিরোধী' বলে আখ্যা দেন। তাঁর অভিযোগ, এই বাজেট সম্পূর্ণরূপে কর্পোরেটমুখী এবং সাধারণ মানুষের স্বার্থ উপেক্ষা করা হয়েছে।

স্বপ্না দত্ত বলেন, বাজেটে গরিব ও নিম্নবিত্ত মানুষের জন্য কার্যকর কোনও সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা নেই। মূল্যবৃদ্ধি, বেকারত্ব এবং নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসের দাম বৃদ্ধির মতো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলির সমাধানে কোনও সুস্পষ্ট দিশা দেওয়া হয়নি।

সংগঠনের পক্ষ থেকে দাবি করা হয়, কেন্দ্রীয় বাজেটে সামাজিক সুরক্ষা, নারী উন্নয়ন এবং কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে আরও কার্যকর পদক্ষেপ নেওয়া উচিত ছিল। বক্তারা বলেন, দেশের বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর আর্থিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করার পরিবর্তে বড় কর্পোরেট সংস্থাগুলির স্বার্থকেই অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে।

উদ্বোধন হল চড়িলাম-চেছুড়িমাই সিলোটিয়া মুড়া এলাকার মুক্তিযোদ্ধা সরণী রাস্তা

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম, ১৮ ফেব্রুয়ারি: কঁচিকাচা শিশুদের হাতে ফিতা কেটে উদ্বোধন হলো চড়িলাম- চেছুড়িমাই সিলোটিয়া মুড়া এলাকার মুক্তিযোদ্ধা সরণী রাস্তার। উক্ত অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন চড়িলাম মন্ডল সভাপতি তাপস দাস, চেছুড়িমাই এলাকার গাম প্রধান প্রদীপ দেবনাথ, চড়িলাম পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারপার্সন খেলা ভৌমিক সহ অন্যান্য অতিথিবর্গরা ও বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ গিরিধারি দেবনাথ সহ এলাকার আগত জনগণ।

এই এলাকার বহুদিনের স্বপ্ন ছিল রাস্তাটি পিজের রাস্তায় পরিবর্তন হোক। কিন্তু বিগত বাম আমল থেকে রাস্তাটি দিয়ে আসা-যাওয়া করতে বহু সমস্যা সম্মুখীন হতে হতো। কাঁচা রাস্তা হওয়ায় বর্ষাকালে ছোট-বড় যানবাহন থেকে শুরু করে পথ চলতি মানুষের চরম দুর্দশায় চলতে হতো।

বুধবার মুক্তি যোদ্ধাদের স্মরণে চড়িলাম নতুন নামকরণ করা হয় 'মুক্তিযোদ্ধা সরণি ' এনএইস এইট রাস্তা পরিমল চৌমুহনী হইতে লোকনাথ সংঘ সিলিটিয়ামুড়া পর্যন্ত পিছ দিয়ে নতুন রাস্তায় রূপান্তরিত করা হয়। চড়িলাম মন্ডল সভাপতি তাপস দাস সাংবাদিকদের জানান ১৯৭১ সালে এই সিলেটিয়ামুড়ায় বাংলাদেশের সৈনিকদের প্রশিক্ষণ দেওয়া এই হতো। তারই কারণে এই নতুন রাস্তার নামকরণ করা হয় 'মুক্তিযোদ্ধা সরণি।'

বিশ্রামগঞ্জ বড়জলা গ্রামের ৫ নং ওয়ার্ডে দীর্ঘদিনের পানীয় জলের সংকট, স্থায়ী সমাধানের দাবিতে ক্ষুব্ধ এলাকাবাসী

আগরতলা, ১৮ ফেব্রুয়ারি: দীর্ঘদিন ধরে তীব্র পানীয় জলের সমস্যায় ভুগছেন বিশ্রামগঞ্জ বড়জলা গ্রামের ৫ নং ওয়ার্ডের বাসিন্দারা। স্থানীয়দের অভিযোগ, এলাকায় পানীয় জলের একটি নির্দিষ্ট উৎস থাকলেও সেই জল পানের উপযোগী নয়। ফলে চরম ভোগান্তির শিকার হচ্ছেন সাধারণ মানুষ, বিশেষ করে যেসব পরিবার সম্পূর্ণভাবে ওই জলের উৎসের উপর নির্ভরশীল।এলাকাবাসীদের অভিযোগ, বহুবার সংশ্লিষ্ট দপ্তরে বিষয়টি জানানো হলেও এখনও পর্যন্ত স্থায়ী কোনো সমাধান মেলেনি। জলের গুণমান এতটাই খারাপ যে তা পান করলে অসুস্থ হয়ে পড়ার আশঙ্কা রয়েছে। ফলে বাধ্য হয়ে প্রতিবেশীদের বাড়ি থেকে জল সংগ্রহ করে দৈনন্দিন চাহিদা পূরণ করতে হচ্ছে। কিন্তু প্রতিদিন এভাবে অন্যের উপর নির্ভর করে চলা অত্যন্ত কঠিন হয়ে পড়েছে বলে জানান বাসিন্দারা। এক স্থানীয় গৃহবধূর কথায়, তাদের পান করার মতো জল নেই। রান্না, ধোয়া-মোছা সবকিছুর জন্যই অন্যের বাড়ি থেকে জল আনতে হচ্ছে। প্রতিদিন এভাবে চলা সম্ভব নয়। আরেকজন বাসিন্দা বলেন, সামনেই গরমকাল। তখন পরিস্থিতি আরও ভয়াবহ হয়ে উঠবে। এখনই যদি ব্যবস্থা না নেওয়া হয়, তাহলে বড় সমস্যায় পড়ার আশঙ্কা করছেন তারা।

স্থানীয়দের আশঙ্কা, গ্রীষ্মকাল শুরু হলে জলের চাহিদা বহুগুণ বেড়ে যাবে। সেই সময় পরিস্থিতি আরও সংকটজনক হয়ে উঠতে পারে। তাই অবিলম্বে প্রশাসনের হস্তক্ষেপ কামনা করছেন তারা। এলাকায় পরিশ্রুত পানীয় জলের স্থায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ, নতুন টিউবওয়েল বসানো অথবা বিকল্প জলের সংযোগ দেওয়ার দাবিও উঠেছে।তবে এলাকাবাসীর দাবি, দ্রুত পদক্ষেপ না নিলে তারা বৃহত্তর আন্দোলনের পথেও হাঁটতে বাধ্য হবেন। এখন দেখার, প্রশাসন কত দ্রুত সমস্যার সমাধানে এগিয়ে আসে এবং বিশ্রামগঞ্জ বড়জলা গ্রামের ৫ নং ওয়ার্ডের বাসিন্দাদের দীর্ঘদিনের এই দুর্ভোগের অবসান ঘটায়।

আগরতলায় উবের বাইক পরিষেবা অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধের ঘোষণা, 'বাইক সেভার সার্ভিস' বাতিলের দাবিতে বিক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৮ ফেব্রুয়ারি: 'বাইক সেভার' সার্ভিস সম্পূর্ণভাবে বাতিল না করা হলে অনির্দিষ্টকালের জন্য পরিষেবা বন্ধ রাখা হবেএই ঘোষণা করলেন আগরতলা শহরের উবের বাইকাররা। বুধবার থেকে উবের বাইক পরিষেবা বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন তারা। বুধবার আগরতলা শহরের হেরিটেজ পার্ক সংলগ্ন এলাকায় প্রায় ২০০-রও বেশি উবের বাইকার একত্রিত হয়ে প্রতিবাদ কর্মসূচিতে সামিল হন। সেখানে সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে তারা একাধিক অভিযোগ তুলে ধরেন।

উবের বাইকারদের দাবি, স্মার্ট সিটি প্রকল্পের কাজ চলাকালীন শহরের বহু রাস্তাঘাট বর্তমানে অত্যন্ত খারাপ অবস্থায় রয়েছে। এমন পরিস্থিতির মধ্যেও তারা নিয়মিত পরিষেবা দিয়ে যাচ্ছেন। কিন্তু বিকে রোডের বনমালীপুরস্থিত উবের অফিস থেকে কোনওরকম প্রয়োজনীয় সহযোগিতা বা সহানুভূতি পাচ্ছেন না বলে অভিযোগ তাদের।

প্রতিবাদকারীদের বক্তব্য, 'বাইক সেভার' সার্ভিস চালু হওয়ার পর থেকেই তাদের আয় ব্যাপকভাবে কমে গেছে। এই পরিষেবার কারণে ভাড়ার পরিমাণ কমে যাওয়ায় চালকদের উপার্জনে বড় ধাক্কা লেগেছে। দীর্ঘদিন ধরে বিষয়টি কর্তৃপক্ষকে জানানো হলেও সংশ্লিষ্ট আধিকারিকরা কোনও কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করেননি বলেও অভিযোগ করেন তারা।

এছাড়াও তাদের দাবি, পার্শবর্তী রাজ্যগুলির তুলনায় ত্রিপুরায় উবের চালকেরা অনেক কম পারিশ্রমিক পান। জ্বালানির দাম বৃদ্ধি, গাড়ির রক্ষণাবেক্ষণ খরচ ও অন্যান্য ব্যয়ভার বহন করতে গিয়ে তারা আর্থিকভাবে চাপে পড়ছেন। এই পরিস্থিতিতে 'বাইক সেভার' সার্ভিস সম্পূর্ণভাবে বাতিল না করা পর্যন্ত অনির্দিষ্টকালের জন্য পরিষেবা বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন উবের বাইকাররা।

দশ রাজ্যে ৩৭টি

● প্রথম পাতার পর

তুলসি, এন.আর. এলাঙ্গো, অমরেন্দ্র ধারি সিং এবং কিরণ চৌধুরী। কমিশন জানিয়েছে, নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যেই সম্পূর্ণ নির্বাচন প্রক্রিয়া শেষ করা হবে এবং সমস্ত নির্দেশিকা কঠোরভাবে মেনে চলা হবে, যাতে রাজ্যসভা নির্বাচনের স্বচ্ছতা ও মর্যাদা অক্ষুণ্ণ থাকে।

বিধানসভা অধিবেশন

● প্রথম পাতার পর

উপস্থিতিতে ২০২৫—২৬ অর্থবর্ষের বাজেট বক্তৃতায় ঘোষিত নানা সিদ্ধান্তের বাস্তবায়ন নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

আগামী মাসে নির্ধারিত বাজেট অধিবেশনের আগে এই বৈঠক বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করা হচ্ছে। নতুন ২০২৬—২৭ অর্থবর্ষের বাজেট পেশের আগে আগের বাজেটে দেওয়া প্রতিশ্রুতিগুলির বাস্তব অবস্থা পর্যালোচনা করতেই এই উদ্যোগ বলে সূত্রের খবর।

টাকা ভর্তি ব্যাগ থানায় জমা

● প্রথম পাতার পর

সৎ মানুষের উপস্থিতিই এখনও আশা জাগায়। বর্তমান সময়ে যখন প্রায়ই অসততা ও প্রতারণার খবর সামনে আসে, তখন গৌড় মালাকারের মতো সাধারণ মানুষের এই উদ্যোগ নিঃসন্দেহে সমাজের কাছে এক অনুপ্রেরণার বার্তা বহন করে।

জয়পুরে উচ্ছেদ ১৯ পরিবারের

● প্রথম পাতার পর

জানাচ্ছেন। এই অভিযোগকে ঘিরে এলাকায় উত্তেজনা ছড়িয়েছে। অন্যদিকে, উচ্ছেদকৃত ১৯টি পরিবার এই অভিযোগ সম্পূর্ণ অস্বীকার করেছে। তাদের বক্তব্য, তারা শান্তিপূর্ণভাবে বসবাস করতে চায় এবং কারও কোনও ক্ষতি করার উদ্দেশ্য নেই। একই সঙ্গে, আগে যারা ওই সরকারি জায়গাটি ব্যবহার করতেন তারাও নিজেদের বক্তব্য তুলে ধরে প্রশাসনের হস্তক্ষেপ কামনা করেছেন।

কয়লা সঙ্কটে বিপর্যস্ত ইটভাটা

● প্রথম পাতার পর

কার্যকর পদক্ষেপের অভাব রয়েছে বলে দাবি তাঁর। তিনি বলেন, রাজ্যে উন্নয়নমূলক প্রকল্পে গতি না থাকায় ইটের চাহিদাও কমে গেছে, যা শিল্পের ওপর অতিরিক্ত চাপ সৃষ্টি করেছে। এছাড়াও তিনি সরকারের বিরুদ্ধে আর্থিক স্বচ্ছতা নিয়ে প্রশ্ন তোলেন।

রাজ্যের একাধিক ইট ভাটা কয়লা সরবরাহের অভাবে বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। কিন্তু রাজ্যে সরকার সমস্যা সমাধানে কোনো উদ্যোগ নিচ্ছে না। আসলে রাজ্যে সরকার আছে কিনা অনুভব হচ্ছে না। সরকারের উদাসীনতার বিরুদ্ধে এমনটাই অভিযোগ তুলে শ্রম দপ্তরের সামনে বিক্ষোভে সামিল হয়েছে সিটু।

এদিন শংকর প্রসাদ দত্ত বলেন হয়, ২০১৮ সালের পর থেকে ত্রিপুরায় ইট ভাটা একের পর বন্ধ হয়ে পড়ছে। বর্তমানে সেসমস্ত ইট ভাটাগুলো রয়েছে তাও কয়লা সরবরাহের অভাবে বন্ধের মুখে এসে দাঁড়িয়েছে। রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে ইট ভাটা মালিকরা কোনও পূর্ব নোটিস ছাড়াই ভাটা বন্ধ করে দিচ্ছেন। এর ফলে শত শত শ্রমিক ও তাঁদের পরিবার চরম আর্থিক সংকটের মুখে পড়েছেন।

তাঁর আরও অভিযোগ করেন, দীর্ঘদিন ধরে শ্রম দপ্তরের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হলেও সরকার ও প্রশাসনের পক্ষ থেকে কার্যকর কোনও পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি। আসলে রাজ্যে সরকার আছে কি না তাই বোঝা যাচ্ছে না।

শহর আগরতলায়

● প্রথম পাতার পর

১৫ এমভিএ ক্ষমতা থাকলেও নতুন দুটি ১৬ এমভিএ ট্রান্সফরমার বসানোর পর এই সাব স্টেশনের মোট ক্ষমতা বেড়ে দাঁড়াবে ৩২ এমভিএ। ফলে ভবিষ্যতে শহরের ক্রমবর্ধমান বিদ্যুৎ চাহিদা আরও সহজ ও সুনিয়ন্ত্রিত ভাবে পূরণ করা সম্ভব হবে। পাশাপাশি ভোল্টেজ নিয়ন্ত্রণেও উল্লেখযোগ্য উন্নতি ঘটবে বলে জানিয়েছে বিদ্যুৎ নিগম। শুধু প্রগতি বা এনএসআরসিসি নয়, বাধারঘাট স্টেডিয়াম সাব স্টেশনেও ক্ষমতা বৃদ্ধির কাজ হাতে নেওয়া হয়েছে। সেখানে বর্তমানে থাকা দুটি ৭.৫ এমভিএ ট্রান্সফরমারের পাশাপাশি খুব শীঘ্রই ১৬ এমভিএ ক্ষমতাসম্পন্ন নতুন ট্রান্সফরমার বসানো হবে। এই প্রকল্প সম্পূর্ণ হলে সংশ্লিষ্ট এলাকার বিদ্যুৎ সরবরাহ আরও স্থিতিশীল হবে বলে আশা প্রকাশ করেছে নিগম কর্তৃপক্ষ। বিদ্যুৎ নিগমের ব্যবস্থাপক অধিকর্তা বিশ্বজিৎ বসু জানান, গত তিন বছরে আগরতলা শহরে প্রতি বছর গড়ে ১৫ থেকে ২০ শতাংশ হারে বিদ্যুতের লোড বৃদ্ধি পাচ্ছে। এই পরিস্থিতিতে ভবিষ্যৎ চাহিদা মাথায় রেখে পরিকল্পিতভাবে পরিকাঠামো উন্নয়নের কাজ এগিয়ে নেওয়া হচ্ছে। তিনি বলেন, এই সংস্কার কর্মসূচি সফলভাবে সম্পন্ন হলে শহরের বিদ্যুৎ পরিষেবায় দীর্ঘমেয়াদী ইতিবাচক পরিবর্তন আসবে। কাজ চলাকালীন সময়ে সংশ্লিষ্ট এলাকাগুলিতে বিকল্প ব্যবস্থার মাধ্যমে বিদ্যুৎ সরবরাহ সচল রাখার সর্বাত্মক প্রচেষ্টা জারি রাখা হয়েছে। তবে মূল বিদ্যুৎ পরিবাহী লাইনে কাজ চলার কারণে কিছু কিছু এলাকায় সাময়িক বিদ্যুৎ বিভ্রাট দেখা দিতে পারে বলেও জানানো হয়েছে।

এই পরিস্থিতিতে শহরের বিদ্যুৎ গ্রাহকদের সহযোগিতা কামনা করেছে নিগম কর্তৃপক্ষ। বিদ্যুৎ নিগমের ব্যবস্থাপক অধিকর্তা বিশ্বজিৎ বসু আরো জানান, আগরতলা শহরে এই সংস্কার কার্যক্রম সফলভাবে সম্পন্ন হওয়ার পর ধাপে ধাপে অন্যান্য জেলা ও মহকুমা শহরেও একই ধরনের উদ্যোগ নেওয়া হবে। বিদ্যুৎ ব্যবস্থাকে আরও আধুনিক ও নির্ভরযোগ্য করে তুলতে ভবিষ্যতেও একাধিক উন্নয়নমূলক প্রকল্প গ্রহণ করা হবে বলেও তিনি জানিয়েছেন।

মান রেখেছে বনমালীপুর রাজ্য ক্রিকেটে বিসিসি সেরা

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। মান রেখেছে বনমালীপুর। রাজ্য চ্যাম্পিয়নের গৌরব অর্জন করেছে বনমালীপুর ক্রিকেট ক্লাব তথা বিসিসি। ফিফটি ফিফটি চান্স ছিল। ব্যাটিং অর্ডার পরিবর্তন করে মোহনপুর ঝুঁকি নিয়েছিল। প্রথম ইনিংসে বিসিসি-র তানিস্ক চক্রবর্তী চারটি উইকেট পেয়েছিল। দ্বিতীয় ইনিংসে পেয়েছে মাত্র একটি উইকেট। সেটি নির্ভরযোগ্য ব্যাটসম্যান ইষ্ট দেবনাথের। ম্যাচের টার্নিং পয়েন্ট সেখানেই। মোহনপুরের পান্থর দেববর্মা ২ ইনিংসে ১১ উইকেটের দখল নিলেও শেষ পর্যন্ত তা কাজে আসেনি। ব্যাটার্সরা তেমন জ্বলে উঠতে পারেনি। পাশাপাশি বিসিসি-র আকাশ, অতনু, সাগর ও তানিশকের সম্মিলিত বোলিং দাপট মোহনপুরের ব্যাটিং দৌরাত্ম্য থামিয়ে দেয়। দুরন্ত জয় ছিনিয়ে বাজিমাৎ করে দেয় বনমালীপুর ক্রিকেট ক্লাব। ত্রিপুরা ক্রিকেট এসোসিয়েশন আয়োজিত অনূর্ধ ১৮ রাজ্য ক্রিকেটের ফাইনাল ম্যাচে প্রতিপক্ষ মোহনপুরকে ৯১ রানের ব্যবধানে পরাজিত করে বনমালীপুর ক্রিকেট ক্লাব তথা বিসিসি চ্যাম্পিয়ন শিরোপা অর্জন করে নিয়েছে। সোমবারে শুরু হওয়া ম্যাচে টস জিতে বিসিসি প্রথমে ব্যাটিংয়ের সিদ্ধান্ত নেয়। ৫৬ ওভার ৪ বল খেলে ১৪১ রান সংগ্রহ করলে জবাবে মোহনপুর দুদিন মিলিয়ে খেলে ৬৪ ওভারে ১১৯ রান সংগ্রহ করতে সক্ষম হয়। ২১ রানে লিড নিয়ে খেলা শুরু করে ৫৭ ওভার তিন বল খেলে ১৭৮ রান সংগ্রহ করলে মোহনপুরের সামনে জয়ের জন্য লক্ষ্য মাত্রা দাঁড়ায় ২০১ রানের। আজ, বুধবার ম্যাচের তৃতীয় তথা অন্তিম দিনের খেলায় মোহনপুর দিনভর ৯০ ওভার, ১০ উইকেট, টার্গেট ২০১ রান। সব কিছু ঠিক থাকলেও বিসিসি-র বোলারদের বোলিং দাপটে মোহনপুর শেষ রক্ষা করতে পারেনি। ৬৯ ওভার ২ বল খেলে যথেষ্ট দৃঢ়তাপূর্ণ ব্যাটিং এর পরিচয় দিলেও বিসিসি-র বোলারদের পাশাপাশি ফিল্ডারদের সম্মিলিত অ্যাটাকে মোহনপুর পরাজয় স্বীকার করে নেয়। ৬৯ ওভার দুই বল খেলে মোহনপুরের দ্বিতীয় ইনিংস ১০৯ রানে শেষ হলে বিসিসি ৯১ রানের ব্যবধানে জয় ছিনিয়ে নেয়। শহরের ১৪টি ক্লাব এবং সারা রাজ্যের ১৮ টি সাব ডিভিশন সব মিলে ৩২ টি দলের মধ্যে আয়োজিত এই রাজ্য টুর্নামেন্টে শেষ পর্যন্ত শহরের বনেদি বনমালীপুর ক্রিকেট ক্লাব তথা বিসিসি চ্যাম্পিয়নের খেতাব পেয়েছে। তিন দিনের ফাইনাল খেলায় ব্যাটিংয়ের তালিকায় বিসিসি-র অর্কজিৎ সাহার ৮৪ রান, মৈনাক সাহার ৫৮ রান এবং মোহনপুরের জয়ন্ত বিশ্বাসের ৪৭ রান উল্লেখযোগ্য। বোলিংয়ে পান্থর দেববর্মা প্রথম ইনিংসে ৪৩ রানে সাতটি এবং দ্বিতীয় ইনিংসে ৪৬ রানে চারটি উইকেট দখল উল্লেখযোগ্য। বিসিসির তানিশক চক্রবর্তী প্রথম ইনিংসে ২১ রানে চারটি উইকেট পায়। দুর্দান্ত বোলিং পারফরম্যান্সের সৌজন্যে তানিশক চক্রবর্তী পেয়েছে প্লেয়ার অব দ্যা ম্যাচের খেতাব।

দিল্লি জয় ও হ্যাটট্রিক অধরা ত্রিপুরার জাতীয় মহিলা ক্রিকেটে এলিটে ৫ম স্থান

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। দিল্লি জয় আর হলো না। অধরা রয়ে গেলো জয়ের হ্যাটট্রিক। সিনিয়র মহিলা ক্রিকেট দলের। তবে গোয়া এবং সৌরাষ্ট্রের মতো দুটি দলকে হারানোর মধ্য দিয়ে ত্রিপুরার সিনিয়র মহিলা ক্রিকেট দল দারুন একটা প্রত্যাশার বার্তা দিতে সক্ষম হয়েছে। অন্তিম ম্যাচে ঝুমকি দেবনাথের দুর্দান্ত শতক শেষ পর্যন্ত কাজে এলোনা। বিসিসিআই আয়োজিত সিনিয়র মহিলা এক দিবসীয় ট্রফি এলিট সি গ্রুপের সপ্তম তথা অন্তিম রাউন্ডের খেলায় দিল্লি ৩৬ রানের ব্যবধানে ত্রিপুরাকে পরাজিত করেছে। এক কথায় পরাজয় দিয়ে লীগ অভিযান সম্পন্ন করলেও সৌরাষ্ট্র, হায়দ্রাবাদ, গোয়াকে ছাপিয়ে পঞ্চম স্থান অর্জন করে ত্রিপুরার সিনিয়র মহিলা ক্রিকেটাররা এবার ঘরে ফিরে আসছেন। রাঁচিতে টৌরিয়ান ওয়ার্ল্ স্কুল গ্রাউন্ডে সকালে ম্যাচ শুরুতে টস জিতে দিল্লির দলনেত্রী সনি যাদব প্রথমে ব্যাটিং এর সিদ্ধান্ত নেয়। নির্ধারিত ৫০ ওভারে নয় উইকেট হারিয়ে ২৮৬ রান সংগ্রহ করে। দলের পক্ষে ওপেনার প্রজ্ঞা রাওয়াতের ৪৯ রান, আয়ুশি সনি-র ৬৯ রান, তানিশা সিংয়ের ৪০ রান উল্লেখযোগ্য। ত্রিপুরা দলের নিকিতা দেবনাথ ৩৩ রানে এবং অন্নপূর্ণা দাস ৩৬ রানে দুটি করে উইকেট পেয়েছিলেন। পূজা আচার্য, রেশমা নায়েক, রোহিনী মানে ও তামান্না নিগম প্রত্যেকে একটি করে উইকেট পেয়েছেন। পাল্টা ব্যাট করতে নেমে ত্রিপুরা দলও নির্ধারিত ৫০ ওভার ব্যাট করতে সক্ষম হলেও নয় উইকেট হারিয়ে ২৫০ রান সংগ্রহ করতে সক্ষম হয়। দলের পক্ষে ঝুমকি ১২২ বল খেলে ১৩ টি বাউন্ডারি হাঁকিয়ে সর্বাধিক ১০০ রান সংগ্রহ করে। ত্রিপুরা দল এই টুর্নামেন্টে আজকেই সর্বাধিক আড়াইশো রান পায়। পাশাপাশি ত্রিপুরার পক্ষে একমাত্র সেঞ্চুরি আজই হয়েছে ঝুমকির হাত ধরে। দলনেত্রী ঋজু সাহার ৪১ রানও কিছুটা উল্লেখ করার মতো। দিল্লির বোলার সনি যাদব ৩৯ রানে এবং নাজমা ৬৪ রানে তিনটি করে উইকেট পেয়েছেন। দীক্ষা ও তানিশা সিং পেয়েছে একটি করে উইকেট। দুর্দান্ত অলরাউন্ড পারফরম্যান্সের সৌজন্যে দিল্লির আয়ুশী সনি পেয়েছে প্লেয়ার অব দ্যা ম্যাচের খেতাব।

এবারকার রঞ্জি ট্রফির ফাইনালে কর্ণাটক খেলবে জম্মু-কাশ্মীরের বিরুদ্ধে

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। এবারকার রঞ্জিত ট্রফির ফাইনাল ম্যাচ অনুষ্ঠিত হচ্ছে ২৪ থেকে ২৮ ফেব্রুয়ারি। ফাইনালে খেলার জন্য একদিকে জম্মু-কাশ্মীর নিজেদের অবস্থান নিশ্চিত করে নিয়েছে, বেঙ্গলকে ছয় উইকেটে হারিয়ে। অপরদিকে দ্বিতীয় ফাইনালিস্ট কোনদল হচ্ছে তা নির্ভর করছে লখনৌতে দ্বিতীয় সেমিফাইনালে কর্ণাটক বনাম উত্তরাখণ্ডের ম্যাচের ফলাফলের উপর। আগামীকাল বৃহস্পতিবার এই ম্যাচের পঞ্চম তথা অন্তিম দিনের খেলা অনুষ্ঠিত হচ্ছে। চতুর্থ দিনের খেলা শেষে কর্ণাটক ৮০২ রানে এগিয়ে রয়েছে। প্রথম ইনিংসে ৫০৩ রানে লিড নিয়ে কর্ণাটক ফাইনালের দোরগোড়ায় পৌঁছে রয়েছে। এখন শুধু সময়ের অপেক্ষায়। নিশ্চিতভাবেই বলা যাচ্ছে এবারকার রঞ্জি ফাইনালে কর্ণাটক এবং জম্মু-কাশ্মীর পরস্পরের মুখোমুখি হবে। পশ্চিমবঙ্গের কল্যাণীতে বেঙ্গল ক্রিকেট একাডেমি গ্রাউন্ডে অনুষ্ঠিত সেমিফাইনাল ম্যাচে জম্মু-কাশ্মীর ছয় উইকেট এর ব্যবধানে বেঙ্গল (পশ্চিমবঙ্গ) কে হারিয়ে ফাইনালের ছাড়পত্র পেয়েছে। সোমবারে শুরু হওয়া ম্যাচে বেঙ্গল প্রথম ইনিংসে ৩২৮ রান সংগ্রহ করলে জবাবে জম্মু-কাশ্মীরের প্রথম ইনিংস শেষ হয় ৩০২ রানে। ২৬ রানে লিড নিয়ে বেঙ্গল দ্বিতীয় ইনিংস শুরু করলে জম্মু-কাশ্মীরের আকিব নাবি ও সুনীল কুমারের বোলিং দাপটে বাংলার ব্যাটিং লাইনআপ আচমকা থেমে যায়। ২৫ ওভার এক বল খেলে ৯৯ রানে বেঙ্গলের দ্বিতীয় ইনিংস শেষ হলে জম্মু-কাশ্মীর জয়ের প্রয়োজনীয় রান সংগ্রহ করে নেয় চার উইকেট হারিয়ে ৩৪ ওভার ৪ বল খেলে। এদিকে লখনৌতে ভারতরত্ন অটল বিহারী বাজপেয়ি স্টেডিয়ামে অপর সেমিফাইনালে কর্ণাটকের গড়া ৭৩৬ রানের প্রথম ইনিংসের জবাবে উত্তরাখণ্ড প্রথম ইনিংস শেষ করে ২৩৩ রানে। ৫০৩ রানে লিড নিয়ে কর্ণাটক দ্বিতীয় ইনিংসের খেলা শুরু করে চতুর্থ দিনের খেলা শেষ হওয়া পর্যন্ত সময়ে ৬৩ ওভার ৫ বল খেলে ছয় উইকেট হারিয়ে ২৯৯ রান সংগ্রহ করে।

পাক হকি দলকে অস্ট্রেলিয়ার হোটেলে রান্নাঘর পরিষ্কার করতে হল, ফেডারেশন বিল না মেটানোয় মাজতে হল বাসনও !

অস্ট্রেলিয়ায় গিয়ে সমস্যায় পাকিস্তানের হকি দল। হকি কর্তারা হোটেলের বিল দিতে না পারায় খেলোয়াড়দের ঘণ্টার পর ঘণ্টা রাস্তায় বসে থাকতে হয়েছিল কয়েক দিন আগে। তা নিয়ে বিতর্কের মধ্যেই প্রকাশ্যে এল আরও বড় লজ্জার ঘটনা। টাকা দিতে না পারায় হোটেলে বাসনও মাজতে হয়েছে হকি খেলোয়াড়দের। অভিযোগ করেছেন পাকিস্তানের হকি অধিনায়ক শাকিল আম্মাদ বাট। তাঁর অভিযোগ ঘিরে তৈরি হয়েছে চাঞ্চল্য। তদন্তের নির্দেশ দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শাহবাজ শরিফ।

পাকিস্তান হকি ফেডারেশনের বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগরে দিয়েছেন পাক অধিনায়ক। এফআইএইচ প্রো লিগ খেলতে অস্ট্রেলিয়ায় গিয়েছে পাকিস্তান হকি দল। সেখানে গিয়ে বিপাকে পড়েন খেলোয়াড়েরা। ফেডারেশন কর্তাদের বিরুদ্ধে অসহযোগিতার অভিযোগ করেছেন বাট। দুরবস্থা নিয়ে লাহৌর বিমানবন্দরে তিনি বলেছেন, "অস্ট্রেলিয়া সফরের কথা বলতে হলে প্রথমে বিমান এবং হোটেলের কথা বলতে হবে। সিডনিতে নামার পর ১২ থেকে ১৫ ঘণ্টা আমাদের রাস্তায় ঘুরে বেড়াতে হয়েছে। অসহায় লাগছিল। আমাদের জন্য হোটেলের ব্যবস্থা করা হয়নি। খাবারও পাইনি সময়মতো। আমাদের হোটেলের ঘর পরিষ্কার করতে হয়েছে। খেলতে যাওয়ার আগে আমাদের বাসনও মেজে দিতে হয়েছে। তার পর আমরা সিডনি থেকে হোবার্ট যাই।" পাক হকি কর্তাদের উপর ক্ষুব্ধ বাট আরও বলেছেন, "অনেক হয়েছে। ফেডারেশনের এখনকার কর্তাদের সঙ্গে আমাদের কাজ করা অসম্ভব। ম্যাচ খেলতে যাওয়ার আগে খেলোয়াড়দের রান্নাঘর, বাসন পরিষ্কার করতে হবে! তার পরও আমাদের থেকে ভাল পারফরম্যান্স আশা করা হবে?" তিনি আরও বলেছেন, "আমাদের এয়ারবিএনবি বুকিংও ঠিক ছিল না। থাকার কথা ছিল ১৩ দিন। অথচ বুক করা হয়েছিল ১০ দিনের জন্য। ১০ দিন পর আমাদের একটা সস্তার হোটেলে গিয়ে উঠতে হয়।" এ ছাড়া ক্যানবেরা যাওয়ার আগে সিডনি বিমানবন্দরেও তাঁদের ১৩-১৪ ঘণ্টা বসে থাকতে হয়েছিল বলে অভিযোগ করেছেন বাট।

অব্যবস্থা নিয়ে মুখ খুললে শৃঙ্খলাভঙ্গের অভিযোগে ব্যবস্থা নেওয়ার হুঁশিয়ারি দেওয়া হয় বলেও অভিযোগ বাটের। তিনি বলেছেন, "ফেডারেশন কর্তারা আমাদের আগে থেকে শাসিয়ে রেখেছেন। অব্যবস্থা নিয়ে কেউ মুখ খুললে কড়া ব্যবস্থা নেওয়া হবে। তার বিরুদ্ধে শৃঙ্খলাভঙ্গের অভিযোগ আনা হবে। কিন্তু অস্ট্রেলিয়া সফরের অব্যবস্থা নিয়ে মুখ না খুলে পারলাম না। উন্নতি করতে আমাদের বিদেশি কোচ দরকার। আমাদের দল খারাপ নয়। দলের ভারসাম্যও ভাল। আমাদের শুধু দরকার ভাল বিদেশি কোচ এবং ভাল কর্তা।"

বাটের আরও দাবি, সিডনির রাস্তায় ঘোরা নিয়ে বিতর্ক তৈরি হতেই তাঁকে দিয়ে জোর করে একটি ভিডিয়ো তৈরি করানো হয়। সেই ভিডিয়োয় মিথ্যা কথা বলতে বাধ্য করেন ফেডারেশনের কর্তারা। তাঁকে বলতে বলা হয়, অস্ট্রেলিয়া সফরের সব ব্যবস্থা দারুণ ছিল। প্রতিযোগিতার মাঝে বিতর্ক বাড়াতে চাননি বলে সেই ভিডিয়ো করেছিলেন। দেশে ফেরার পর তাই আসল পরিস্থিতি নিয়ে মুখ খুলেছেন।

হকি অধিনায়কের অভিযোগ নিয়ে পাকিস্তানের ক্রীড়ামহলে হইচই শুরু হয়েছে। তদন্তের নির্দেশ দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শরিফ। হকি দলের অধিনায়কের অভিযোগ শুনে বিস্মিত পাকিস্তান স্পোর্টস বোর্ডের (পিএসবি) কর্তারা। পিএসবির ডিরেক্টর জেনারেল নুর সাবাহ বলেছেন, "যে ধরনের অভিযোগ উঠছে, তা মারাত্মক। আমরা বিস্তারিত রিপোর্ট তৈরি করছি। প্রধানমন্ত্রীকে রিপোর্ট পাঠানো হবে।" উল্লেখ্য পাক প্রধানমন্ত্রী ফেডারেশনের প্যাট্রন ইন চিফ। পিএসবির এক কর্তা সংবাদমাধ্যমকে বলেছেন, অস্ট্রেলিয়ায় জাতীয় দলের থাকার ব্যবস্থা করার জন্য ১ কোটির বেশি টাকা (প্রায় ৩২ লাখ ৪২ হাজার ভারতীয় টাকা) দেওয়া হয়েছিল।

মাঠ ছাড়ার হুমকি রিয়ালের

হতে পারত রিয়াল মাদ্রিদের প্রতিশোধের ম্যাচ। চ্যাম্পিয়ন্স লিগে জোসে মোরিনহোর বেনফিকার কাছে হেরেই প্লে অফে চলে যেতে হয়েছিল ভিনিসিয়াস জুনিয়রদের। সেই ম্যাচে ছিল নাটকীয় কামব্যাক, আর বেনফিকার ঘরের মাঠে প্লে অফের প্রথম লেগে তৈরি হল বিরাট বিতর্ক। রিয়াল জিতল ১-০ গোলে। আর তারপর বেনফিকার সমর্থকদের থেকে ভিনিসিয়াসকে উদ্দেশ্য করে উড়ে এল বর্ণবিদ্বেষী আক্রমণ। যে কারণে ম্যাচ ১০ মিনিট বন্ধ রইল। প্রতিবাদ করে দলও তুলে নিতে চেয়েছিল স্পেনের ক্লাব। আর ম্যাচের একেবারে শেষ মুহূর্তে লাল কার্ড দেখলেন বেনফিকার কোচ মোরিনহো। দিন কুড়ি আগে লিসবনের এস্তাদিও দা লুজ স্টেডিয়ামে ৪-২ গোলে রিয়ালকে হারিয়েছিল বেনফিকা। ৯৮ মিনিটে বেনফিকার গোলকিপারের গোলে এমবাপেরা সরাসরি শেষ ১৬-র বদলে চলে যায় প্লে অফে। আর সেখানেও প্রতিপক্ষ সেই বেনফিকাই। প্রথম লেগের ম্যাচে রিয়াল একতরফা জিতল। ৫০ মিনিটে বক্সের মাথা থেকে ডান পায়ের অবিশ্বাস্য কার্লারে জালে বল জড়িয়ে দেন তিনি। তারপরই কর্নার ফ্ল্যাগের সামনে গিয়ে নেচে সেলিব্রেট করেন। সেখান থেকে যত বিতর্কের সূত্রপাত। বেনফিকা সমর্থকদের মনে হয়, কর্নার ফ্ল্যাগে থাকা তাদের পতাকাকে অপমান করেছেন ব্রাজিলীয় উইঙ্গার। গ্যালারি থেকে ভেসে আসতে থেকে আপত্তিকর বর্ণবিদ্বেষী মন্তব্য। মাঠে জলের বোতল ছোড়া হয়। সেই আগুনে ঘি ঢালেন বেনফিকার ২০ বছর বয়সি মিডফিল্ডার জিয়ানলুকা প্রেস্তিয়ানি। তিনি জার্সিতে মুখ ঢেকে ভিনিসিয়াসকে কিছু একটা বলেন। যা শুনে আরও ক্ষুব্ধ হন ভিনি। ছুটে রেফারিকে জানান। পরে মাদ্রিদের ডাগআউটে চলে যান। এদিকে ভিনিকেও হলুদ কার্ড দেখান রেফারি। কিন্তু ভিনির পাশে দাঁড়িয়ে দল তুলে নিতে চায় রিয়াল। এই পরিস্থিতিতে খেলা বন্ধ রাখা হয় ১০ মিনিট।

স্প্যানিশ সংবাদমাধ্যমের একাংশের দাবি প্রেস্তিয়ানি ভিনিকে 'মোনো' অর্থাৎ 'বাঁদর' বলেছেন। তবে এই দাবি উড়িয়ে দিয়েছেন বেনফিকার ফুটবলার। ম্যাচের একেবারে শেষ মুহূর্তে রিয়ালের পেনাল্টি বক্সের বাইরে ফ্রিকিক পায় বেনফিকা। ফাউল করে ভিনিসিয়াস। এমনিতেই একটা হলুদ কার্ড দেখেছিলেন, এক্ষেত্রে ফের হলুদ কার্ড দেখলে মাঠের বাইরে চলে যেতে হত ভিনিকে। সেই দাবিতে সোচ্চার হয়ে ওঠেন মোরিনহো। আর তাতে অসন্তুষ্ট হয়ে পর্তুগিজ কোচকে লাল কার্ড দেখান রেফারি। অর্থাৎ দ্বিতীয় লেগের ম্যাচে ডাগআউটে থাকতে পারবেন না 'দ্য স্পেশাল ওয়ান'।

স্টেট গেমসের অ্যাথলেটিক্সের পশ্চিম জেলা দল গঠন শিবির

ক্রীড়া প্রতিনিধি আগরতলা। রাজ্যের চারটি জেলাতে এক যোগে অনুষ্ঠিত হতে চলেছে স্টেট গেমস। রাজ্য সরকারের সহায়তায় ত্রিপুরা অলিম্পিক এসোসিয়েশনের ব্যবস্থাপনায় প্রথমবারের মতো আয়োজিত এই বৃহৎ ক্রীড়া আসরকে সামনে রেখে চলছে এখন জোরদার প্রস্তুতি। আগরতলা সহ রাজ্যের আরো তিনটি জেলায় মোট ১৮টি ইভেন্টে ৩০০০ এর অধিক খেলোয়াড় অংশগ্রহণ করবে। আগামী ২২ ফেব্রুয়ারি বাধারঘাট দশরথ দেব স্পোর্টস কমপ্লেক্সে ক্রীড়া প্রেমী রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডঃ মানিক সাহার হাত ধরেই আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্বোধন হবে প্রথমবারের স্টেট গেমস। আর এই আসরকে সামনে রেখে জেলায় জেলায় চলছে এখন ইভেন্ট ভিত্তিক দল গঠন শিবির। বুধবার এমনটাই দেখা গেল বাধারঘাট দেব ভক্তি জমাতিয়া সিন্থেটিক অ্যাথলেটিক ট্র্যাকে। এদিন থেকে শুরু হল পশ্চিম জেলার অ্যাটলেটিক্স দল গঠনের শিবির। তাতে জেলার বিভিন্ন মহকুমা থেকে প্রায় ৮০ জন এথলেট অংশগ্রহণ করে। বালক ও বালিকা দুই বিভাগে মোট ২৮ জন এথলেটকে নিয়ে গঠিত হবে জেলা অ্যাথলেটিক্স দল। সংবাদ মাধ্যমের প্রতিনিধিদের মুখোমুখি হয়ে এমনটাই জানালেন পশ্চিম জেলা অ্যাথলেটিক্স এসোসিয়েশনের সম্পাদক কামাল হোসেন।

প্রাক্তন ফুটবলার দিলীপের অকাল প্রয়াণে শোক প্রকাশ

ক্রীড়া প্রতিনিধি আগরতলা। দিল্লিতে চিকিৎসাধীন অবস্থায় প্রয়াত হলেন রাজ্যের প্রাক্তন ফুটবলার দিলীপ মালাকার। গতকাল মঙ্গলবার রাত্রিবেলায় দিল্লির এইমস হাসপাতালে ত্রিপুরার স্বনামধন্য প্রাক্তন ফুটবল খেলোয়াড় ত্রিপুরা ফুটবল অ্যাসোসিয়েশনের প্রাক্তন গভর্নিং বডির সদস্য এবং ত্রিপুরা ফুটবল এসোসিয়েশনের আজীবন সদস্য দিলীপ মালাকারের অকাল মৃত্যুর সংবাদ রাজ্যে এসে পৌঁছাতেই ফুটবলপ্রেমীদের মধ্যে নেমে আসে শোকের ছায়া। তার অকাল প্রয়াণে ত্রিপুরা ফুটবল অ্যাসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে গভীর শোক প্রকাশ করে বিদেহী আত্মার চিরশান্তি কামনা করেন রাজ্য ফুটবল সংস্থার সম্পাদক অমিত চৌধুরী। একই সাথে শ্রী চৌধুরী প্রয়াত ফুটবলারের শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি গভীর সমবেদনা প্রকাশ করেন। বুধবার প্রয়াত অমিত মালাকারের মরদেহ রাজ্যে নিয়ে আসা হলে তাকে শেষ শ্রদ্ধা জানান শুভাকাঙ্ক্ষীরা। এদিনই প্রয়াতের শেষকৃত্য সম্পন্ন হয় বটতলা মহাশ্মশানে। এদিকে রাজ্য ফুটবল সংস্থার প্রাক্তন কর্মকর্তার অকাল প্রয়াণে গভীর শোক প্রকাশ করে উমাকান্ত কোচিং সেন্টার।

টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের সুপার এইটে পাকিস্তান, শেষ ম্যাচে নামিবিয়াকে হারিয়ে শেষ দল হিসাবে পরের রাউন্ডে বাবরেরা

নামিবিয়াকে ১০২ রানে হারিয়ে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের সুপার এইটে চলে গেল পাকিস্তান। অষ্টম দল হিসাবে শেষ আটে জায়গা পেতে হলে বুধবার জিততেই হত সলমন আলি আঘাদের। নামিবিয়ার বিরুদ্ধে জয় পেতে অবশ্য অসুবিধা হয়নি পাকিস্তানের। প্রথম ব্যাট করে ৩ উইকেটে ১৯৯ রান করে পাকিস্তান। ১০০ রানের অপরাজিত ইনিংস খেলেন শাহিবজাদা ফারহান। জবাবে ১৭.৩ ওভারে ৯৭ রানে শেষ হয়ে যায় নামিবিয়ার ইনিংস।

ভারতের কাছে হেরে চাপে পড়ে গিয়েছিলেন সলমনেরা। ব্যর্থতার জন্য সমালোচনায় বিদ্ধ হতে হয়েছিল বাবর আজম, শাহিন আফ্রিদিদের মতো সিনিয়র ক্রিকেটারদের। তাঁদের দল থেকে বাদ দেওয়ার দাবিও ওঠে। দুর্বল নামিবিয়ার বিরুদ্ধে সত্যি সত্যিই শাহিনকে প্রথম একাদশ রাখল না পাকিস্তান। বাবরকে দলে রাখা হলেও তাঁকে ব্যাট করতে দেওয়া হল না!

টস জিতে ব্যাট করার সিদ্ধান্ত নেন সলমন। তবে কলম্বোর ২২ গজে এ দিনও শুরুটা ভাল করতে পারেননি তাঁরা। ওপেনার সাইম আয়ুব (১৪) ব্যর্থ হলেন। অন্য ওপেনার ফারহান এবং তিন নম্বরে নামা সলমন পরিস্থিতি সামাল দেন। পাক অধিনায়ক ২৩ বলে ৩৮ রানের ইনিংস খেলে আউট হয়ে গেলেও পিচের এক দিক আগলে রেখেছিলেন ফারহান। দলের ইনিংসের শেষ পর্যন্ত ২২ গজে ছিলেন। তাঁর ৫৮ বলে অপরাজিত ১০০ রানের ইনিংসে রয়েছে ১১টি চার এবং ৪টি ছক্কা। তবে রান পাননি চার নম্বরে নামা খাওয়াজা নাফায় (৫)। শেষ পর্যন্ত ফারহানের সঙ্গে ছিলেন শাদাব খান। ১টি চার এবং ৩টি ছক্কার সাহায্যে ২২ বলে ৩৬ রান করেন তিনি। নামিবিয়ার সফলতম বোলার জ্যাক ব্রাসেল ৪৮ রানে ২ উইকেট নিয়েছেন।

জয়ের জন্য ২০০ রানের লক্ষ্যে ব্যাট করতে নেমে কোনও সময়ই স্বচ্ছন্দ দেখায়নি নামিবিয়ার ব্যাটারদের। পাকিস্তানের স্পিনারদের বল বুঝতেই পারেননি তাঁরা। ওপেনার লরেন স্টিনক্যাম্পের ২২ বলে ২৩ এবং পাঁচ নম্বরে নামা অ্যালেকজান্ডার বুসিং ভলসেকের ২০ বলে ২০ রানের ইনিংস ছাড়া বলার মতো কিছু নেই নামিবিয়ার ইনিংসে। আর কেউই দু'অঙ্কের রান করতে পারেননি। পাকিস্তানের সফলতম বোলার উসমান তারিক ১৬ রানে ৪ উইকেট নিয়েছেন। ১৯ রানে ৩ উইকেট শাদাবের। ১টি করে উইকেট নিয়েছেন সলমন মির্জা এবং মহম্মদ নওয়াজ।

ভারতের সঙ্গে ক্রিকেটীয় সম্পর্কের উন্নতি চান বাংলাদেশের নতুন ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী

ভারতের সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক ক্রিকেট সম্পর্কের উন্নতি চায় বাংলাদেশের নতুন নির্বাচিত সরকার। আইপিএল থেকে মুস্তাফিজুর রহমানকে বাদ দেওয়ার পর যে জটিলতা তৈরি হয়েছিল, তা চালিয়ে নিয়ে যেতে চায় না বাংলাদেশ। মঙ্গলবার শপথ নেওয়ার পর সাংবাদিক বৈঠকে জানিয়েছেন বাংলাদেশের নতুন ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী আমিনুল হক। আমিনুল বলেছেন, "শপথগ্রহণ অনুষ্ঠানের পর সংসদ ভবনে আমি ভারতের ডেপুটি হাই কমিশনারের সঙ্গে দেখা করেছি। টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের বিষয়টি নিয়ে আমাদের মধ্যে কথা হয়েছে। আমাদের মধ্যে অত্যন্ত বন্ধুত্বপূর্ণ কথা হয়েছে। দু'জনেই খুব আন্তরিক ছিলাম। আমি বলেছি, আলোচনার মাধ্যমে দ্রুত সব সমস্যার সমাধান করতে চাই আমরা। খেলাধুলো-সহ সব ক্ষেত্রেই ভারতের সঙ্গে সুসম্পর্ক চায় বাংলাদেশ।" টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে বাংলাদেশের অনুপস্থিতি নিয়ে তিনি বলেছেন, "আপনারা জানেন, কূটনৈতিক জটিলতার কারণে আমরা বিশ্বকাপ খেলতে পারিনি। এগুলো আগে সমাধান হয়ে গেলে আমাদের দল খেলতে পারত।" টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের পর ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের সঙ্গে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের সম্পর্কের জটিলতার অবসান চান আমিনুল। বাংলাদেশের দই প্রাক্তন অধিনায়ক শাকিব আল হাসান এবং মাশরাফি মোর্তাজার বিষয়গুলি সহানুভূতির সঙ্গে দেখা হবে বলে জানিয়েছেন আমিনুল। দুই ক্রিকেটারের বিরুদ্ধে হওয়া মামলাগুলির দ্রুত নিষ্পত্তি করে দেশের ক্রিকেটে তাঁদের ফিরিয়ে আনার ব্যবস্থা করবেন বলে আশ্বাস দিয়েছেন তিনি।

রঞ্জি থেকে বিদায় বাংলার, গোটা মরসুমের ভাল পারফরম্যান্সে চোনা ফেলে দিল দু'ঘণ্টার জঘন্য ব্যাটিং !

গ্রুপ পর্বে সবচেয়ে বেশি পয়েন্ট। কোয়ার্টার ফাইনালে ইনিংসে জয়। এক্সপ্রেস গতিতে এগোচ্ছিল বাংলা। দেখে মনে হচ্ছিল, জম্মু-কাশ্মীর এই দলের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে পারবে না। তা-ও আবার কল্যাণীতে। বাংলার ঘরের মাঠে। কিন্তু দু'ঘণ্টার এক সেশনের খারাপ ব্যাটিং গোটা মরসুমের ভাল পারফরম্যান্সে চোনা ফেলে দিল। জম্মু-কাশ্মীরের কাছে হেরে বিদায় নিল বাংলা। অন্য দিকে প্রথম বার রঞ্জি ট্রফির ফাইনালে উঠল জম্মু-কাশ্মীর। বুধবার জম্মু-কাশ্মীরের জয়ের জন্য দরকার ছিল ৮৩ রান। হাতে ছিল ৮ উইকেট। এই পরিস্থিতিতে বাংলার জয়ের আশা খুব কম ছিল। কিন্তু ক্রিকেটে অসম্ভবও সম্ভব হয়। দিনের শুরুতে আকাশদীপ ২ উইকেট তুলে নেওয়ায় সেই সম্ভাবনা দেখা দিয়েছিল। কিন্তু বংশরাজ শর্মা ও আব্দুল সামাদকে আউট করতে পারলেন না মহম্মদ শামিরা। এই দু'জন দলকে জয়ে নিয়ে গেলেন। বংশরাজ ৪৩ ও সামাদ ৩০ রানে অপরাজিত থেকে মাঠ ছাড়লেন। প্রথম বার রঞ্জির ফাইনালে ওঠার পর জম্মু-কাশ্মীরের ক্রিকেটারদের উল্লাস ছিল দেখার মতো। গত কয়েক মরসুমে এই দলের উত্থান স্বপ্নের মতো। সারা বছর সেখানে ক্লাব ক্রিকেট হয় না। ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে খেলেন তাঁরা। কিন্তু পারশ ডোগরার এই দল দেখিয়ে দিল, শক্ত প্রতিপক্ষকেও সহজে হারাতে পারে তারা। প্রথম ইনিংসে সুদীপ ঘরামির শতরানে ৩২৮ রান করেছিল বাংলা। জবাবে ৩০২ রান করেছিল জম্মু-কাশ্মীর। একাই ৮ উইকেট নিয়েছিলেন শামি। দলকে ২৬ রানের গুরুত্বপূর্ণ লিড এনে দিয়েছিলেন তিনি। কিন্তু মঙ্গলবার একটি সেশনে খেলার রাশ হারিয়ে ফেলল বাংলা। দ্বিতীয় ইনিংসের শুরু থেকেই পর পর উইকেট হারালেন অভিমন্যু ঈশ্বরণেরা। প্রথম সারির কোনও ব্যাটারই চেনা পিচে দায়িত্ব নিয়ে খেলতে পারলেন না। ঈশ্বরণ (৫), সুদীপ চট্টোপাধ্যায় (০), সুদীপ ঘরামি (০), অনুষ্টুপ মজুমদার (১২), সুরজ সিন্ধু জয়সওয়াল (১৪), সুমন্ত গুপ্ত (৮), হাবিব গান্ধীরা (১০) মাঠে নেমেছেন এবং সাজঘরে ফিরে গিয়েছেন। এমন বিপর্যয়ের মধ্যে কিছুটা চেষ্টা করেন শাহবাজ আহমেদ। ২৪ রান এসেছে অলরাউন্ডারের ব্যাট থেকে। তাতে বিশেষ লাভ হয়নি। ৯৯ রানে অল আউট হয়ে যায় দল। জম্মু-কাশ্মীরের সামনে লক্ষ্য ছিল ১২৬ রান। ৪ উইকেট হারিয়ে রান তাড়া করে জিতে ফাইনালে গেল তারা।

বুধবার নয়াদিল্লির ভারত মণ্ডপে এআই ইমপ্যাক্ট সামিটে বিশ্ব নেতাদের জন্য আয়োজিত নৈশভোজ এবং সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে যোগ দেন ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী অধ্যাপক(ডা.) মানিক সাহা। এই অনুষ্ঠানে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী, বিভিন্ন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী এবং বিভিন্ন আন্তর্জাতিক ও জাতীয়স্তরের বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের সাথে মতবিনিময় করেন তিনি।

পাঁচ বছরেও এডিসির নোনাছড়ায় গ্রামবাসীর নিত্য সমস্যা অধরা, ক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ১৮ ফেব্রুয়ারি: স্ব-শাসিত জেলা পরিষদের পাঁচ বছরের মেয়াদ শেষের মুখে। অথচ তেলিয়ামুড়া মহকুমার মুঙ্গীয়াকামী ব্লকের একাধিক প্রত্যন্ত এলাকায় এখনও অধরাই রয়ে গেছে মৌলিক পরিকাঠামোএমনই অভিযোগ স্থানীয় জনজাতি বাসিন্দাদের।

১১ মহারানী তেলিয়ামুড়া স্ব-শাসিত জেলা পরিষদের নোনা ছড়া এডিসি ভিলেজের নবজয় দত্ত মলসম পাড়া-সহ বিস্তীর্ণ অঞ্চলে রাস্তা, পানীয় জল, বিদ্যুৎ ও শিক্ষার মতো প্রাথমিক চাহিদা পূরণে প্রশাসনের ব্যর্থতার অভিযোগ উঠেছে।স্থানীয়দের দাবি, বর্ষাকালে ভগ্নদশাগ্রস্ত রাস্তায় চলাচল কার্যত দুঃসাধ্য হয়ে ওঠে। বাজারে যাতায়াত থেকে শুরু করে স্কুলপড়ুয়াদের নিয়মিত স্কুলে পৌঁছনোসবই চরম অনিশ্চয়তার মধ্যে পড়ে। জরুরি চিকিৎসার প্রয়োজন হলে পরিস্থিতি আরও সংকটজনক হয়। বিশুদ্ধ পানীয় জলের পর্যাপ্ত ব্যবস্থা না থাকায় গ্রামবাসীদের নিত্য সমস্যায় পড়তে হচ্ছে বলেও অভিযোগ।এই এলাকা থেকেই এডিসির নির্বাচিত কার্যনির্বাহী সদস্য (ইএম) কমল কলই জয়ী হয়েছিলেন।

স্থানীয়দের একাংশের বক্তব্য, জনপ্রতিনিধি প্রায়ই এলাকায় আসেন এবং মনটাং ভ্যালি নামে একটি পর্যটন কেন্দ্র গড়ে তুলেছেন। তবে অভিযোগ, ব্যক্তিগত উদ্যোগে পর্যটন কেন্দ্র গড়ে উঠলেও গ্রামীণ পরিকাঠামোর উন্নয়নে প্রশাসনিক স্তরে তেমন অগ্রগতি চোখে পড়েনি। বিশেষত মনটাং ভ্যালির পথে যে ভাঙাচোরা রাস্তা, তা দিয়েই সপ্তাহে একাধিকবার যাতায়াত হলেও সংস্কারের উদ্যোগ নেওয়া হয়নি বলে দাবি বাসিন্দাদের। নোখায়ুং হামখ্রাই সোসাইটির উদ্যোগে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের উপজাতি কল্যাণ মন্ত্রী বিকাশ দেববর্মা।

সেখানে সুযোগ পেয়ে এলাকার বাসিন্দারা তাঁদের দীর্ঘদিনের বঞ্চনার কথা মন্ত্রীর সামনে তুলে ধরেন। পানীয় জল, রাস্তা, শিক্ষা ও বিদ্যুতের মতো মৌলিক পরিষেবায় ঘাটতির অভিযোগ জানিয়ে দ্রুত পদক্ষেপের দাবি তোলেন তাঁরা।মন্ত্রী বিকাশ দেববর্মা সংবাদমাধ্যমকে জানান, গত পাঁচ বছর এডিসি প্রশাসনের দায়িত্বে থাকা তিপ্রা মথা দলের নির্বাচিত প্রতিনিধি প্রায়ই এলাকায় গেলেও উন্নয়নের প্রশ্নে দৃশ্যমান পদক্ষেপের অভাব নিয়ে অভিযোগ উঠছে। তিনি বলেন, “এলাকার মানুষ যে সমস্যার কথা জানিয়েছেন, তা গুরুত্ব সহকারে দেখা হবে।” পাশাপাশি তিনি আশ্বাস দেন, ২০২৬ সালের এডিসি ভিলেজ নির্বাচন পরবর্তী সময়ে যদি বিজেপি ক্ষমতায় আসে, তবে রাস্তাঘাট-সহ সমস্ত মৌলিক পরিকাঠামো উন্নয়নে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে।এদিকে, দীর্ঘদিনের বঞ্চনার অভিযোগ ঘিরে রাজনৈতিক তরজা তীব্র হওয়ার ইঙ্গিত মিলছে। ভোটের আগে প্রত্যন্ত জনজাতি অধ্যুষিত এই অঞ্চলে উন্নয়নের প্রশ্নই যে বড় ইস্যু হয়ে উঠতে চলেছে, তা স্পষ্ট।

ভলেন্টিয়ার হেলথ এসোসিয়েশন অফ ত্রিপুরার উদ্যোগে এক দিবসীয় কর্মশালা অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৮ ফেব্রুয়ারি: ভলেন্টিয়ার হেলথ এসোসিয়েশন অফ ত্রিপুরার উদ্যোগে একদিনের কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয় আইএমএ হাউসে। উপস্থিত ছিলেন পশ্চিম জেলা জেলা সভাপতি বিশ্বজিৎ শীল, ত্রিপুরা চাইল্ড লাইনের চেয়ারপারসন জয়ন্তী দেববর্মা সহ অন্যান্যরা।শিশুদের সুরক্ষা সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে ভলেন্টিয়ার হেলথ এসোসিয়েশন অফ ত্রিপুরার উদ্যোগে বুধবার আই এম এ হাউসে এক গুরুত্বপূর্ণ কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। সংগঠনের নেতৃবৃন্দ এই কর্মশালার সার্বিক বিষয় নিয়ে বিস্তারিত তথ্য তুলে ধরেন। তারা বলেন, রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে শিশুদের নিয়ে যারা কাজ করছেন তাদেরকে শিশু যত্নসহ বিভিন্ন বিষয়ে।

বিদ্যালয়ে দুঃসাহসিক চুরি নথিপত্র ও সামগ্রী তছনছ

আগরতলা, ১৮ ফেব্রুয়ারি: বিলোনিয়ার বড়পাথরী এলাকায় অবস্থিত বিলোনিয়া বড়পাথরী দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়ে রাতের আঁধারে দুঃসাহসিক চুরির ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। চোরের দল স্কুলে ঢুকে ব্যাপক ভাঙচুর চালিয়ে গুরুত্বপূর্ণ নথিপত্র ও সামগ্রী তছনছ করে যায়।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, গভীর রাতে চোরেরা প্রথমে স্কুল ভবনের তিনটি কলাপসিবল গেটের তালা ভেঙে ভেতরে প্রবেশ করে। এরপর পর্যায়ক্রমে মোট সাতটি কক্ষের দরজা ভেঙে ফেলা হয়। প্রতিটি কক্ষে থাকা আলমারিগুলোকেও রেহাই দেয়নি দুষ্কৃতীরা। মোট ১৭টি আলমারির তালা ভেঙে কাগজপত্র ও অন্যান্য সামগ্রী ছড়িয়ে-ছিটিয়ে দেয় তারা। ঠিক কী কী জিনিস চুরি হয়েছে, তা এখনও নির্দিষ্ট করে জানা যায়নি। স্কুল কর্তৃপক্ষ তালিকা তৈরি করে ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ নির্ধারণের কাজ শুরু করেছে।

ঘটনার খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছায় বিলোনিয়া থানার পুলিশ। পাশাপাশি ফরেন্সিক দলও বিদ্যালয়ে এসে বিভিন্ন স্থান থেকে নমুনা সংগ্রহ করে তদন্ত শুরু করেছে। পুলিশের প্রাথমিক অনুমান, পরিকল্পিতভাবেই এই চুরির ঘটনা ঘটানো হয়েছে।

এই ঘটনাকে ঘিরে বিদ্যালয়ের শিক্ষক ও কর্মচারীদের মধ্যে তীব্র আতঙ্ক ও ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে। তাঁদের বক্তব্য, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মতো সংবেদনশীল জায়গায় এমন ঘটনা নিরাপত্তার বড় প্রশ্ন তুলে দিচ্ছে।

পিআইবি আগরতলা শাখার কার্যালয়ে আয়োজিত রাজভাষা হিন্দি কর্মশালা

আগরতলা, ১৮ ফেব্রুয়ারি ২০২৬: আজ পিআইবি ও সিবিসি-এর কর্মীদের অংশগ্রহণে পিআইবি আগরতলা শাখা কার্যালয়ে একটি হিন্দি কর্মশালার আয়োজন করা হয়। কেন্দ্রীয় সরকারি দফতরে রাজভাষা হিন্দির ব্যবহার আরও কার্যকর ও প্রাতিষ্ঠানিকভাবে সুসংহত করার লক্ষ্যে এই কর্মশালার আয়োজন।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পিআইবি'র নয়াদিল্লির সদর দফতর থেকে ডেপুটি ডাইরেক্টর (রাজভাষা বিভাগ) শ্রীমতি রেখা রানি সূর্য এবং এসিস্টেন্ট ডাইরেক্টর (রাজভাষা বিভাগ) শ্রী প্রদীপ কুমার।

অতিথিবৃন্দ তাঁদের বক্তব্যে দপ্তরীয় কাজে হিন্দি ভাষার ব্যবহার বৃদ্ধির প্রয়োজনীয়তার ওপর গুরুত্বারোপ করেন এবং সরকারি যোগাযোগে রাজভাষা নীতির যথাযথ বাস্তবায়নের আহ্বান জানান।

কর্মশালায় উপস্থিতসকল কর্মীদের জন্য হিন্দি নোটিং-ড্রাফটিং, সরকারি পত্রালাপ এবং দাপ্তরিক পরিভাষা ব্যবহারের বিভিন্ন দিক নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। অংশগ্রহণকারীরা কর্মশালাকে অত্যন্ত ফলপ্রসূ বলে অভিহিত করেন এবং ভবিষ্যতেও এ ধরনের প্রশিক্ষণ কর্মসূচি আয়োজনের প্রত্যাশা ব্যক্ত করেন।

অগ্নিকাণ্ডে ক্ষতিগ্রস্ত দুই দিনমজুর পরিবারের পাশে এসএইচজি ভিলেজ ফেডারেশন

আগরতলা, ১৮ ফেব্রুয়ারি: গত ১৩ ফেব্রুয়ারি দুপুরে কৈলাসহর শহরের অন্তর্গত গৌরনগর ব্লক এলাকায় ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে দুই অসহায় দিনমজুর পরিবারের তিনটি বসতঘর সম্পূর্ণভাবে পুড়ে ছাই হয়ে যায়। আজ দুপুরে গৌরনগর এসএইচজি ভিলেজ ফেডারেশন—এর এক প্রতিনিধি দল ঘটনাস্থলে গিয়ে ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলির খোঁজখবর নেয়।প্রাথমিকভাবে বৈদ্যুতিক শর্ট সার্কিট থেকে আগুন লাগতে পারে বলে অনুমান করা হলেও, নাশকতার সম্ভাবনাও উড়িয়ে দেওয়া যাচ্ছে না। তবে ঘটনার প্রকৃত কারণ এখনও নিশ্চিত হয়নি। এই অগ্নিকাণ্ডে দিনমজুর দুলাল বাউরি ও মঙ্গলা বাউরি—র তিনটি ঘর সম্পূর্ণ ভস্মীভূত হয়। আগুনে তাদের ঘরের কোনো আসবাব বা প্রয়োজনীয় সামগ্রীই রক্ষা করা সম্ভব হয়নি। দুই পরিবার মিলিয়ে মোট ১২ জন সদস্য রয়েছেন, যার মধ্যে দু'জন শিশু ও চারজন স্কুলপড়ুয়া ছাত্রছাত্রী।ঘটনার পর থেকে স্থানীয় বাসিন্দা আফতাব আলীর অস্থায়ী ঘরে আশ্রয় নিয়েছেন ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলির সদস্যরা। অভিযোগ, অগ্নিকাণ্ডের পর প্রশাসনের পক্ষ থেকে শুধু মৌখিক আশ্বাস মিললেও আজ পর্যন্ত সরকারি ভাবে কোনো আর্থিক বা ত্রাণ সহায়তা পৌঁছায়নি। এমন পরিস্থিতিতে বুধবার দুপুরে গৌরনগর এসএইচজি ভিলেজ ফেডারেশন—এর এক প্রতিনিধি দল ঘটনাস্থলে গিয়ে ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলির খোঁজখবর নেয়। প্রতিনিধি দলে উপস্থিত ছিলেন ফেডারেশনের সভাপতি নমিতা দেবনাথ, সম্পাদক উমা দেবনাথ, কোষাধ্যক্ষ নাজমা বেগম সহ অন্যান্য সদস্যরা। ফেডারেশনের পক্ষ থেকে দুলাল বাউরি ও মঙ্গলা বাউরির হাতে নগদ আর্থিক সহায়তা তুলে দেওয়া হয়।

স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক ও মুদ্রক সন্দীপ বিশ্বাস কর্তৃক রেণ্বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস, আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল. এন. বাড়ী রোড, আগরতলা, ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক - সন্দীপ বিশ্বাস।
Printed by the Owner, Publisher and Printer Sandeep Biswas from Rainbow Printing Works, Agartala and Published from Jagaran Office, L.N. Bari Road. Agartala, Tripura. Editor- Sandeep Biswas